নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)- প্রকল্প

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন, ২০২০

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন
বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)- প্রকল্প

পরামর্শকবৃন্দ	আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দ
ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান টিম লিডার	**এস এম হামিদুল হক** মহাপরিচালক
কাজী লিয়াকত আলী আত্ম-কর্মসংস্থান বিশেষজ্ঞ	**মো: মোশারফ হোসেন** পরিচালক
মো: জাহিদুল ইসলাম ট্রেড বিশেষজ্ঞ	**বাবুলাল রবিদাস** উপ-পরিচালক
মো: আব্দুল লতিফ পরিসংখ্যানবিদ	
কাজী মো: আব্দুল্লাহ-আল-মাহমুদ স্টাডি কো-অর্ডিনেটর	

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

ডিপিসি গ্রুপ অব কনসালটেন্টস
বাড়ী নং-১৭ (৪র্থ তলা, ই-১), রোড-১৭/এ, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
ফোন: +৮৮০২৯৮২০৭৩৩, ০১৭৫৫-৫৬৮৩৪২
ই-মেইল: dpcgroup@gmail.com, ওয়েবসাইট:
www.dpcgroupbd.org

জুন, ২০২০

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	ACRONYMS	i
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i i
প্রথম অধ্যায়	**প্রকল্পের বিবরণ**	**১**
১.১.	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
১.২.১.	প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য	১
১.২.২.	প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য	১
১.৩.	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২
১.৪.	প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	২
১.৪.১.	প্রকল্প অনুমোদন	২
১.৪.২.	প্রকল্প সংশোধন	২
১.৪.৩.	প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি	৩
১.৫.	ডিপিপি ও আরডিপিপির মধ্যে বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনা	৬
১.৬.	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ	৬
১.৭.	প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৭
১.৮.	প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা	৭
১.৯.	ক্রয় পরিকল্পনা	৯
১.১০.	লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক	১১
১.১১.	প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	**নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা**	**১৩**
২.১.	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পটভূমি	১৩
২.২.	নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য	১৩
২.৩.	নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি (ToR)	১৩
২.৪.	সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন	১৪
২.৫.	নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	১৫
২.৫.১.	নমুনায়ন পদ্ধতি	১৫
২.৫.২.	নমুনার আকার নির্ধারণ	১৫
২.৬.	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১৬
২.৬.১.	সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	১৬
২.৬.২.	উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ	১৬
২.৬.৩.	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)	১৭
২.৬.৪.	কী ইনফরমেন্ট ইনটারভিউ (KII)	১৭
২.৬.৫.	কেস স্টাডি	১৭
২.৬.৬.	কর্মশালা	১৭
২.৭.	সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃতব্য নির্দেশক/সূচকসমূহ	১৮
২.৮.	তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ	১৯
২.৯.	সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	**সমীক্ষা ফলাফল পর্যালোচনা**	**২০**
৩.১.	প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	২০
৩.১.১.	অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	২০
৩.১.২.	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা	২০
৩.১.৩.	প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি	২১
৩.১.৩.১.	প্রশিক্ষণ ও অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা	২১
৩.১.৪.	সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি বিশ্লেষণ	২২
৩.২.	ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	২৩
৩.২.১.	ক্রয় পরিকল্পনা, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	২৩
৩.২.২.	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	২৫

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩.২.৩.	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে ব্যত্যয় ও তার সমাধান সম্পর্কিত পর্যালোচনা	২৯
৩.৩.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন	৩০
৩.৩.১.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অবস্থা পর্যালোচনা	৩০
৩.৪.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৩৩
৩.৪.১.	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৩৩
৩.৪.২.	জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৩৩
৩.৪.৩.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির (পিআইসি) সভা আয়োজন পর্যালোচনা	৩৩
৩.৪.৪.	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন পর্যালোচনা	৩৫
৩.৪.৫.	প্রকল্পের অডিট বিষয়ে পর্যালোচনা	৩৬
৩.৫.	মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা	৩৬
৩.৫.১.	উপকারভোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৩৬
৩.৫.২.	এফজিডি হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৫৪
৩.৫.৩.	মূখ্য আলোচকদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৫৮
৩.৫.৩.১.	প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৫৮
৩.৫.৩.২.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৬০
চতুর্থ অধ্যায়	**প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা**	**৬৪**
৪.১.	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ	৬৪
৪.২.	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ	৬৪
৪.৩.	প্রকল্প কর্তৃক সৃষ্ট সুযোগসমূহ	৬৫
৪.৪.	প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ	৬৬
পঞ্চম অধ্যায়	**পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণ**	**৬৭**
ষষ্ঠ অধ্যায়	**উপসংহার ও সুপারিশ**	**৭০**
৬.১.	সুপারিশমালা	৭০
৬.২.	উপসংহার	৭০

টেবিল ১.	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	২
টেবিল ২.	ডিপিপি ও আরডিপিপির বরাদ্দের তুলনামূলক আলোচনা (লক্ষ টাকা)	৪
টেবিল ৩.	ডিপিপি ও আরডিপিপির মধ্যে বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের তুলনা	৬
টেবিল ৪.	প্রকল্পের আওতাধীন জেলাভিত্তিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা	৭
টেবিল ৫.	বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের পরিকল্পনা	৮
টেবিল ৬.	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা (লক্ষ টাকায়)	১০
টেবিল ৭.	প্রকল্প জেলা ও উপজেলা অনুযায়ী নমুনা উপকারভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা নির্বাচন ও বিতরণ	১৪
টেবিল ৮.	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচক	১৮
টেবিল ৯.	অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় পর্যালোচনা	২০
টেবিল ১০.	সংক্ষেপে প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)	২০
টেবিল ১১.	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও অনুদান সংক্রান্ত তথ্যাদি (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)	২১
টেবিল ১২.	অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)	২২
টেবিল ১৩.	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য ক্রয় অগ্রগতি (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)	২৩
টেবিল ১৪.	প্যাকেজ অনুযায়ী ক্রয় পর্যালোচনা	২৮
টেবিল ১৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অবস্থার অগ্রগতি ও পর্যালোচনা	৩০
টেবিল ১৬.	জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা	৩৩

লেখচিত্র ১	সমীক্ষায় অংশগ্রহনকারী উপকারভোগী উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক বিতরণ	৩৬
লেখচিত্র ২	বৎসর ভিত্তিক উপকারভোগী উত্তরদাতাদের প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির বিতরণ সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	৩৮
লেখচিত্র ৩	ওস্তাদ-সাগরেদের মধ্যে সম্পর্কের তুলনায় সমীক্ষায় অংশগ্রহনকারী উত্তরদাতাদের বিতরণ	৪০
লেখচিত্র ৪	ওস্তাদের সাথে সংযুক্ত সাগরেদরা প্রশিক্ষণ গ্রহনে কতটা আন্তরিক তার ভিত্তিতে উত্তরদাতা সাগরেদদের বিতরণ	৪২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
লেখচিত্র ৫	ওস্তাদ হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগছে/লাগবে কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতা সাগরেদদের বিতরণ	৪৩
লেখচিত্র ৬	প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে পেশাগত কাজে সাগরেদদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে/বাড়বে কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ	৪৪
লেখচিত্র ৭	দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ	৪৪
লেখচিত্র ৮	দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প হতে কোন প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ	৪৫
লেখচিত্র ৯	দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ভাতা যথেষ্ট কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ	৪৫
লেখচিত্র ১০	দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদের সাথে/দোকানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেছেন/করছেন কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ	৪৬
লেখচিত্র ১১	সাগরেদদের হাজিরা নেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ	৪৭
লেখচিত্র ১২	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ওস্তাদ প্রশিক্ষণ শেষে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক অনুদান পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে ওস্তাদদের মতামত	৫০
লেখচিত্র ১৩	প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ ব্যয়ের খাতের উপর ভিত্তি করে উত্তরদাতা ওস্তাদদের বিতরণ	৫১
লেখচিত্র ১৪	ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অনুদানের অর্থ গ্রুপে নিতে ইচ্ছুক কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতা ওস্তাদদের মতামত	৫১
লেখচিত্র ১৫	সমাজসেবা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদি (১-৩ দিনের) প্রশিক্ষণে কতটা সন্তুষ্ট তার ভিত্তিতে উত্তরদাতা ওস্তাদদের মতামত	৫২
পরিশিষ্ট-১	সুফলভোগীদের কেস স্টাডিজ	৭১
পরিশিষ্ট-২	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	৭৫
পরিশিষ্ট-৩	ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশনে অংশগ্রহণকারী নামের তালিকা	৭৯
পরিশিষ্ট-৪	কী ইনফরমেন্ট পারসোন্যালদের নামের তালিকা	৮৩
পরিশিষ্ট-৫	মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের চিত্র	৮৫
পরিশিষ্ট-৬	উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নাবলী	৮৮
পরিশিষ্ট-৭	উপকারভোগী উত্তরদাতাদের জন্য **FGD**	৯২
পরিশিষ্ট-৮	কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের জন্য **FGD**	৯৫
পরিশিষ্ট-৯ক	প্রকল্প অফিস ও আইএমইডি কর্মকর্তাদের জন্য **KII** চেকলিস্ট	৯৭
পরিশিষ্ট-৯খ	সমাজসেবা কর্মকর্তাদের জন্য **KII** চেকলিস্ট	৯৯
পরিশিষ্ট-৯গ	UNO, উপজেলা/ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য/ মহিলা সদস্যদের জন্য **KII** চেকলিস্ট	১০১
পরিশিষ্ট-১০	কেস স্টাডির জন্য প্রশ্নাবলি	১০২
পরিশিষ্ট-১১	ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট	১০৪
পরিশিষ্ট-১২	টার্মস অফ রেফারেন্স (**ToR**)	১০৬

ACRONYMS

APP	:	Annual Procurement Plan
BMET	:	Bureau of Manpower, Employment and Training
BOQ	:	Bill of Quantities
BTEB	:	Bangladesh Technical Education Board
DPP	:	Development Project Proposal
FGD	:	Focus Group Discussion
GoB	:	Government of Bangladesh
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
ILO	:	International Labour Organization
KII	:	Key Informant Interview
MOSW	:	Ministry Of Social Welfare
MS Access	:	MicroSoft Access
OTM	:	Open Tendering Method
PD	:	Project Director
PIC	:	Project Implementation Committee
PIMS	:	Project Implementation and Monitoring Specialist
PMIS	:	Project Management Information System
PPA	:	Public Procurement Act
PPR	:	Public Procurement Rules
PPS	:	Proportionate to Population Size
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
RFQM	:	Request For Quotation Method
SPSS	:	Statistical Package for Social Sciences
SWOT	:	Strength, Weakness, Opportunity and Threat
TL	:	Team Leader
TOR	:	Terms of Reference
UNO	:	Upazila Nirbahi Officer
UP	:	Union Porishod

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক "বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে এর মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি ৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০টি জেলার ১০২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। বিশেষত তাদের যারা আদি ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত যেমন, কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারক, কাঁশা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী এবং জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী। এ কার্যক্রম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বহুমুখী উন্নয়নের জন্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের অগ্রগতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের অগ্রগতি, প্রকল্পের মাধ্যমে উপভোগীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সম্ভাব্য ভূমিকা এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগ ও সুফল টেকসইকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

এ সমীক্ষায় পরিমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি), মূখ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, কেস স্টাডি ও স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার ১০টি জেলার ২০টি উপজেলা থেকে মোট ৭৬৩ জন উপকারভোগীর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আরডিপিপি, পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি হতে সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বরাদ্দ ও অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুন, ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ছিল মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা)-এর ২৯.৫৮% (১৭৯৫.৪৫ লক্ষ টাকা)। এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট প্রকল্পের ৪০০৯.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় এর ৬৬.০৬%। প্রকল্পের অগ্রগতি পরিকল্পনা মাফিক সঠিক পথেই এগুচ্ছে এবং প্রকল্প মেয়াদ জুন, ২০২২ এর মধ্যে বাকি ৩৩.৯৪% বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্পের আরডিপিপিতে নির্ধারিত মোট ১০টি ক্রয় প্যাকেজের মধ্যে ৮টি প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি দুইটি প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া বর্তমানে (জুন, ২০২০) চলমান আছে। ক্রয় প্রক্রিয়ার দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপিতে উল্লেখিত সবগুলো ক্রয় প্যাকেজের জন্য আরএফকিউ পদ্ধতি উল্লেখ আছে। ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের সময় পরিলক্ষিত হয় যে, যেসকল ক্রয় প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সেগুলো বিদ্যমান সরকারি ক্রয় নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক। এমতাবস্থায়, সিপিটিইউ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির লিখিত পরামর্শক্রমে ক্রয় নীতিমালার আলোকে ক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করা হয়।

প্রকল্প কর্তৃক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো: দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড, অনুদান ও ভাতা প্রদান, স্ব-স্ব পেশার আধুনিকায়নমূলক কর্মকান্ড, সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মকান্ড প্রভৃতি। প্রকল্পের আওতাধীন ২০টি জেলার জরিপকৃত আদি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৬৯,৬৬২ জন ও মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ২৩,৩৪৩ জন যা মোট জরীপকৃত জনসংখ্যার ৩৩.৫%। এ ফলাফল হতে প্রতিয়মান হয় যে, আরো অধিক সংখ্যক আদি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পে মোট প্রশিক্ষণ ও নগদ অনুদান সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা ২৩,৩৪৩ জন। এর মধ্যে প্রকল্পের অধীনে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৭,২২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ ৭৪% টার্গেট ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়েছে মোট ১৩,১৪৯ জনকে যা প্রশিক্ষণার্থীর ৭৬%। যারা অনুদান পাননি তাদের মধ্যে ১৩% আছেন যাদের প্রশিক্ষণ এখনও শেষ হয়নি বাকি ১১%এর প্রশিক্ষণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে এবং অনুদান প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন আছে।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৭৬৩ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৪৩৩ জন সাগরেদের ৯১.২% এর মতে তাদের ওস্তাদ খুবই দক্ষ এবং ৯১.৭% এর মতে ওস্তাদ প্রশিক্ষণ দানে খুবই আন্তরিক। এর পরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ওস্তাদ ও সাগরেদের আরো আন্তরিকতা বাড়ানো ও কার্যকর করার জন্য ৪৩৩ জনের মধ্যে ৫৩.৩% এর মতে স্থানীয় সমাজসেবা অফিস হতে বেশি বেশি মনিটরিং করা প্রয়োজন, ৪০.৮% মনে করেন ওস্তাদদের আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে, ২২% এর মতে হাজিরা খাতা ব্যবহার করতে হবে ও ৯.৫% উত্তর মোতাবেক ঠিকমত লগ বই ব্যবহার করতে হবে। মোট ৭৬৩ ওস্তাদ-সাগরেদের মধ্যে ৬৯.২% এখন পর্যন্ত কোন সনদ পাননি, আর বাকি ৩০.৯% এর মতে তারা সনদ পাবেন কিনা জানেন না। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৭৬৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৩০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ওস্তাদের ৫২.৭% এর মতে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রাপ্ত আর্থিক অনুদান ইতোমধ্যে পেয়েছেন। বাকি মাত্র ৪৭.৩% এখনো পাননি। মোট ৩৩০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৬.৪% এর মতে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ তারা ব্যবসা সম্প্রসারণে, ১৭.৩% নতুন মালামাল ক্রয়ে ব্যবহার করেছেন। তার অর্থ হলো সকলেই কাংখিত খাতে অনুদানের অর্থ ব্যয় করেছেন। অন্যদিকে ৩৯.১% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ওস্তাদ পারিবারিক ব্যয় মিটাতে অনুদানের অর্থ খরচ করেছেন। মোট ৩৩০ জন ক্ষুদ্র

উদ্যোক্তা উত্তরদাতার ৬১.৮% গ্রুপে অনুদান নিতে রাজি আছেন; বাকি ৩৮.২% গ্রুপে নিতে রাজি নন। গ্রুপে ৯০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ভালো ব্যবসা করা যাবে বলে তাদের আশা।

মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার ৯৯.৭% মনে করেন প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ তাদের পেশাগত জীবনে অনেক উপকারে আসবে। মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৯.২% মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে/হবে এবং ৯৭.৬% বলেন যে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৭% মনে করেন প্রকল্প প্রদত্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে আগের তুলনায় কর্ম-পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

সব শেষে প্রকল্পটি যাতে এর কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় সেজন্য কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে যা হল: আদি পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জিপিএস জরিপ ও ডাটাবেজ তৈরি সম্পন্ন করে বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় যেসকল আদি পেশা আছে সেসকল এলাকায় পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা যেতে পারে; মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট জনবলের ঘাটতি দূর করা লক্ষ্যে শূণ্যপদ পূরণ/ আউটসোরসিং-এর মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে; স্থানীয় প্রভাব ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করতে ইউনিয়ন কমিটিকে প্রারম্ভিক বাছাই কাজে ন্যস্ত রেখে চূড়ান্ত বাছাই প্রক্রিয়া উপজেলা কমিটির মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, প্রকল্পের আওতাধীন পেশাভিত্তিক আধুনিক যন্ত্রপাতির সরবরাহ করার মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দক্ষতার সহিত প্রদান করা ও উপজেলা পর্যায়ে ট্রেড ভিত্তিক দক্ষ ওস্তাদ বাছাই করা যেতে পারে; স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি করার জন্য উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাসহ অন্যান্যদের জন্য যানবাহন সুবিধা/ ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকল্প কার্যক্রম বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী আয়োজন করার মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রমকে অধিকতর দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে; প্রকল্প মারফত অনলাইন মার্কেটিং সংযোগ সহায়তা; পিকেএসএফ, ব্র্যাক, আড়ং, বাংলা ক্রাফট ইত্যাদি মাধ্যমে বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে; আদি পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে নাপিত পেশায় নিয়োজিত উপকারভোগীদেরকে অধিকতর এবং আধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পটি সঠিক পথে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব বলে পরামর্শক দল মনে করে।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিবরণ

১.১. প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ভিশন ২০২১, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০ তে সরকারের এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন দেখা যায়। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের কারণ সমূলে উৎপাটন করা এবং সুবিধা বঞ্চিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করাও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বিগত দিনে আদি পেশায় নিয়োজিতদের দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হলেও সরকার বর্তমান প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আদি পেশায় নিয়োজিত জনগণের এই অংশ বহু কারণে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। জনগণের মধ্যে যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে এবং যারা দারিদ্র্যসীমার সামান্য উপরে (অর্থাৎ দারিদ্র্যের কাছাকাছি) আবার প্রতিকূল পরিস্থিতিজনিত কারণে যে কোন সময় দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে আসতে পারে- তারা প্রস্তাবিত প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ। বাস্তব অবস্থা এই যে, দরিদ্র ও দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি অবস্থানকারী লোকজন প্রতিকূলতার ঝুঁকি এবং দুর্দশা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে থাকে। ফল স্বরূপ, বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বলয়ের উদ্ভব ঘটে, যা খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) মতে, অনেক খানায় এরূপ নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এর প্রতিবিধানের জন্য সরকার দরিদ্র ও বিপন্ন পরিবারসমূহের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু উপাত্ত মোতাবেক এটা বলা যেতে পারে যে, অতি দরিদ্র আদি পেশার জনগণের একটা বড় অংশ এখনও এ সকল কর্মসূচির আওতায় আসতে পারেনি। তাছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা খুবই কম এবং জনপ্রতি প্রদত্ত অর্থের পরিমাণও খুবই কম। এতে দারিদ্র্য বিমোচন খুব কমই হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বর্তমানে অবহেলিত একটি জনগোষ্ঠী। দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও এই জনগোষ্ঠীর জন্য তেমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। বর্নিতাবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমসমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ০৮টি বিভাগের ২০ টি জেলায় বিদ্যমান বিভিন্ন আদি পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কামার, কুমার, নাপিত, জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী ও কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারীদেরকে নিয়ে 'বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১.২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১.২.১. প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। বিশেষত তাদের যারা আদি ক্ষুদ্র ব্যবসা/পেশায় নিয়োজিত যেমন: কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী, কাঁশা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী এবং জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী । এ কার্যক্রম প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের বহুমুখী উন্নয়নের জন্য সম্প্রসারিত হয়েছে।

১.২.২. প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণ;
২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আদি ক্ষুদ্র পোশায় নিয়োজিত তাদের সঠিক সংখ্যা নিরুপণ;
৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
৪. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ;
৫. তাদের আদি পেশার টেকসই উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার জন্য মূলধন প্রদান;
৬. তাদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
৭. স্থানীয় জনপ্রশাসনকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ;
৮. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র পেশাজীবী সম্প্রদায়কে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;
৯. দেশের ২০ টি (বিশ) জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মোট ৬৯,৬৮২ জন জরিপকৃত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৩,৩৪৩ জন সদস্যকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

১.৩. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ (৬৬.৬৭%) বৃদ্ধি করা হয়। মূল প্রকল্পটি মোট ৮টি জেলার ৮২টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৮৫৫.৭০ লক্ষ টাকা যা ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে ২০টি জেলার (১৫০% বৃদ্ধি) ১০২টি উপজেলায় (২৪% বৃদ্ধি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকায় (২৫% বৃদ্ধি) উন্নীত করা হয়। প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

টেবিল ১. প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের নাম	:	"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প			
২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়			
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা			
৪. বাস্তবায়নকাল	:	মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	মূল মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি	সর্বশেষ অনুমোদিত মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি
৪.১. মূল অনুমোদিত মেয়াদ	:	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	১৯/১০/২০১৭	-	-
৪.২. ১ম সংশোধিত মেয়াদ	:	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২	১১/০৬/২০১৯	২ (দই) বছর (৬৬.৬৭%)	-
৫. অনুমোদিত ব্যয়	:	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জিওবি	মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি	সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি
৫.১. মূল অনুমোদিত ব্যয়	:	৪৮৫৫.৭০	৪৮৫৫.৭০	-	-
৫.২. ১ম সংশোধিত ব্যয়	:	৬০৬৯.৬১	৬০৬৯.৬১	২৫%	-
৬. প্রকল্প এলাকা	:	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	-
৬.১. মূল অনুমোদিত এলাকা	:	৮টি	৮টি	৮২টি	-
৬.২. ১ম সংশোধিত এলাকা	:	৮টি	২০টি	১০২টি	-
৬.৩. মূল অনুমোদিত এলাকার তুলনায় বৃদ্ধি/হ্রাস	:	-	১৫০%	২৪%	-

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি (২০১৯)

১.৪. প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

১.৪.১. প্রকল্প অনুমোদন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২০ মেয়াদে ৪৮৫৫.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১৯/১০/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্পূর্ণটাই জিওবি অংশ।

১.৪.২. প্রকল্প সংশোধন

মূল প্রকল্পটি অনুমোদনের পর হতে ৮টি (আট) জেলার ৮২টি উপজেলা/শহর ইউনিটে জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চলমান ছিল। যেখানে জরিপকৃত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্ব-পেশা ধারণকারী ৪৬,১১৯ জনের মধ্যে ৬,৯১৮ জনকে প্রশিক্ষণ ও ২৩,০৬০ জনকে অনুদান প্রদানের সুযোগ ছিল। ২৩,০৬০ জনকে অনুদান প্রদানের সুযোগ থাকলেও সমান সংখ্যক প্রশিক্ষণের সুযোগ অনুমোদিত মূল ডিপিপি-তে নেই। এমতাবস্থায় জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ ও প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র গত ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের আরো ১২টি (বারো) জেলার ২০টি উপজেলা/শহর ইউনিটে পাইলট ভিত্তিতে সম্প্রসারণের সুপারিশ করা হয়। যার ফলে প্রকল্পটি সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা

দেখা দেয় এবং মূল ডিপিপি'র সংশোধনী (১ম)-তে ৮টি জেলার পরিবর্তে দেশের ২০টি (বিশ) জেলার ১০২টি উপজেলা/শহর ইউনিটের উল্লিখিত পেশা ধারণকারী জরিপকৃত ৬৯,৬৮২ জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৩,৩৪৩ জনকে স্ব-পেশায় দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ দিনব্যাপী স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং ১৮ হতে ৩০ বছরের কর্মক্ষম অদক্ষদের স্ব-পেশার তালিকাভুক্ত ওস্তাদদের প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি হাতে কলমে ৩-৬ মাসব্যাপী এ্যাপ্রেন্টিসশিপ (Apprenticeship On-the-Job) ওস্তাদ-সাগরেদ প্যাটার্নে প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হয়। সেই সাথে দীর্ঘমেয়াদি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সাগরেদ ও ওস্তাদগণের ৩ মাসের প্রশিক্ষণ ভাতা ও সম্মানী প্রদান এবং প্রশিক্ষণ ভাতা ও সম্মানী প্রদান ছাড়া আরো ৩ মাস ওস্তাদদের প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত রেখে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

এছাড়া মূল ডিপিপি'তে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ১৫% পরিবারকে প্রশিক্ষণ এবং ৫০% পরিবারকে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপি'তে জরিপকৃত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৩৩.৫০% কে প্রশিক্ষণ (যার মধ্যে ১৬.৫০% দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ) এবং সমসংখ্যক পেশাজীবীকে অনুদান প্রদানের সংস্থান রাখা হয়।

১.৪.৩. প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি

মূল অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪৮৫৫.৭০ লক্ষ টাকা। প্রথম সংশোধিত ডিপিপি'তে নতুনভাবে ১২টি জেলার অন্তর্ভুক্তি, সকলকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনায়ন ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্পের অর্থ ও সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। সংশোধনীতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। অর্থ্যাৎ মূল ডিপিপি অপেক্ষা আরডিপিপি ব্যয় ১২১৩.৯১ লক্ষ টাকা বা ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া মূল অনুমোদিত প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ৩ (তিন) বছর; অর্থাৎ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। কিন্তু প্রথম সংশোধনীতে প্রকল্পের মেয়াদকাল ২ (দুই) বছর বৃদ্ধি করে মোট ৫ (পাঁচ) বছর পুন:নির্ধারণ করে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত অনুমোদন দেয়া হয়। অর্থ্যাৎ মূল ডিপিপি অপেক্ষা আরডিপিপির মেয়াদ ২ (দুই) বছর (৬৬.৬৭%) বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিপিপি ও আরডিপিপির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা নিম্নের টেবিলে উপস্থাপন করা হলো:

টেবিল ২: ডিপিপি ও আরডিপিপির বরাদ্দের তুলনামূলক আলোচনা (লক্ষ টাকা)

ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোডের বর্ণনা (বিস্তারিত)	মূল অনুমোদিত ডিপিপি						সংশোধিত ডিপিপি (১ম)						পার্থক্য					
		ব্যয় বরাদ্দ						ব্যয় বরাদ্দ						ব্যয় বরাদ্দ					
		একক	পরিমাণ	মোট	জিওবি (দেশীয় মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	একক	পরিমাণ	মোট	জিওবি (দেশীয় মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	একক	পরিমাণ	মোট	জিওবি (দেশীয় মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
(ক) রাজস্ব																			
৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	জনমাস	৩৬	১৫.৪৮	১৫.৪৮	-	-	জনমাস	১০৮	৩৪.৫৬	৩৪.৫৬	-	-	জনমাস	৭২	১৯.০৮	১৯.০৮	-	-
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা	জনমাস	৩৬	৭.৭৪	৭.৭৪	-	-	জনমাস	৪০৮	২২.৯৩	২২.৯৩	-	-	জনমাস	৩৭২	১৫.১৯	১৫.১৯	-	-
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	জনমাস	৬	২.৫৮	২.৫৮	-	-	জনমাস	৪০৮	৬.৭২	৬.৭২	-	-	জনমাস	৪০২	৪.১৪	৪.১৪	-	-
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	জনমাস	৩	০.২৬	০.২৬	-	-	জনমাস	৪০৮	০.৭৭	০.৭৭	-	-	জনমাস	৪০৫	০.৫১	০.৫১	-	-
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	জনমাস	৩৬	০.৫৪	০.৫৪	-	-	জনমাস	৪০৮	১.৬২	১.৬২	-	-	জনমাস	৩৭২	১.০৮	১.০৮	-	-
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	জনমাস	৩৬	০.৩৬	০.৩৬	-	-	জনমাস	৪০৮	১.০৮	১.০৮	-	-	জনমাস	৩৭২	০.৭২	০.৭২	-	-
৩২১১৩২৬ /৩৮	ইনক্রিমেন্ট, ভ্রমণভাতা ও অন্যান্য	জনমাস	-	-	-	-	-	জনমাস	৩	৩৩.৩০	৩৩.৩০	-	-	জনমাস	৩	৩৩.৩০	৩৩.৩০	-	-
	মোট কর্মকর্তা			২৬.৯৬	২৬.৯৬					১০০.৯৮	১০০.৯৮					৭৪.০২	৭৪.০২		
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং (অনিয়মিত কর্মচারী)	জনমাস	১৮০	৩৮.৭৩	৩৮.৭৩	-	-	জনমাস	৩০০	৭২.৯১	৭২.৯১	-	-	জনমাস	১২০	৩৪.১৮	৩৪.১৮	-	-
৩২১১১০৪	আনুষঙ্গিক কর্মচারী/ প্রতিষ্ঠান (আনুষঙ্গিক ব্যয়)	জনমাস	১৮০	১.৯৪	১.৯৪	-	-	জনমাস	-	১.১৫	১.১৫	-	-	জনমাস	-	-০.৭৯	-০.৭৯	-	-
	শুল্ক/ভ্যাট (অনিয়মিত শ্রমিক-১৫%)	জনমাস		৫.৮১	৫.৮১	-	-	জনমাস	-	-	-	-	-	জনমাস	-	-৫.৮১	-৫.৮১	-	-
	উপ-মোট (জনবল)			৭৩.৪৪	৭৩.৪৪					১৭৫.০৪	১৭৫.০৪					১০১.৬০	১০১.৬০		
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	এল এস	এল এস	১৫.০০	১৫.০০	-	-	এল এস	এল এস	২৩.০০	২৩.০০	-	-	এল এস	-	৮.০০	৮.০০	-	-
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	এল এস	এল এস	৩.০০	৩.০০	-	-	এল এস	এল এস	১০.৬২	১০.৬২	-	-	এল এস	-	৭.৬২	৭.৬২	-	-
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	এল এস	এল এস	-	-	-	-	এল এস	এল এস	৯.৪৫	৯.৪৫	-	-	এল এস	-	৯.৪৫	৯.৪৫	-	-
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	এল এস	এল এস	৬.০০	৬.০০	-	-	এল এস	এল এস	৯.৯০	৯.৯০	-	-	এল এস	-	৩.৯০	৩.৯০	-	-
৩১১১৩৩২	সম্মানী	এল এস	এল এস	৬.০০	৬.০০	-	-	এল এস	এল এস	৩১.২৫	৩১.২৫	-	-	এল এস	-	২৫.২৫	২৫.২৫	-	-
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	জন	জন	৫১৮.৮৪	৫১৮.৮৪	-	-	জন	জন	১২৯৬.৫৭	১২৯৬.৫৭	-	-	জন	-	৭৭৭.৭৩	৭৭৭.৭৩	-	-
৩৭২১১০৮	অনুদান (নগদ) (বিনিয়োগ ও পুঁজি)	জন	২৩০৬০	৪১৫০.৮০	৪১৫০.৮০	-	-	জন	২৩৩৪৩	৪২০১.৮২	৪২০১.৮২	-	-	জন	২৮৩	৫১.০২	৫১.০২	-	-
৩২৪২১০১	বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যয় (অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর জন্য (মধ্যপ্রাচ্য	জন	০	-	-	-	৮	জন	৮	৭০.০০	৭০.০০	-	-	জন	৮	৭০.০০	৭০.০০	-	-

ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোডের বর্ণনা (বিস্তারিত)	মূল অনুমোদিত ডিপিপি						সংশোধিত ডিপিপি (১ম)						পার্থক্য					
		ব্যয় বরাদ্দ						ব্যয় বরাদ্দ						ব্যয় বরাদ্দ					
		একক	পরিমাণ	মোট	জিওবি (দেশীয় মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	একক	পরিমাণ	মোট	জিওবি (দেশীয় মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	একক	পরিমাণ	মোট	জিওবি (দেশীয় মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	ও এশিয়া মহাদেশ))																		
৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও (ডকুমেন্টরী প্রস্তুত)	এল এস	এল এস	-	-	-	-	এল এস	এল এস	৯.০০	৯.০০	-	-	এল এস	-	৯.০০	৯.০০	-	-
৩২৫৮১০১	মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	এল এস	এল এস	-	-	-	-	এল এস	এল এস	১০.৭৪	১০.৭৪	-	-	এল এস	-	১০.৭৪	১০.৭৪	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব)			৪৭৭৩.০৮	৪৭৭৩.০৮					৫৮৪৭.৩৯	৫৮৪৭.৩৯					১০৭৪.৩১	১০৭৪.৩১		
(খ) মূলধন																			
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১৫	১১.৪৭	১১.৪৭	-	-	সংখ্যা	২৮	১৬.৫০	১৬.৫০	-	-	সংখ্যা	১৩	৫.০৩	৫.০৩	-	-
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৫৪	৬.১৫	৬.১৫	-	-	সংখ্যা	৬১	৮.৯৬	৮.৯৬	-	-	সংখ্যা	৭	২.৮১	২.৮১	-	-
৩২৫৭১০৪	জরিপ	সংখ্যা	৬ লক্ষ	-	-	-	-	-	-	৫৪.০০	৫৪.০০	-	-	-	-	৫৪.০০	৫৪.০০	-	-
৪১১৩৩০১	সফটওয়্যার নির্মাণ, ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা, সফটওয়্যার ব্যবহার প্রশিক্ষণ, মনিটরিং, আপ্রেডেশন ব্যবস্থাপনা	এল এস	এল এস	-	-	-	-	এল এস	এল এস	৭৭.০০	৭৭.০০	-	-	এল এস	এল এস	৭৭.০০	৭৭.০০	-	-
৪১১২১০১	মোটরযান (১টি জীপ ও ১টি মোটরসাইকেল)	সংখ্যা	১	৬৫.০০	৬৫.০০	-	-	সংখ্যা	২	৬৫.৭৬	৬৫.৭৬	-	-	সংখ্যা	১	০.৭৬	০.৭৬	-	-
	উপ-মোট (মূলধন)			৮২.৬২	৮২.৬২					২২২.২২	২২২.২২					১৩৯.৬০	১৩৯.৬০		
(গ) ভৌত কনটিনজেন্সি				-	-					-	-					-	-		
(ঘ) মূখ্য কনটিনজেন্সি				-	-					-	-					-	-		
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)				**৪৮৫৫.৭০**	**৪৮৫৫.৭০**					**৬০৬৯.৬১**	**৬০৬৯.৬১**					**১২১৩.৯১**	**১২১৩.৯১**		

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (২০১৯)

১.৫. ডিপিপি ও আরডিপিপির মধ্যে বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনা

মূল ডিপিপি'তে প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ৩ (তিন) বছর যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত। কিন্তু আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদকাল ৫ (পাঁচ) বছর, অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত । অন্যদিকে মূল ডিপিপি'তে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা ছিল ৪৮৫৫.৭০ লক্ষ টাকা। কিন্তু আরডিপিপি'তে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা। নিম্নের টেবিলে প্রদর্শিত ডিপিপি ও আরডিপিপির মধ্যে বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ১ম বছর (২০১৭-১৮)-এর ব্যয় বরাদ্দ (১৬৭৩.৬৫ লক্ষ টাকা) মূল ডিপিপি হতে ৮৮.২৬% হ্রাস করে আরডিপিপি'তে মাত্র ১৯৬.৪৬ লক্ষ টাকায় পুন:প্রাক্কলন করা হয়। অন্যদিকে প্রকল্পের ২য় বছর (২০১৮-১৯)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় মূল ডিপিপি'র তুলনায় আরডিপিপি'তে ০.৫৬% এবং ৩য় বছর (২০১৯-২০)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় ০.৩৩% বৃদ্ধি করে পুন:প্রাক্কলন করা হয়। এছাড়া ৪র্থ বছর (২০২০-২১)-এর জন্য ১৩৮৯.৭৪ লক্ষ টাকা এবং ৫ম বছর (২০২১-২২)-এর জন্য ১২৮৭.০৯ লক্ষ টাকা নতুন বরাদ্দ রাখা হয়। সর্বোপরি মূল ডিপিপি'র মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (৪৮৫৫.৭০ লক্ষ টাকা) ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে আরডিপিপি'তে ৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ পুন:প্রাক্কলন করা হয়।

টেবিল ৩. ডিপিপি ও আরডিপিপির মধ্যে বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের তুলনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রকল্প সংশোধন	ব্যয়		মূল ডিপিপি'র তুলনায় সংশোধীত ডিপিপি'তে শতকরা ব্যয় বৃদ্ধি (+)/ হ্রাস (-) সংখ্য
			জিওবি	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	১ম বছর (২০১৭-১৮)	১ম সংশোধন	১৯৬.৪৬	১৯৬.৪৬	(-)৮৮.২৬
		মূল ডিপিপি	১৬৭৩.৬৫	১৬৭৩.৬৫	
২	২য় বছর (২০১৮-১৯)	১ম সংশোধন	১৬০০.০০	১৬০০.০০	(+)০.৫৬
		মূল ডিপিপি	১৫৯১.০৩	১৫৯১.০৩	-
৩	৩য় বছর (২০১৯-২০)	১ম সংশোধন	১৫৯৬.৩২	১৫৯৬.৩২	(+)০.৩৩
		মূল ডিপিপি	১৫৯১.০৩	১৫৯১.০৩	-
৪	৪র্থ বছর (২০২০-২১)	১ম সংশোধন	১৩৮৯.৭৪	১৩৮৯.৭৪	পুরোটাই নতুন সংযোজন
		মূল ডিপিপি	০.০০	০.০০	-
৫	৫ম বছর (২০২১-২২)	১ম সংশোধন	১২৮৭.০৯	১২৮৭.০৯	পুরোটাই নতুন সংযোজন
		মূল ডিপিপি	০.০০	০.০০	-
৬	**সর্বমোট**	**১ম সংশোধন**	**৬০৬৯.৬১**	**৬০৬৯.৬১**	**(+)২৫.০০%**
		মূল ডিপিপি	**৪৮৫৫.৭০**	**৪৮৫৫.৭০**	**-**

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (২০১৯)

১.৬. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ

ক) জরিপ কাজ: প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আদি ক্ষুদ্র পোশায় নিয়োজিত তাদের সঠিক সংখ্যা নিরুপণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় জরিপ কাজ পরিচালনা করা;

খ) প্রশিক্ষণ প্রদান: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ওস্তাদদের স্বল্প মেয়াদি (৩ দিনের) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ওস্তাদ-সাগরেদ পদ্ধতিতে সাগরেদকে শিক্ষানবিশ (Apprenticeship-On-The-Job) দীর্ঘ মেয়াদি (৬ মাস) প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

গ) অনুদান প্রদান: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আদি পেশার টেকসই উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার জন্য মূলধন হিসেবে অনুদান প্রদান করা;

আরডিপিপি (২০১৯) অনুযায়ী, চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম হলো, দেশের ২০ (বিশ) টি জেলার ১০২ (একশত দুই) টি উপজেলায় আদি পেশায় (কামার, কুমার, নাপিত, জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী, কাঁশা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী) নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জরিপকৃত ৬৯,৬৬২ জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৩,৩৪৩ জনকে স্ব-পেশায় দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ দিনব্যাপী স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং ১৮ হতে ৩০ বছরের কর্মক্ষম অদক্ষদের স্ব-পেশার

তালিকাভুক্ত ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি হাতে কলমে ৩-৬ মাসব্যাপী ওস্তাদ-সাগরেদ প্যাটার্নে এ্যাপ্রেন্টিসশীপ (Apprenticeship On-the-Job) প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং এদের সকলকে এককালীন অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তাদের পরিবারের প্রায় ১ (এক) লক্ষ সদস্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

১.৭. প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

১ম সংশোধিত প্রকল্পের আওতাধীন ২০টি জেলার জরিপকৃত আদি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৬৯,৬৬২ জন, যার মধ্যে কামার ৮,৫০৪ জন, কুমার ৫,০৯৫ জন, নাপিত ২২,৩০৪ জন, জুতা মেরামতকারী/প্রস্তুতকারী ১৮,৯২৩ জন, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী ১৩,৩৩০ জন এবং কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী ১,৫২৬ জন। প্রদত্ত জরিপ তথ্য সংকলিত হয় ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে, ফলে এই জরিপে প্রদত্ত কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারীর সংখ্যা ১৫২৬ জন হলেও বর্তমানে এই সংখ্যা অনেক কম। এর কারণ হলো কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারীর আধিক্য আছে এমন অনেক জেলা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত নেই। জরিপকৃত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সফট স্কিলস প্রশিক্ষণ (৩ দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ) প্রাপ্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ১১,৮৪৬ জন এবং দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য সুবিধাভোগীদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ১১,৪৯৭ জন। অর্থাৎ, মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ২৩,৩৪৩ জন যা মোট জরিপকৃত জনসংখ্যার ৩৩.৫০%।

টেবিল ৪. প্রকল্পের আওতাধীন জেলাভিত্তিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা

ক্র নং	জেলার নাম	কামার	কুমার	নাপিত	জুতা মেরামত/ প্রস্তুতকারী	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী	মোট	সফট স্কিলস টার্গেট (১৭%)	দীর্ঘ মেয়াদি টার্গেট (১৬.৫%)	মোট টার্গেট (৩৩.৫%)
১	কিশোরগঞ্জ	৫৬৪	৫৭০	১৯৭৩	৩০৭৫	৪৭৫৬	৭৭	১১০১৫	১৮৭২.৫৫	১৮১৭.৪৭৫	৩৬৯০.০২৫
২	বরগুনা	১৮৫	১৭	১০১৭	৬৪১	১৫২	৩	২০১৫	৩৪২.৫৫	৩৩২.৪৭৫	৬৭৫.০২৫
৩	লালমনিরহাট	১২৭২	৪৯৮	৪১২০	৩০৫৭	১৪৮১	৩৩	১০৪৬১	১৭৭৮.৩৭	১৭২৬.০৬৫	৩৫০৪.৪৩৫
৪	কুমিল্লা	৭৭৫	৬৪১	২৯৬০	২৬১৪	৫৫৫	৯১১	৮৪৫৬	১৪৩৭.৫২	১৩৯৫.২৪	২৮৩২.৭৬
৫	শেরপুর	৩০৪	৯৭	১১৪৮	১৪১১	৪৪৬	১	৩৪০৭	৫৭৯.১৯	৫৬২.১৫৫	১১৪১.৩৪৫
৬	বাগেরহাট	৫০৮	৪১৭	১০৭১	৯৩৮	৫৫২	৪৫	৩৫৩১	৬০০.২৭	৫৮২.৬১৫	১১৮২.৮৮৫
৭	সুনামগঞ্জ	১৩১৩	৩৪৪	১৭১৪	১৫৭০	১০৮২	৩০	৬০৫৩	১০২৯.০১	৯৯৮.৭৪৫	২০২৭.৭৫৫
৮	সিরাজগঞ্জ	৬২৫	২২৮	১৬৪৯	১৮০০	১১০৭	৩১	৫৪৪০	৯২৪.৮	৮৯৭.৬	১৮২২.৪
৯	নোয়াখালী	১৯৪	১০৭	৬৭৮	৫৫৬	৮৩	০	১৬১৮	২৭৫.০৬	২৬৬.৯৭	৫৪২.০৩
১০	চাঁদপুর	১৩৮	৭৯	২৩২	১৯৩	৯৩	০	৭৩৫	১২৪.৯৫	১২১.২৭৫	২৪৬.২২৫
১১	মানিকগঞ্জ	১৫০	১৫০	১১০	৩৯০	১০০	১০	৯১০	১৫৪.৭	১৫০.১৫	৩০৪.৮৫
১২	মাগুরা	১২০	১৬৯	২৪৪	৪৪৩	৯৪	০	১০৭০	১৮১.৯	১৭৬.৫৫	৩৫৮.৪৫
১৩	চাপাইনবাবগঞ্জ	৫৫৭	৩৫০	১০৯৪	৪১৫	৭১৩	৮৫	৩২১৪	৫৪৬.৩৮	৫৩০.৩১	১০৭৬.৬৯
১৪	রাজশাহী	১৫১	১৯০	১৭৫	২১২	২০০	১৫০	১০৭৮	১৮৩.২৬	১৭৭.৮৭	৩৬১.১৩
১৫	বরিশাল	৪৮	৫২	১৭৫	৫৫	৭৫	৫৫	৪৬০	৭৮.২	৭৫.৯	১৫৪.১
১৬	ভোলা	৪৯	০	১৪২	৬৫	১১২	০	৩৬৮	৬২.৫৬	৬০.৭২	১২৩.২৮
১৭	ময়মনসিংহ	৫৭৮	১৭৭	৯০৪	২৩০	৪৩৯	৩০	২৩৫৮	৪০০.৮৬	৩৮৯.০৭	৭৮৯.৯৩
১৮	রংপুর	৭১	৪৪	১৫৩	২৯৮	৫১	০	৬১৭	১০৪.৮৯	১০১.৮০৫	২০৬.৬৯৫
১৯	গোপালগঞ্জ	৮০১	৯৪৭	২১৯৩	৯০৭	৮৮৯	৪৫	৫৭৮২	৯৮২.৯৪	৯৫৪.০৩	১৯৩৬.৯৭
২০	নরসিংদি	১০১	১৮	৫৫২	৫৩	৩৫০	২০	১০৯৪	১৮৫.৯৮	১৮০.৫১	৩৬৬.৪৯
সর্বমোট		**৮৫০৪**	**৫০৯৫**	**২২৩০৪**	**১৮৯২৩**	**১৩৩৩০**	**১৫২৬**	**৬৯৬৮২**	**১১৮৪৬**	**১১৪৯৭**	**২৩৩৪৩**

সূত্র: প্রকল্প কর্তৃক জরিপ ফলাফল (২০১৯)

১.৮. প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা

মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৮৫৫.৭০ লক্ষ টাকা যা পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা, সেই সাথে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২০ সাল থেকে বৃদ্ধি করে ২০২২ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে (আরডিপিপি, ২০১৯)। প্রকল্পের সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়। বর্তমানে প্রকল্প চলাকালে এই ব্যয় পরিরকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, যদি হয় তবে কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপুর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ৫. বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের পরিকল্পনা

ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোডের বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা				বছর-১		বছর-২		বছর-৩		বছর-৪		বছর-৫	
						২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২	
		একক	দর	পরিমাণ	মোট খরচ	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
(ক) রাজস্ব															
৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	জনমাস	১০৮	৩ জন	৩৪.৫৬	০.০০	০%	০.০০	০%	১১.৫২	৩৩%	১১.৫২	৩৩%	১১.৫২	৩৩%
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা	জনমাস	৪০৮	৩ জন	২২.৯৩	০.০০	০%	০.০০	০%	৭.৬৪	৩৩%	৭.৬৪	৩৩%	৭.৬৪	৩৩%
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	জনমাস	৪০৮	৩ জন	৬.৭২	০.০০	০%	০.০০	০%	২.২৪	৩৩%	২.২৪	৩৩%	২.২৪	৩৩%
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	জনমাস	৪০৮	৩ জন	০.৭৭	০.০০	০%	০.০০	০%	০.২৬	৩৩%	০.২৬	৩৩%	০.২৬	৩৩%
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	জনমাস	৪০৮	৩ জন	১.৬২	০.০০	০%	০.০০	০%	০.৫৪	৩৩%	০.৫৪	৩৩%	০.৫৪	৩৩%
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	জনমাস	৩	৩ জন	১.০৮	০.০০	০%	০.০০	০%	১৬.৩৬	৩৩%	১৬.৩৬	৩৩%	১৬.৩৬	৩৩%
৩২১১৩২৬/৩৮	ইনক্রিমেন্ট, ভ্রমণভাতা ও অন্যান্য	জনমাস	-	৩ জন	৩৩.৩০	০.০০	০%	০.০০	০%	১১.১০	৩৩%	১১.১০	৩৩%	১১.১০	৩৩%
মোট কর্মকর্তা					**১০০.৯৮**	**০.০০**				**৩৩.৬৬**	**৩৩%**	**৩৩.৬৬**	**৩৩%**	**৩৩.৬৬**	**৩৩%**
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং (অনিয়মিত কর্মচারী)	জনমাস	৩০০	৫ জন	৭২.৯১	২.৯০	৪%	১২.৯১	১৮%	২৪.৩০	৩৩%	২৪.৩০	৩৩%	৮.৪৯	১২%
৩২১১১০৪	আনুষঙ্গিক কর্মচারী/ প্রতিষ্ঠান (আনুষঙ্গিক ব্যয়)	জনমাস	-	৫ জন	১.১৫	০.৫০	-	০.৬৫	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%
	শুল্ক/ভ্যাট (অনিয়মিত শ্রমিক- ১৫%)	জনমাস	-	৫ জন	০.০০	০.০০	-	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%
উপ-মোট (জনবল)					**১৭৫.০৪**	**৩.৪০**		**১৩.৫৬**	**-**	**৫৭.৯৬**		**৫৭.৯৬**		**৪২.১৫**	**২৪%**
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	এল এস	এল এস	থোক	২৩.০০	০.৪৮	২%	৫.০০	২২%	৬.০০	২৬%	৬.০০	২৬%	৫.৫২	২৪%
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	এল এস	এল এস	থোক	১০.৬২	০.৫০	৫%	১.০০	৯%	৩.০০	২৮%	২.৫০	২৪%	৩.৬২	৩৪%
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	এল এস	এল এস	থোক	৯.৪৫	০.০০	০%	০.০০	০%	১.০০	১১%	১.০০	১১%	৭.৪৫	৭৯%
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	এল এস	এল এস	থোক	৯.৯০	১.২২	১২%	২.০০	২০%	১.২৬	১৩%	১.২৬	১৩%	৪.১৬	৪২%
৩১১১৩৩২	সম্মানী	এল এস	এল এস	থোক	৩১.২৫	০.৮৬	৩%	২.০০	৬%	৯.৩৩	৩০%	৯.৩৩	৩০%	৯.৭৩	৩১%
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	জন	২৩৩৪৩	থোক	১২৯৬.৫৭	১০৯.৩২	৮%	২৩০.৬৯	২২%	৩২৩.৩৪	২৫%	৩২০.০০	২৪%	২৬০.২২	২০%
৩৭২১১০৮	অনুদান (নগদ) (বিনিয়োগ ও পুঁজি)	জন	২৩৩৪৩	থোক	৪২০১.৮২	০.০০	০%	১২৯২.৭৫	৩১%	১০৩৩.৬৯	২৫%	৯৩৭.৬৯	২২%	৯৩৭.৬৯	২২%
৩২৪২১০১	বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যয় (অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর জন্য (মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া মহাদেশ))	জন	০	থোক	৭০.০০	০.০০	০%	০.০০	০%	৫০.০০	৭১%	২০.০০	২৯%	০.০০	০%
৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও (ডকুমেন্টরী প্রস্তুত)	এল এস	এল এস	থোক	৯.০০	০.০০	০%	০.০০	০%	৪.৪৫	৪৯%	০.০০	০%	৪.৪৫	৫১%
৩২৫৮১০১	মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	এল এস	এল এস	থোক	১০.৭৪	০.০০	০%	০.০০	০%	৬.৭৪	৬৩%	২.০০	১৯%	২.০০	১৯%
৩২৫৭১০৪	জরিপ				৫৪.০০	০.০০	০%	০.০০	০%	৪২.০০	৭৮%	১২.০০	২২%	০.০০	০%

উপ-মোট (রাজস্ব)					**৫৯০১.৯৩**	**১১৫.৭৮**	**২%**	**১৬০০.০**	**২৭%**	**১৫৩৮.৭৭**	**২৬%**	**১৩৬৯.৭৪**	**২৩%**	**১২৭৭.০৯**	**২২%**
খ) মূলধন															
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	-	২৮	১৬.৫০	১০.৭৭	৬৫%	০.০০	০%	৫.৭৩	৩১%	০.০০	০%	০.০০	০%
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	-	৬০	৮.৯৬	৬.১৫	৬৯%	০.০০	০%	২.৮২	৩১%	০.০০	০%	০.০০	০%
৪১১৩৩০১	সফটওয়্যার নির্মাণ, ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা, সফটওয়্যার ব্যবহার প্রশিক্ষণ, মনিটরিং, আপ্রেডেশন ব্যবস্থাপনা	এল এস	-	এলএস	৭৭.০০	০.০০	০%	০.০০	০%	৪৭.০০	৬১%	২০.০০	২৫%	১০.০০	১৪%
৪১১২১০১	মোটরযান (১টি জীপ ও ১টি মোটরসাইকেল)	সংখ্যা	-	২	৬৫.৭৬	৬৩.৭৬	৯৭%	০.০০	০%	২.-০০	৩%	০.০০	০%	০.০০	০%
	উপ-মোট (মূলধন)				**১৬৮.২২**	**৮০.৬৮**	**৪৮%**	**০.০০**	**০%**	**৫৭.৫৫**	**২১%**	**২০.০০**	**২৩%**	**১০.০০**	**৫%**
(গ) ভৌত কনটিনজেন্সি					০.০০	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%
(ঘ) মূখ্য কনটিনজেন্সি					০.০০	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)					**৬০৬৯.৬১**	**১৯৬.৪৬**	**৩%**	**১৬০০.০**	**২৬%**	**১৫৯৬.৩২**	**২৬%**	**১৩৮৯.৭৪**	**২৩%**	**১২৮৭.০৯**	**২১%**

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (২০১৯)

১.৯. ক্রয় পরিকল্পনা

আরডিপিপি বাস্তবায়নের জন্য মোট ৯টি প্যাকেজে (জিডি-১ হতে জিডি-৯) পণ্য ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হয় যার মোট ক্রয় মূল্য ২১৫.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনায় আরএফকিউ প্রক্রিয়া/ধরণ নির্ধারণ করা হয়, যা সিপিটিইউ-এর মতামত, ডিপিপি তে বর্ণিত নির্দেশনা, সর্বোপরি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনায় প্যাকেজগুলোর টেন্ডারের জন্য আমন্ত্রণের সম্ভাব্য তারিখ ছিল ১২/০৮/২০১৯ (জিডি-৭) হতে ০৮/১১/২০২১ (জিডি-৯) সময়ের মধ্যে; সম্ভাব্য চুক্তির তারিখ ছিল ১৮/১২/২০১৯ (জিডি-৭) হতে ১৮/১১/২০২১ (জিডি-৯) সময়ের মধ্যে এবং সম্ভাব্য চুক্তি সমাপ্তির তারিখ ছিল ৩০/১২/২০১৯ (জিডি-৭) হতে ৩০/১১/২০২১ (জিডি-৯) সময়ের মধ্যে।

ক্রয় পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প অফিস হতে সংগ্রহ করা তথ্য ৩.২ নং অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল ৬. আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুসারে প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া ও (ধরণ)	অর্থের উৎস	আনুমানিক বরাদ্দ (লাখ টাকায়)	উল্লেখ্য তারিখ (লক্ষ্যমাত্রা)		
							টেন্ডারের জন্য আমন্ত্রণ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জিডি-১	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৩১	RFQM	GOB	১৬.৫০	২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
জিডি-২	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৬১	RFQM	GOB	৮.৯৬	২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
জিডি-৩	মোটরযান (জীপ-১টি, মোটর সাইকেল- ১টি)	সংখ্যা	২	RFQM	GOB	৬৬.০০	২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
জিডি-৪	কম্পিউটার সফটওয়্যার (মনিটরিং ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)	সংখ্যা	১	RFQM	GOB	২০.০০	০৮/১২/২০	১৮/১২/২০	৩১/১২/২০
জিডি-৫	সফটওয়্যার ব্যবহার প্রশিক্ষণ ও ম্যানুয়াল প্রস্তুত	-	-	RFQM	GOB	৫.০০	০৮/১২/২০	১৮/১২/২০	৩১/১২/২০
জিডি-৬	মনিটরিং, সফটওয়্যার আপ্রেডেশন ও ব্যবস্থাপনা (মনিটরিং, সাপোর্ট সার্ভিস ফুল টাইম ১ জন জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারসহ)	-	-	RFQM	GOB	১০.০০	০৮/১০/২১	১৮/১০/২১	৩০/১১/২১
জিডি-৭	অডিও-ভিডিও (ডকুমেন্টরী প্রস্তুত)	সংখ্যা	১	RFQM	GOB	৯.০০	০৮/১১/১৯	১৮/১২/১৯	৩০/১২/১৯
জিডি-৮	মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	সংখ্যা	১	RFQM	GOB	১০.৫০	১২/০৮/১৯	২২/০৮/১৯	১১/০৯/১৯
জিডি-৯	বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যয় (অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর জন্য (মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া মহাদেশ))	সংখ্যা	৮	RFQM/ OTM	GOB	৭০.০০	০৮/১১/২১	১৮/১১/২১	৩০/১১/২১
মোট ক্রয় মূল্য		-	-	-	-	**২১৫.৯৬**	-	-	-

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (২০১৯)

১.১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক

আরডিপিপি (২০১৯) অনুযায়ী প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক নিম্নে উপস্থাপন করা হলো এবং লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

	সার-সংক্ষেপ	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশক সমূহ	ভেরেফিকেশনের উপায়সমূহ	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান
প্রোগ্রামের লক্ষ্য	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিতকরন।	জুন/২০২২ এর মধ্যে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।	১. প্রকল্প-সমাপ্তি প্রতিবেদন ২. নিরীক্ষা-উত্তর প্রতিবেদন ৩. আইএমইডি প্রতিবেদন।	
উদ্দেশ্য	১. বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণ; ২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আদি ক্ষুদ্র পোশায় নিয়োজিত তাদের সঠিক সংখ্যা নিরুপন; ৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; ৪. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ; ৫. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাবলয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন।	১. জুন/২০২২ সালের মধ্যে দেশের ২০ (বিশ)টি জেলার ১০২ টি শহর/উপজেলার উল্লিখিত পেশা ধারণকারী জরিপকৃত ৬৯৬৮২ জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৩৩৪৩ জন সদস্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষিত হবে এবং অধিকতর দক্ষতার সাথে স্ব-স্ব পেশার আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবে ২. জুন/২০২২ এর মধ্যে প্রশিক্ষিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূলধন হিসাবে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে, যার মাধ্যমে তারা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।	১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভার কার্যবিবরণী ২. কার্য সমাপ্তির যাচাই প্রতিবেদন ৩. আইএমইডি প্রতিবেদন ৪. প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবেদন ৫. মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী ৬. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন ৭. MOSW প্রতিবেদন।	১. যথাসময়ে অর্থ ছাড়করণ ২. প্রকল্পকালীন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে ৩. মূলধন হিসাবে আর্থিক অনুদান যথাসময়ে প্রদান করা হবে ৪. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বল্প ও দীর্ঘরময়াদি Apprenticeship প্রশিক্ষণ যথাসময়ে প্রদান করা হবে।
আউটপুট	১. ১৮ বছরের উর্ধ্বে কর্মক্ষম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে স্ব-স্ব পেশার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ওস্তাদ ও ওস্তাদের অধীন প্রতিষ্ঠানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি Apprenticeship (On-the-Job) প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা ২. পেশার মান উন্নয়নে একক/দল ভিত্তিক এককালীন অনুদান প্রদান ৩. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র পেশাজীবী সম্প্রদায়কে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ ৪. দেশের ২০ (বিশ) টি জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মোট জরিপকৃত ৬৯৬৮২ জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ২৩৩৪৩ জনকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ১ লক্ষ সদস্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে	১. ডিসেম্বর/২০১৯ এর মধ্যে সকল জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে ২. জুন/২০২২ এর মধ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় অনুদান প্রদান করা হবে ৩. জুন/২০২২ এর মধ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মূলধন হিসাবে প্রয়োজনীয় অনুদান প্রদান করা হবে ৪. জুলাই/২০২০ এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় সম্পন্ন করা হবে ৫. সকল প্রকারের আসবাবপত্র ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে ৬. ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ৭. মে, ২০১৮ তে যানবাহন (১ টি জীপ) ক্রয় করা হয়েছে ৮. জুন/২০১৮ এর মধ্যে	১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভার কার্যবিবরণী ২. কার্য-সমাপ্তির যাচাই প্রতিবেদন ৩. মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী ৪. আইএমইডি প্রতিবেদন ৫. স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী ৬. মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন ৭. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন।	১. যথাসময়ে অর্থ ছাড়করণ ২. প্রকল্পকালীন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে ৩. পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ৪. একক/দল ভিত্তিক এককালীন ওয়েলফেয়ার অনুদান সময়মত বিতরণ।

	সম্পৃক্ত করা ৫. আদি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৬৪ জেলায় জরিপ পরিচালনা ৬. সফটওয়ার নির্মাণ ও ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা ৭. Apprenticeship প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তা তৈরী।	ইতোপূর্বে ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।		
ঝুঁকি	১. জনবল ২. প্রশিক্ষণ ব্যয় ৩. বিনিয়োগ ও পুঁজি ৪. আসবাবপত্র ৫. অফিস যন্ত্রপাতি ৬. যানবাহন।	(লক্ষ টাকায়) ১. জনবল (৪০৮ জন মাস টা. ১৭৫.৩৫) ২. অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ব্যয় (২৩৩৪৩ জন, টা. ১২৯৬.৫৭) ৩. অনুদান (নগদ) বিনিয়োগ ও পুঁজি (২৩৩৪৩ জন, টা. ৪২০১.৮২) ৪. আসবাবপত্র (৬১ টি, টা. ৮.৯৬) ৫. অফিস সরঞ্জামাদি (৩১ টি, টা. ১৬.৫০) ৬. যানবাহন (১ টি জীপ ও ১ টি মোটর সাইকেল, টা. ৬৬.০০)।	১. প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবেদন ২. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভার কার্যবিবরণী ৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক যাচাই ৪. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন ৫. এন, এস, এস, এস, প্রতিবেদন।	১. সময়মত প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন ২. পর্যাপ্ত অর্থ বন্টন ৩. স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৪. সময়মত পি,আই,সি ও পি, এস, সি কমিটির সভা।

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (২০১৯)

১.১১. প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা

- "বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আদি পেশায় নিয়োজিত যেমন কামার, কুমার, নাপিত, জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী, কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী, নকশী কাঁথা প্রস্তুতকারী স্ব-স্ব পেশার টেকসই উন্নয়নে শিক্ষানবিশ (Apprenticeship on-the-job) প্রশিক্ষণ পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি রপ্তানীর লক্ষ্যে মালয়শিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরবে বৈদেশিক ভ্রমনের সংস্থান প্রকল্পের আরডিপিপিতে রাখা হয়েছে।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্প হতে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী জরিপ করে পর্যায়ক্রমে সারাদেশের সকল জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

২.১. নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পটভূমি

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২২ সাল পর্যন্ত (১ম সংশোধিত) এবং মোট প্রকল্প ব্যয় ৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। চলমান এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ; প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, নির্মাণকাজ ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮-এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অধীন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ কর্তৃক সমীক্ষাটি হাতে নেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের নিবিড় পরীবিক্ষণ কাজটি পরিচালনার জন্য আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ডিপিসি গ্রুপ-কে পরামর্শক ফার্ম হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২.২. নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থায় এর আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা, লগফ্রেমে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বাস্তব অর্জন কতটা হয়েছে, প্রকল্পটি তার উদ্দেশ্য সাধনের পথে কতটা অগ্রসরমান কিংবা এতে কি বাঁধা বিপত্তি রয়েছে ও তা কিভাবে মোকাবেলা করা যায় এবং এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে এরূপ প্রকল্প আরো সুন্দরভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কি সুপারিশ করা যেতে পারে ইত্যাদি এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পরামর্শক ফার্ম প্রতিবেদনটি প্রদান করেছে।

২.৩. নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি (ToR)

ToR-এ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জন্য ১৪ টি কাজের উল্লেখ করা হয়েছিল যা নিম্নরূপঃ

১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রাসংগিক তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২) প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেন, বিশ্লেষণ, সরণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছিল/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামুলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BOQ/ ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব পক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন-এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis প্রদান করবে;

১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন।

উপরের ১৪ টি কাজের মধ্যে ৯ নং টি এই সমীক্ষার জন্য প্রযোজ্য নয় কারণ কোন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জড়িত নেই। তবে একটি প্রধান কাজের উল্লেখ করা হয়নি যথাঃ নিবিড় পর্যালোচনার প্রারম্ভিক তথ্য ও বিশ্লেষণ একটি মাঠ-পর্যায়ের কর্মশালায় উপস্থাপন করে এর উপর স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের (স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন আদি পেশায় নিয়োজিত প্রকল্পের সুবিধাভোগী, স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তা প্রভৃতি) ফিডব্যাক নেয়া হয়েছে।

২.৪. সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR) অনুযায়ী প্রকল্প উপকারভোগীর নমুনা সংখ্যা, প্রকল্পের আওতাধীন ৮টি বিভাগের অধীন মোট ২০টি জেলার মধ্য থেকে ১০টি জেলার ২০টি উপজেলায় অবস্থিত প্রকল্প আওতাধীন মোট ৪০টি গ্রাম/মহল্লায় মোট নমুনা সংখ্যার আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়। নমুনা নির্ধারণের প্রথম ধাপে ৮টি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ হতে কমপক্ষে ১টি করে মোট ১০টি জেলা এবং প্রতিটি নমুনা জেলা হতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিবেচনায় ঐ অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী ২টি করে উপজেলা/শহর বাছাই করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচিত প্রতিটি উপজেলা/শহর হতে ২টি করে গ্রাম/মহল্লা পারপাসিভ ভাবে বাছাই করা হয় যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সুবিধা ভোগ করে আসছে। সর্বশেষে ৮টি বিভাগের ১০টি জেলার ২০টি উপজেলার ৪০টি গ্রাম/মহল্লা হতে মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতা র‍্যানডমলি বাছাই করা হয়। নির্ধারিত উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সনাক্ত করতে সমীক্ষক সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ করে। যার ফলে এই সমীক্ষার জন্য সমন্বিত নমুনা উত্তরদাতার সংখ্যা হয়েছিল ৭৬৩ জন। নিম্নে প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা সংক্ষেপে প্রদত্ত হলো:

টেবিল ৭. প্রকল্প জেলা ও উপজেলা অনুযায়ী নমুনা উপকারভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা নির্বাচন ও বিতরণ

বিভাগের নাম	প্রকল্প জেলার সংখ্যা	নমুনা জেলা	জেলা প্রতি নমুনা উপজেলা	উপজেলা প্রতি নমুনা গ্রাম	গ্রাম/মহল্লা প্রতি নমুনা উপকারভোগী	জেলা ভিত্তিক মোট নমুনা উপকারভোগী	বিভাগ ভিত্তিক মোট নমুনা উপকারভোগী
ঢাকা	৪	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া	২	১৯	৭৬	১৫২
			বাজিদপুর	২	১৯		
		গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	২	১৯	৭৬	
			সদর	২	১৯		
চট্টগ্রাম	৩	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	২	১৯	১১৪	১৫৩
			চান্দিনা	২	১৯		
			মোনহরগঞ্জ	২	১৯		
		চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	২	১৯	৩৯	
রাজশাহী	৩	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	২	২০	৭৮	৭৮
			কাজীপুর	২	১৯		
রংপুর	২	লালমনিরহাট	সদর	২	১৯	৭৬	৭৬
			কালিগঞ্জ	২	১৯		

বিভাগের নাম	প্রকল্প জেলার সংখ্যা	নমুনা জেলা	জেলা প্রতি নমুনা উপজেলা	উপজেলা প্রতি নমুনা গ্রাম	গ্রাম/মহল্লা প্রতি নমুনা উপকারভোগী	জেলা ভিত্তিক মোট নমুনা উপকারভোগী	বিভাগ ভিত্তিক মোট নমুনা উপকারভোগী
বরিশাল	৩	বরগুনা	বেতাগী	২	১৯	৭৬	৭৬
			আমতলী	২	১৯		
খুলনা	২	বাগেরহাট	ফকিরহাট	২	১৯	৭৬	৭৬
			চিতলমারী	২	১৯		
ময়মনসিংহ	২	শেরপুর	সদর	২	১৯	৭৬	৭৬
			ঝিনাইগাতি	২	১৯		
সিলেট	১	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	২	১৯	৭৬	৭৬
			তাহেরপুর	২	১৯		
মোট=৮	**২০**	**১০**	**২০**	**৪০**	**-**	**-**	**৭৬৩**

২.৫. নমুনায়ন পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

২.৫.১. নমুনায়ন পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নমুনা উপজেলায় বিদ্যমান প্রকল্প উপকারভোগী (Program group) সদস্যদের মধ্য হতে সাধারণ দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে নমুনা উপকারভোগী সদস্য নির্বাচন করা হয়। সাধারণ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা উপকারভোগীদেরকে এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে সকল পেশার উপকারভোগীরা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এভাবে ১০টি জেলার আওতায় ২০টি নমুনা উপজেলার সর্বমোট ৭৬৩ জন উপকারভোগী সদস্যকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। নমুনা উপজেলার মোট উপকারভোগী সদস্যদের সংখ্যার সমানুপাতিক হারে উপজেলা ভিত্তিক নমুনা উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এখানে প্রকল্প উপকারভোগী (Program group) উত্তরদাতা বলতে প্রকল্প এলাকার সেই সকল আদি পেশায় নিয়োজিত উত্তরদাতাকে বুঝায় যারা প্রকল্প পরিচালিত কর্মকান্ডের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ও উপকারভোগী।

২.৫.২. নমুনার আকার নির্ধারণ

সমীক্ষা দল, সময় ও বাজেট বিবেচনা করে সমীক্ষার কাজ বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করে। এ লক্ষ্যে নিম্নে উল্লেখিত স্ট্রাটিফাইড র‍্যানডম নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করে নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়:

নমুনা সংখ্যা, $n = \frac{NPQZ^2}{(N-1)e^2 + Z^2PQ} \times \text{Design Effect}$

এখানে,

n = নমুনা সংখ্যা

N = পপুলেশন সংখ্যা। এখানে উল্লেখ্য যে, আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট উপকারভোগী সংখ্যা হলো ২৩৩৪৩ জন। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৭২২৪ জন উপকারভোগী সদস্য প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। যার মধ্যে ১৩১৪৯ জন উপকোরভোগী সদস্য প্রকল্প হতে অনুদান পেয়েছে এবং তারা প্রশিক্ষণও পেয়েছে যা নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার নমুনা সংখ্যা নির্ধারণে পপুলেশন হিসেবে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত; অর্থাৎ পপুলেশন সংখ্যা, N =১৩১৪৯।

Z = নরমাল ভ্যারিয়েট, যার মান ৫% সিগনিফিকেন্ট লেভেল এবং ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলে ১.৯৬

P = অনুমিত অনুপাত লক্ষ্যমাত্রা, প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন থাকায় অনুমান করা যেতে পারে যে, এখন পর্যন্ত প্রকল্প উপকারভোগী ৫০% সদস্য প্রকল্পের সহায়তা পেয়েছে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে p =০.৫০।

Q = ১-p = ১-০.৫০ = ০.৫০।

e = ভুলের সীমারেখা (Margin of error), যার মান ৫% ধরা হয়েছিল. অর্থাৎ e=০.০৫।

ডিজাইন ইফেক্ট= ২.০। এখানে প্রয়োজনের নিরিখে ক্লাস্টার/স্ট্রাটিফাইড ও পারপাসিভ র‍্যানডম নমুনা পদ্ধতির মিশ্র ব্যবহারে ভুলের সম্ভাবনা থাকায় ডিজাইন ইফেক্ট-এর মান ২.০ ধরা হয়।

$$\mathbf{n} = \frac{১৩১৪৯\times০.৫\times০.৫\times(১.৯৬)^{২}}{(১৩১৪৯-১)\times(০.০৫)^{২}+(১.৯৬)^{২}\times০.৫\times০.৫} \text{ X } ২.০$$

$$n = \frac{১২৬২৮.২৯৯৬}{৩২.৮৭ + ০.৯৬০৪} \text{ X } ২.০$$

n=৩৭৩.২৮২৫৯৮ X ২.০

n= ৭৪৬.৫৬৫১৯৬

সুতরাং, পূর্ণাঙ্গ নমুনা সংখ্যায় n= ৭৪৭ জন প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতা। তবে ২০ টি উপজেলার প্রতিটিতে ২ টি করে গ্রাম/মহল্লা নেওয়ায় মোট উত্তরদাতার সংখ্যা হয়েছিল ৭৬৩ জন, যা উপরের টেবিলে দেখানো হয়েছে।

২.৬. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে প্রকল্প সুফলভোগীদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও এফজিডি, কেআইআই, কেজ স্টাডি এবং কর্মশালার মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:

- সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ
- প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার
- ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)
- কী ইনফরমেন্ট ইনটারভিউ (KII)
- কেস স্টাডি
- মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা

নিম্নে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

২.৬.১. সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরামর্শকগণ বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যেমন সমাজসেবা অধিদপ্তর, আইএমইডি এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগিতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেকেন্ডারী ডকুমেন্ট সংগ্রহ করেন।
- মূল ও প্রথম সংশোধিত ডিপিপি, প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপে প্রস্তুতকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদন, আইএমইডির পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্প কর্তৃক ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন নথিপত্রসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেকেন্ডারী ডকুমেন্টসমূহ নিঁখুতভাবে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন ও সংশোধন প্রক্রিয়া ও বিচ্যুতি (যদি থাকে) ইত্যাদিও পর্যালোচনা করা হয়;
- প্রকল্পের বাস্তব, আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি ও অর্জন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়;
- ক্রয় প্রক্রিয়ায় সরকারি নীতিমালা অনুসরণ বা বিচ্যুতি (যদি থাকে), তার কারণ পর্যালোচনা; স্পেসিফিকেশন অনুসারে কার্য সম্পাদন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়।

২.৬.২. উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রথমত Stratified Random Sampling ব্যবহার করে ২০টি জেলার মধ্য হতে ৫০% জেলা (১০টি) নির্ধারণ

করে তার প্রতিটি হতে ২টি করে মোট ২০টি উপজেলা নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে ২০টি উপজেলার প্রতিটি হতে ২টি করে মোট ৪০টি গ্রাম নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেকটি গ্রামে বিদ্যমান উপকারভোগী সদস্যদের মধ্য হতে সাধারণ দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে নমুনা উপকারভোগী সদস্য নির্বাচন করা হয়। এখানে প্রকল্প উপকারভোগী (Program group) উত্তরদাতা বলতে প্রকল্প এলাকার সেই সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাকে বুঝায় যারা প্রকল্প পরিচালিত কর্মকান্ডের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ও উপকারভোগী।

২.৬.৩. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

গুণগত বিশ্লেষণের জন্য ১০টি নমুনা জেলার ২০টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে মোট ২০টি এফজিডি (FGD) করা হয়। প্রত্যেক FGD-তে ন্যূনতম ১০ জন উপকারভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণকারী ছিল। প্রতিটি এফজিডিতে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ উক্ত এলাকার উপকারভোগী নন এমন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেন এবং এদের কাছ থেকে এফজিডি গাইডলাইনস-এর মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মকান্ড ও এর ফলে লব্ধ উপকার যথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, আয় বর্ধক কর্মকান্ড, আত্মকর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি FGD প্রকল্প এলাকার এমন একটি জায়গায় করা হয়েছিল যাতে সকল ধরণের অংশগ্রহণকারী উক্ত স্থানে সহজে আসতে পারেন এবং অবাধে মতামত প্রদান করতে পারেন। সর্বমোট ২০টি FGD করার ফলে প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণকারী মতামত দিতে পেরেছেন। প্রস্তাবিত এফজিডিগুলো এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-২) অনুসারে পরিচালিত হয়।

২.৬.৪. কী ইনফরমেন্ট ইনটারভিউ (KII)

KII পরিচালনার জন্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা সংশ্লিষ্ট ১০টি নমুনা জেলার ১০ জন উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়; ২০টি উপজেলার ২০ জন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা; সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর হেড অফিস পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকসহ আরো ২ জন কর্মকর্তা এবং আইএমইডি-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্য হতে কমপক্ষে ২ জন সহ সর্বমোট ৩৫ জন কর্মকর্তার সাথে KII সম্পন্ন করা হয়। মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে KII পরিচালনা করার জন্য একটি KII checklis (পরিশিষ্ট-৩) ব্যবহার করা হয়। প্রস্তাবিত KII গুলোতে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে প্রকল্পের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য অনুসারে বাস্তবায়ন, অর্জন ও প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়; প্রকল্পের মালামাল, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবাসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়; প্রকল্পের প্রভাব; প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনাসহ প্রকল্পের সবল (Strength), দুর্বল (Weakness), সুযোগ (Opportunity) ও ঝুঁকি (Threat) বিশ্লেষণ এবং প্রকল্প উন্নয়নে সুপারিশসহ খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়।

২.৬.৫. কেস স্টাডি

প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা প্রদানের কারণে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কি সুবিধা হয়েছে, আয়বর্ধক কর্মকান্ড কতটুকু ফলপ্রসু হয়েছে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়। ২০টি নমুনা উপজেলায় ২০টি কেস স্টাডিজ করা হয় যারা কি না প্রকল্পের মাধ্যমে সফলতা পয়েছেনে বা সফলতা পাননি।

২.৬.৬. কর্মশালা

তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নির্ধারিত নমুনা এলাকার মধ্য হতে একটি স্থানে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে একটি স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাটির স্থান নির্ধারণের জন্য প্রকল্প এলাকার উপর স্টাডি করে আইএমইডি-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে নমুনা উপজেলাগুলো হতে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলাকে কর্মশালার স্থান হিসেবে চূড়ান্তকরণ করা হয়। ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী উপকারভোগী সদস্যসহ আইএমইডি-এর সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে মতবিনিময় করা হয় সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক) অংশগ্রহণকারীদের জানা মতে প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ কি কি?
খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও তা দূরীকরণে কি করণীয়?
গ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে কবে? কিভাবে এই জরিপ কাজ সম্পাদিত হয়েছে?

ঘ) প্রশিক্ষণের জন্য বাছাইকৃত উপকারভোগীদের বাছাই কাজ সম্পাদনের জন্য কোন কমিটি আছে কি? থাকলে তারা কিভাবে এই বাছাই কাজ সম্পাদন করেছেন/করছেন?

ঙ) বাছাই প্রক্রিয়ায় কোন ধরণের সুপারিশের প্রয়োজন হয়েছিল/হচ্ছে কি? হয়ে থাকলে কিভাবে সেই সমস্যার সমাধান করেছেন/করছেন?

চ) স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ উপকারভোগীদের পেশাগত জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে/ফেলছে? ৩ দিন মেয়াদি এই প্রশিক্ষণ তাদের জন্য যথেষ্ট কি না? না হলে এই প্রশিক্ষণ কেমন হওয়া উচিত?

ছ) সাগরেদদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ তাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে কতটুকু ভূমিকা রাখছে/রাখবে? তাদের জন্য এই প্রশিক্ষণ যথেষ্ট কিনা? না হলে আরও কি করণীয়?

জ) প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে ওস্তাদ/সাগরেদ/স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের প্রদেয় ভাতা কত পাচ্ছেন? কত হওয়া উচিত?

ঝ) প্রশিক্ষণের পর প্রদত্ত অনুদান কতজন পেয়েছে? এবং কত টাকা করে পেয়েছে?

ঞ) অনুদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সময়মতো পেয়েছেন কিনা? না হলে কতদিন পর পেয়েছেন? বিলম্ব দূর করার উপায় কি?

ট) প্রকল্পে ব্যবহৃত লগ বই এর ব্যবহার কতটুকু যুক্তিযুক্ত? কে এর ব্যবহার করে থোকেন? লগ বই এর ব্যবহার আরও ফলপ্রসূ করতে কি করণীয়?

ঠ) দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য ওস্তাদ ও সাগরেদের নির্বাচন কে করে থাকেন?

ড) ওস্তাদ-সাগরেদের মধ্যে কোন ভালো সম্পর্ক আছে কি? থাকলে কিভাবে তারা দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত হয়েছেন?

ঢ) প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ায় উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক কোন পরিবর্তন হয়েছে/হচ্ছে কি?

ণ) উপকারভোগীদের সামাজিক সচেনতা বৃদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে?

ত) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে কি?

থ) প্রকল্পটির ফলে উপকারভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা মানের কি কি পরিবর্তন এসেছে?

দ) প্রকল্পের কয়েকটি ভালো দিক উল্লেখ করুন:

ধ) প্রকল্পের কয়েকটি দুর্বল দিক উল্লেখ করুন:

ন) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান ঝুঁকিসমূহ কি?

প) প্রকল্পটি আরো কার্যকর করার জন্য আপনার পরামর্শ কি?

ফ) প্রকল্পের ভবিষ্যত সুযোগসমূহ:

২.৭. সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচকসমূহ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সূচক বা নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য সূচক বা নির্দেশকসমূহ নিম্নের টেবিলে প্রদত্ত হলো।

টেবিল ৮: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচক

শ্রেণীবিন্যাস	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার নির্দেশক (Indicator)
ডেমোগ্রাফিক তথ্য	নাম-পরিচয়, লিঙ্গ, ধর্ম, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, বয়স, পেশার ধরণ।
আর্থ-সামাজিক অবস্থা	পরিবারের সদস্য সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাসস্থানের ধরণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য, শিশু শ্রমে নিয়োজিত পরিবারের সদস্য।
উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ	প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত তথ্য, প্রশিক্ষণের ধরণ, প্রশিক্ষণের মেয়াদ; প্রশিক্ষণের দক্ষতা, কার্যকারিতা ও উপযোগীতা; প্রশিক্ষণের পরিবেশ ও নিরাপত্তা।
প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা	প্রশিক্ষণের উপকারিতা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কার্যকারিতা।
প্রশিক্ষণ ভাতা ও অনুদান	সাগরেদদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতা ও তার উপযোগীতা; প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি ও পারিশ্রমিক গ্রহণ, প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তিতে সহজলভ্যতা ইত্যাদি। ওস্তাদদের স্বল্প-মেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও ভাতাদি এবং অনুদান গ্রহণ-এর হার ও ব্যবহার; ওস্তাদ কর্তৃক সাগরেদদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ সম্মানী ও হার ইত্যাদি; প্রশিক্ষণের পরিবেশ ও উপযোগীতা ইত্যাদি।
প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ ও লগ বই ব্যবহার	প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া; কমপিটেন্সি লগ বই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; লগ বই-এর কমপিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ ও উপযেগীতা; প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও মান

	নিয়ন্ত্রণ; প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রাপ্তি ইত্যাদি।
জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে উপকারভোগীদের পেশাগত জীবনে উপকার; আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; পেশাগত কাজে আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি; প্রকল্প এলাকায় পেশাগত কাজে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি; উপকারভোগীদের আত্ম-মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি ইত্যাদি।
SWOT Analysis	প্রকল্পের ভালো দিক, মন্দ দিক, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুযোগ সৃষ্টি ও প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ।

২.৮. তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ

গুণগত ফলাফল ও সঠিক বিশ্লেষণের জন্য পূরণকৃত প্রশ্নাবলি খসড়া উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তথ্য সংগ্রহের পর প্রতিটি প্রশ্নাবলি কম্পিউটারে SPSS/MS Access নামক কম্পিউটার প্যাকেজে এন্ট্রি করা হয় এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ও সমীক্ষার জন্য নির্ধারিত সমস্ত সূচক অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল এবং ক্রস টেবিল তৈরি করা হয়।

২.৯. সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

০৫/০১/২০২০ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ৩০/০৬/২০২০ তারিখের মধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হল-

ক্রমিক নং	কার্যাবলি	সময়
ক)	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল এবং আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটির সভা	২০/০১/২০২০
খ)	আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটির সভা	২৬/০১/২০২০
গ)	টেকনিক্যাল কমিটির মতামত সাপেক্ষে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন ও দাখিল	৩০/০১/২০২০
ঘ)	আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা	০২/০২/২০২০
ঙ)	চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	০৪/০২/২০২০
চ)	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	১২/০২/২০২০
ছ)	তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন	২৪/০২/২০২০
জ)	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	০৯/০৩/২০২০
ঝ)	ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং, ডাটা এনালাইসিস, ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	১৫/০৩/২০২০
ঞ)	টেকনিক্যাল কমিটির সভায় পর্যালোচনা	০৭/০৫/২০২০
ট)	প্রতিবেদন সংশোধন করে ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন	২০/০৫/২০২০
ঠ)	২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন	১০/০৬/২০২০
ড)	২য় খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন করে ২য় খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও টেকনিক্যাল কমিটির সভায় উপস্থাপন	১৩/০৬/২০২০
ঢ)	২য় খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন করে ২য় খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন	১৭/০৬/২০২০
ণ)	কর্মশালা ও স্টিয়ারিং কমিটির মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও চূড়ান্ত ইংরেজি ভার্সন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	২১/০৬/২০২০

তৃতীয় অধ্যায়

সমীক্ষা ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১. প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১.১. অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং তা নিম্নের টেবিলে উপস্থাপন করা হলো। টেবিলে লক্ষ্য করা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ১৯৬.৪৫ লক্ষ টাকা যেখানে অর্থ বরাদ্দ ও অর্থ ছাড় হয়েছিল ২০০.০০ লক্ষ টাকা। একইভাবে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ১৬০০ লক্ষ বরাদ্দকৃত ও ছাড়কৃত টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছিল ১৫৯৬.৩২ লক্ষ টাকা। অনুরূপভাবে, ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ২২৮৫ লক্ষ টাকা এবং এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২১৪.৩৩ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থ-বছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে ১২০০ লক্ষ টাকা এবং বাকী অর্থ বরাদ্দ হবে ২০১২-২২ অর্থ-বছরে। এতে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বরাদ্দ ও ব্যয় কম হলেও ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ দুই অর্থ-বছরের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। প্রকল্পের শেষ দুই অর্থ-বছরের বরাদ্দ পূরণ ব্যবহার হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের মোট অর্থ বরাদ্দ ৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা তার মধ্যে এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪০০৭.১০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৬%। বাকি ৩৪% আগামী ২৬ মাসে সহজেই ব্যবহার করা যাবে।

টেবিল ৯. অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় পর্যালোচনা

লক্ষ টাকা

অর্থ-বছর	অর্থ বরাদ্দ (টাকা)	অর্থ ছাড় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	অবশিষ্ট
২০১৭-১৮	২০০.০০	২০০.০০	১৯৬.৪৫	৩.৫৫ (-১.৭৮%)
২০১৮-১৯	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৫৯৬.৩২	৩.৬৮ (-০.২৩%)
২০১৯-২০ (এপ্রিল)	২২৮৫.০০	২২৮৫.০০	২২১৪.৩৩	৭০.৬৭ (-৩.০৯%)
২০২০-২১	১২০০.০০	-	-	-
২০২১-২২	৭৮৪.৬১	-	-	-
মোট	৬০৬৯.৬১	৪০৮৫.০০	৪০০৭.১০	৭৭.৯০

সূত্র: প্রকল্প অফিস (এপ্রিল, ২০২০)

৩.১.২. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বরাদ্দ ও অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুন ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ছিল মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা)-এর ২৯.৫৮% (১৭৯৫.৪৫ লক্ষ টাকা)। এছাড়া চলতি অর্থ বছরে (২০১৯-২০) ব্যয় বরাদ্দ হবে ২২৮৫.০ লক্ষ টাকা এবং লক্ষ্যমাত্রা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৭.৬৫%। যার মধ্যে এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত ছাড় করা হয় ২২১৪.৩৩ লক্ষ টাকা এবং এতে এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট বরাদ্দের ৯৬.৯১% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট প্রকল্পের ৪০০৯.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় এর ৬৬.০৬% । প্রকল্পের অগ্রগতি পরিকল্পনা মাফিক সঠিক পথেই এগুচ্ছে এবং প্রকল্প মেয়াদ জুন ২০২২ এর মধ্যে বাকি ৩৩.৯৪% বাস্তবায়ন কঠিন হবে না ।

টেবিল ১০. সংক্ষেপে প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)

বিষয়	সর্বমোট (লক্ষ টাকা)	সরকারি সহায়তা (লক্ষ টাকা)	ভৌত অর্জন (%)
১) (ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল)	৪৮৫৫.৭০	৪৮৫৫.৭০	১০০%
(খ) প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত)	৬০৬৯.৬১	৬০৬৯.৬১	১০০%
২) জুন,২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	১৭৯৫.৪৫	১৭৯৫.৪৫	২৯.৫৮%
৩) চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	২২৮৫.০০	২২৮৫.০০	৩৭.৬৫%
৪) চলতি মাসে অগ্রগতি (এপ্রিল, ২০২০)	৫৯৬.৭৪	৫৯৬.৭৪	২৬.১২%
৫) ২০২০ সালের চলতি মাস (এপ্রিল, ২০২০) পর্যন্ত অগ্রগতি	২২১৪.৩৩	২২১৪.৩৩	৯৬.৯১%
৬) এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট প্রকল্পের ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি ১(খ) এর তুলনায়	৪০০৯.৭৮	৪০০৯.৭৮	**৬৬.০৬%**

তথ্যসূত্র: আইএমইডি ০৫/২০০৩ (সংশোধিত) মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, এপ্রিল, ২০২০

৩.১.৩. প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

৩.১.৩.১. প্রশিক্ষণ ও অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা

সংশোধিত প্রকল্পের দলিল অনুযায়ী অত্র প্রকল্পে মোট প্রশিক্ষণ ও নগদ সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা ২৩,৩৪৩ জন। এর মধ্যে প্রকল্পের অধীনে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৭,২২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ ৭৪% টার্গেট ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে সফট স্কিলস প্রশিক্ষণের সর্বমোট টার্গেট ছিল ১১,৮৪৬ জন যার মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ৯,৯৫৪ জনকে এবং বাকী আছে ১,৮৯২ জনের সফট স্কিলস প্রশিক্ষণ প্রদান করা। দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বমোট টার্গেট ছিল ১১,৪৯৮ জনের, ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে ৭,২৬৯ জনের এবং অবশিষ্ট আছে ৪,২২৮ জনের দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ। চলতি অর্থ-বছরের প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রশিক্ষণ প্রদান অবশিষ্ট থাকবে ৬১২০ জনের। প্রকল্প হতে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়েছে মোট ১৩,১৪৯ জনকে যা প্রশিক্ষণার্থীর ৭৬%। প্রকল্প মেয়াদের আরো দুই বছর বাকি আছে সুতরাং বাকি টার্গেট অর্জন করা কঠিন হবেনা ।

টেবিল ১১. আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও অনুদান সংক্রান্ত তথ্যাদি (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)

ক্র নং	জেলার নাম	সফট স্কিলস প্রশিক্ষণ			দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ					সর্বমোট টার্গেট	সর্বমোট সম্পন্ন	সর্বমোট অবশিষ্ট	২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ পর্যন্ত অনুদান প্রদান সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অনুদান সংখ্যা	মোট অনুদান বিতরণ সংখ্যা
		টার্গেট	২০১৯-২০ অর্থ-বছরে সম্পন্ন	অবশিষ্ট	টার্গেট	২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পন্ন	২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পন্ন	মোট সম্পন্ন	অবশিষ্ট						
১	কিশোরগঞ্জ	১৮৭৩	১৪৯৮	৩৭৫	১৮১৭	১২৬০	২৮০	১৫৪০	২৭৭	৩৬৯০	৩০৩৮	৬৫২	১৫৮১	০	১৫৮১
২	বরগুনা	৩৪৩	৩৩২	১১	৩৩২	২৫০	০	২৫০	৮২	৬৭৫	৫৮২	৯৩	৪৬০	১৫৫	৬১৫
৩	লালমনিরহাট	১৭৭৮	১৪৯১	২৮৭	১৭২৬	৩০০	৪৪০	৭৪০	৯৮৬	৩৫০৪	২২৩১	১২৭৩	৪৮০	১৩১১	১৭৯১
৪	কুমিল্লা	১৪৩৮	১৩০৯	১২৯	১৩৯৫	১১০০	৮০	১১৮০	২১৫	২৮৩৩	২৪৮৯	৩৪৪	১৪৪০	৬৩৬	২০৭৬
৫	শেরপুর	৫৭৯	৪৭৮	১০১	৫৬২	৩১০	১২০	৪৩০	১৩২	১১৪১	৯০৮	২৩৩	৪৫০	৩৩৮	৭৮৮
৬	বাগেরহাট	৬০০	৫৫২	৪৮	৫৮৩	৪৭০	০	৪৭০	১১৩	১১৮৩	১০২২	১৬১	৭৪০	৩০৪	১০৪৪
৭	সুনামগঞ্জ	১০২৯	৯৩৯	৯০	৯৯৯	৬৭০	১২০	৭৯০	২০৯	২০২৮	১৭২৯	২৯৯	৯৪০	৬৬৯	১৬০৯
৮	সিরাজগঞ্জ	৯২৫	৮০০	১২৫	৮৯৮	৯১০	০	৯১০	-১২	১৮২২	১৭১০	১১৩	১০৯০	০	১০৯০
৯	নোয়াখালী	২৭৫	১৯৬	৭৯	২৬৭	০	৮০	৮০	১৮৭	৫৪২	২৭৬	২৬৬	০	১৯৬	১৯৬
১০	চাঁদপুর	১২৫	১২৫	০	১২১	০	৪০	৪০	৮১	২৪৬	১৬৫	৮১	০	১২৫	১২৫
১১	মানিকগঞ্জ	১৫৫	১৫০	৫	১৫০	০	৪০	৪০	১১০	৩০৫	১৯০	১১৫	০	১৫০	১৫০
১২	মাগুরা	১৮২	১৮২	০	১৭৭	০	৪০	৪০	১৩৭	৩৫৮	২২২	১৩৭	০	১৮২	১৮২
১৩	রাজশাহী	৫৪৬	৩৬৭	১৭৯	৫৩০	০	১৬০	১৬০	৩৭০	১০৭৭	৫২৭	৫৫০	০	৩৬৭	৩৬৭
১৪	চাপাইনবাবগঞ্জ	১৮৩	১৫০	৩৩	১৭৮	০	৪০	৪০	১৩৮	৩৬১	১৯০	১৭১	০	১৫০	১৫০
১৫	বরিশাল	৭৮	৭৮	০	৭৫.৯	০	৪০	৪০	৩৬	১৫৪	১১৮	৩৬	০	৭৮	৭৮
১৬	ভোলা	৬৩	৬৩	০	৬১	০	৪০	৪০	২১	১২৩	১০৩	২১	০	৬৩	৬৩
১৭	ময়মনসিংহ	৪০০	৩৬০	৪১	৩৮৯	০	১২০	১২০	২৬৯	৭৯০	৪৮০	৩১০	০	৩৬০	৩৬০
১৮	রংপুর	১০৫	১০৫	০	১০২	০	৪০	৪০	৬২	২০৭	১৪৫	৬২	০	১০৫	১০৫
১৯	গোপালগঞ্জ	৯৮৩	৫৯৩	৩৯০	৯৫৪	০	২৪০	২৪০	৭১৪	১৯৩৭	৮৩৩	১১০৪	০	৫৯৩	৫৯৩
২০	নরসিংদি	১৮৬	১৮৬	০	১৮১	০	৮০	৮০	১০১	৩৬৬	২৬৬	১০০	০	১৮৬	১৮৬
সর্বমোট		**১১,৮৪৬**	**৯,৯৫৪**	**১,৮৯২**	**১১,৪৯৭**	**৫,২৭০**	**২,০০০**	**৭,২৬৯**	**৪,২২৮**	**২৩,৩৪৩**	**১৭,২২৩**	**৬,১২০**	**৭১৮১**	**৫৯৬৮**	**১৩১৪৯**

সূত্র: প্রকল্প অফিস (এপ্রিল, ২০২০)

৩.১.৪. সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি বিশ্লেষণ

চলমান প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত) আইএমইডি ০৫/২০০৩ (সংশোধিত) প্রতিবেদন অনুযায়ী পর্যালোচনা নিম্নে দেওয়া হলো। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬৬% যা কি না এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মাধ্যমে আরও যাচাই-বাছাই করে মূল প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল ১২. অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)

		আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	আনুমানিক ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী)	জুন, ২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
ক্রঃ নং	নতুন কোড			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রাজস্ব খাতভুক্ত											
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৩৪.৫৬	-	-	১২.৭৫	৩৭%	১.০৬	৮%	১০.৬০	৮৩%
২.	৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	-	-	-	০.১৮	০%	০.০১৫	৮%	০.১৫	৮৩%
৩.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	১.০৮	-	-	০.১২	১১%	০.০১	৮%	০.১০	৮৩%
৪.	৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা	২২.৯৩	-	-	৬.৭০	২৯%	০.৫৬	৮%	৫.৬০	৮৪%
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১.৬২	-	-	০.৫৪	৩৩%	০.০৫০	৯%	০.৫০	৯৩%
৬.	৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন		-	-	০.২৫	০%	০.০২	৮%	০.২০	৮০%
৭.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৬.৭২	-	-	২.১৩	৩২%	-	-	১.০৬	৫০%
৮.	৩১১১৩৩২	কমিটির সদস্যের সম্মানী	৩১.২৫	২.৮৬	৯%	৮.৪৬	২৭%	-	-	৫.৪৬	৬৫%
৯.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.৭৭	-	-	০.২২	২৯%	-	-	০.২১	৯৬%
১০.	৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও ডকুমেন্টরী প্রস্তুত	৯.০০	-	-	৩.০০	৩৩%	-	-	-	-
১১.	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৭২.৯১	১৫.৮০	২২%	১৩.০০	১৮%	-	-	৮.৯৯	৬৯%
১২.	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১,২৯৬.৫৭	৩৯৩.০১	৩০%	৪৯৪.০০	৩৮%	১২.০০	২%	৪৯৪.০০	১০০%
১৩.	৩২৩১৩২৬/৩৮	ইনক্রিমেন্ট	৩৩.৩০	-	-	-	-	-	-	-	-
১৪.	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	২৩.০০	৪.৬৫	২০%	৩.০০	১৩%	-	-	২.১১	৭০%
১৫.	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ	৭০.০০	-	-	৫.১৫	৭%	-	-	২.২৮	৪৪%
১৬.	৩২৫৫১০২	প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং	৯.৪৫	-	-	২.৫৫	২৭%	-	-	০.৭৯	৩১%
১৭.	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	১০.৬২	১.৫০	১৪%	২.০০	১৯%	-	-	০.২৫	১২%
১৮.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য স্টেশনারী	৯.৯০	৩.২২	৩৩%	২.৫০	২৫%	-	-	১.৪৪	৫৮%
১৯.	৩২৫৭১০৪	জরিপ	৫৪.০০	-	-	৫.৯৫	১১%	-	-	৫.৯৫	১০০%
২০.	৩২৫৮১০১	মোটরযান (মেরামত)	১০.৭৪	-	-	২.২৪	২১%	-	-	২.২৪	১০০%
২১.	৩২১১১০৪	সেবা ব্যয়	১.১৫	১.১৫	১০০%	-	-	-	-	-	-
২২.	৩৭২১১০৮	অনুদান (নগদ)	৪,২০১.৮২	১,২৯২.৬	৩১%	১৬৫৭.২৬	৩৯%	৫৮৩.০২	৩৫%	১৬৫৭.২২	১০০%
ক) উপ-মোট			৫,৯০১.৩৯	১,৭১৪.	২৯%	২,২২২.	৩৮%	৫৯৬.৭	২৬.৯	২১৯৯.	৯৯%

		আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	আনুমানিক ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী)	জুন, ২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
ক্রঃ নং	নতুন কোড			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
				৭৭		০০		৪	%	১৪	
মূলধন											
২৩.	৪১১২১০১	মোটর যানবাহন	৬৫.৭৬	৬৩.৭৬	৯৭%	২	৩%	-	-	১.৯৯	১০০%
২৪.	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১৬.৫০	১০.৭৭	৬৫%	৫.৭৩	৩৫%	-	-	৫.৫৬	৯৭%
২৬.	৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র (২০১টি)	৮.৯৬	৬.১৫	৬৯%	২.৮২	৩১%	-	-	১.৭১	৬১%
২৭.	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার	৭৭.০০	-	-	৫২.৪৫	৬৮%	-	-	৫.৯২	১১%
(খ) উপ-মোট (মূলধন)			১৬৮.২২	৮০.৬৮	৪৮%	৬৩.০০	৩৭%	-	-	১৫.১৮	২৪%
(গ) ভৌত কনটিনজেন্সি			-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ঘ) মূল কনটিসজেন্সি			-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			**৬,০৬৯.৬১**	**১,৭৯৫.৪৫**	**৩০%**	**২,২৮৫.০০**	**৩৮%**	**৫৯৬.৭৪**	**২৬.১%**	**২২১৪.৩৩**	**৯৭%**

তথ্যসূত্র: আইএমইডি ০৫/২০০৩ (সংশোধিত) মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, এপ্রিল, ২০২০

৩.২. ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০৬৯.৬১ লক্ষ টাকা, যেখানে প্রকল্প কার্যক্রম ভালোভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ক্রয়ের নিমিত্তে আরডিপিপি-তে মোট ক্রয় মূল্য ২১৫.৯৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। প্রকল্পের মোট ক্রয় মূল্য মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩.৫৬%।

৩.২.১. ক্রয় পরিকল্পনা, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী অধিকাংশ পণ্য ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসেই ক্রয় করা হয় যা নিম্নের টেবিলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটি সংশোধিত হওয়ার পর কিছু পণ্য সংযুক্ত হওয়ায় ২০১৯ সালে তা ক্রয় করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেকটি পণ্যই আরডিপিপি অনুযায়ী আরএফকিউএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। মোটরযান জীপ ক্রয় করা হয়েছে ২০১৮ সালের মে মাসে সরকারি প্রতিষ্ঠান "প্রগতি" থেকে ক্রয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক। সেবা ক্রয়ের জন্য আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ওটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সম্পাদিত হয়।

টেবিল ১৩. আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য ক্রয় অগ্রগতি (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)

ক্র নং	পণ্যের বিবরণ	পণ্যের প্রকার	সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	ক্রয় সংখ্যা	মোট ক্রয় (টাকা)	ক্রয়ের মাধ্যম	ক্রয়ের তারিখ
১	ল্যাপটপ কম্পিউটার (পিডি)	-	১	১২৫০০০	১	১২৫০০০	আরএফকিউএম	৩০/০৪/২০১৮
২	ডেস্কটপ কম্পিউটার (ইউপিএস সহ)	-	২	১৫০০০০	২	১৫০০০০	আরএফকিউএম	৩০/০৪/২০১৮
৩	প্রিন্টার	-	৪	১৬৮০০০	৩	১৩৫০০০	আরএফকিউএম	৩০/০৪/২০১৮
			-	-	১	২৩৫৪৪	আরএফকিউএম	২০/০৮/২০১৯
৪	টেলিভিশন	-	১	১২০০০০	১	১৩৩৫০০	আরএফকিউএম	১০/০৫/২০১৮
৫	স্ক্রিন সহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টার	-	১	৯৫০০০	১	৮৬০০০	আরএফকিউএম	৩০/০৪/২০১৮

ক্র নং	পণ্যের বিবরণ	পণ্যের প্রকার	সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	ক্রয় সংখ্যা	মোট ক্রয় (টাকা)	ক্রয়ের মাধ্যম	ক্রয়ের তারিখ
৬	ফটোকপি মেশিন	-	১	২১০০০০	১	২১৩০০০	আরএফকিউএম	৩০/০৪/২০১৮
৭	ফ্যাক্স মেশিন	-	১	৩০০০০	১	৩২০০০	আরএফকিউএম	৩০/০৪/২০১৮
৮	স্ক্যানার	-	৩	৩৬০০০	৩	১৬৪২৫	আরএফকিউএম	২০/০৮/২০১৯
৯	টেলিফোন সেট (কর্ডলেস সহ)	-	১	১১০০০	১	১৪৫০০	আরএফকিউএম	১০/০৫/২০১৮
১০	পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র	-	১	৫৫০০০	১	৪৭৫০০	আরএফকিউএম	১০/০৫/২০১৮
১১	স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার	-	১	১৫০০০০	১	১৪০০০০	আরএফকিউএম	১০/০৫/২০১৮
১২	ল্যাপটপ/ডেস্কটপ	-	৪	২৮০০০০	৪	৩১৫৯০৬	আরএফকিউএম	২০/০৮/২০১৯
১৩	এনড্রোয়েড ট্যাব/ মোবাইল	-	৫	২০০০০০	৫	১৯৯৯৯৫	আরএফকিউএম	১৮/০৮/২০১৯
১৪	ইন্টারকম টেলিফোন সেট	-	৫	২০০০০	-	১৭১০০	সরাসরি ক্রয়	২০/০৫/২০২০
	উপমোট	**-**	**-**	**১৬৫০০০০**	**-**	**১৬৪৯৪৭০**	**-**	**-**
১৫	টেবিল	এক্সিকিউটিভ	৩	১২৯৩০০	১	৬১৬২৫	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
		-	-	-	২	৮৮৯৬০	আরএফকিউএম	২০/০৮/২০১৯
১৬		সেক্রেটারিয়েট টেবিল	১	২৩৮৯৯	১	১৪৬২৯	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
১৭		হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল	১	১৫৬০০	১	১৪৬২৯	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
১৮		কম্পিউটার টেবিল	৩	২৪০০০	৩	১৮৪১১	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
১৯	চেয়ার	এক্সিকিউটিভ	৩	৫২৫০০	১	১৭৪৮৭	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
		-	-	-	২	৩২০৪০	আরএফকিউএম	২০/০৮/২০১৯
২০		স্টেন্ডার্ড	২	৩০০০০	২	১৬৯৯২	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
২১		কম্পিউটার চেয়ার	৩	২৪০০০	৩	১৭৬৮৫	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
২২		ভিজিটিং চেয়ার	১২	১০৮০০০	১২	৫৪০০০	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
২৩		কাঠের টেবিল/ চেয়ার	২০	১৩৪০০০	২০	৬৮০৪০	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
২৪	সোফা সেট	স্প্যানিস সোফা সেট ডাবল	১	৫০০০০	১	৫২৪৪৫	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
২৫	দুই দরজা বিশিষ্ট কাপবোর্ড/ ক্লজেট/আয়না	স্টেন্ডার্ড	১	১২৫০০	১	২০৯৮৮	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
২৬	স্টিলের আলমারী	স্টেন্ডার্ড	৩	৮৫৫০০	৩	১১১৮৬১	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
২৭	স্টিলের ফাইল কেবিনেট	স্টেন্ডার্ড	৪	৭৮৪০০	২	৪১৬৫০	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
২৮	কোট হ্যাঙ্গার কাম লুকিং গ্লাস	স্টেন্ডার্ড	১	৫২০০	১	২৫৬৯৮	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
২৯	অনার বোর্ড	স্টেন্ডার্ড	১	১২৫৫০	১	২৫৮৯০	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
৩০	নোটিস বোর্ড	স্টেন্ডার্ড	১	৩৫৬০০	১	৫২৫৫০	আরএফকিউএম	২২/০৪/২০১৮
৩১	পর্দা	স্টেন্ডার্ড	১	৭৫০০০	-	৭৪০০০	সরাসরি ক্রয়	১৭/০৫/২০২০
	উপমোট	**-**		**৮৯৬০৪৯**	**-**	**৮০৯৫৮০**	**-**	**-**
৩২	জনবল (আউটসোর্সিং)	-	১	-	-	-	ওটিএম	২৭/০৩/২০১৮
৩৩	মোটরযান জীপ	-	১	৬৫৭৬০০০	১	৬৩৭৬০০০	ডিপিএম প্রগতি	২৮/০৫/২০১৮
৩৪	মোটরসাইকেল	-	১	-	১	১৯৯১০০	আরএফকিউএম	০৩/০৯/২০১৯
	উপমোট	**-**	**-**	**৭৪৭২০৪৯**	**-**	**৬৫৭৫১০০**	**-**	**-**

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস রিপোর্ট (এপ্রিল, ২০২০)

৩.২.২. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

অফিস ইকুইপমেন্ট-১: প্রকল্পের আওতায় অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের জন্য ১৬/০৪/২০১৮ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ২৬/০৪/২০১৮ ইং তারিখের বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ২৬/০৪/২০১৮ ইং বিকাল ০৪.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স টেকনোলজি সোর্স লি:, মেসার্স আর এস কম্পিউটার সিস্টেম এবং মেসার্স কম্পিউটার সলিউশন লি:)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স কম্পিউটার সলিউশন লি:, মানসী প্লাজা (১ম তলা) ১৯, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এর মোট উদ্ধৃত দর ৩,৯৫,০০০.০০/- (তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় ৩০/০৪/২০১৮ ইং তারিখে তাকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ০২-০৫-২০১৯ তারিখে চূড়ান্ত বিল বাবদ ৩,৭৫,২৫০ টাকা (ভ্যাট ও আয়কর বাদে) পরিশোধ করা হয়।

অফিস ইকুইপমেন্ট-২: প্রকল্পের আওতায় অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের জন্য ১৬/০৪/২০১৮ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ২৬/০৪/২০১৮ ইং তারিখের বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ২৬/০৪/২০১৮ ইং বিকাল ০৪.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স টেকনোলজি সোর্স লি:, মেসার্স আর এস কম্পিউটার সিস্টেম এবং মেসার্স কম্পিউটার সলিউশন লি:)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স কম্পিউটার সলিউশন লি:, মানসী প্লাজা (১ম তলা) ১৯, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এর মোট উদ্ধৃত দর ৩,৪৬,০০০.০০/- (তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় ৩০/০৪/২০১৮ ইং তারিখে তাকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ০২-০৫-২০১৯ তারিখে চূড়ান্ত বিল বাবদ ৩,২৮,৭০০ টাকা (ভ্যাট ও আয়কর বাদে) পরিশোধ করা হয়।

অফিস ইকুইপমেন্ট-৩: প্রকল্পের আওতায় অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের জন্য ২৭/০৪/২০১৮ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ০৫/০৫/২০১৮ ইং তারিখের বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ০৫/০৫/২০১৮ ইং বিকাল ০৩.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স এম. কে. ইলেক্ট্রনিক্স, মেসার্স জে. বি. ইলেক্ট্রনিক্স এবং মেসার্স প্যারাগণ ইলেক্ট্রনিক্স)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স এম. কে. ইলেক্ট্রনিক্স, নাভানা নিউবারি প্যালেস, ৪/১/এ, সোবাহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ এর মোট উদ্ধৃত দর ৩,৩৫,৫০০.০০/- (তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচ শত টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় ১০/০৫/২০১৮ ইং তারিখে তাকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ১৫-০৫-২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত বিল বাবদ ৩,১৮,৭২৫ টাকা (ভ্যাট ও আয়কর বাদে) পরিশোধ করা হয়।

ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার ক্রয়: প্রকল্পের আওতায় ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার ক্রয়ের জন্য ০৮/০৮/২০১৯ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ১৮/০৮/২০১৯ ইং তারিখের বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ১৮/০৮/২০১৯ ইং বিকাল ০২.৩০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স প্যানারোমা কম্পিউটার, মেসার্স আর এস কম্পিউটার সিস্টেম এবং মেসার্স রায়ানস্)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স প্যানারোমা কম্পিউটার, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা এর মোট উদ্ধৃত দর ৩,৫৫,৮৭৫.০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আট শত পঁচাত্তর টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় ২০/০৮/২০১৯ ইং তারিখে তাকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৪-০৮-২০১৯ তারিখে চূড়ান্ত বিল বাবদ ৩,৩৮,০৮১ টাকা (ভ্যাট ও আয়কর বাদে) পরিশোধ করা হয়।

মোবাইল ক্রয়: প্রকল্পের আওতায় এনড্রয়েড মোবাইল ক্রয়ের জন্য ০৮/০৮/২০১৯ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ১৮/০৮/২০১৯ ইং তারিখের বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত

সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ১৮/০৮/২০১৯ ইং বিকাল ০৪.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স এমএম এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স ইউরা এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স এসএইচ টেলিকম)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স এসএইচ টেলিকম, লেভেল-৫, দোকান-৫, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, ঢাকা-১২১৫-এর মোট উদ্ধৃত দর ১,৯৯,৯৯৫.০০/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শত পঁচানব্বই টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় ২০/০৮/২০১৯ ইং তারিখে তাকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৮/০৮/২০১৯ তারিখে চূড়ান্ত বিল বাবদ ১,৮৯.৯৯৫ টাকা (ভ্যাট ও আয়কর বাদে) পরিশোধ করা হয়।

অফিস ফার্নিচার-১: প্রকল্পের আওতায় অফিস ফার্নিচার ক্রয়ের জন্য ০৫/০৪/২০১৮ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ১৫/০৪/২০১৮ ইং তারিখের বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ১৫/০৪/২০১৮ ইং বিকাল ০৩.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স অটবি, মেসার্স রাকিব এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স ফার্নিচার সলিউশন)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স অটবি লি:, প্লট-৯২৪/১, বেগম রোকেয়া স্মরণী, মিরপুর, ঢাকা-এর মোট উদ্ধৃত দর ৪,২৪,২৭৯.০০/- (চার লক্ষ চব্বিশ হাজার দুই শত ঊনআশি টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় ২২/০৪/২০১৮ ইং তারিখে তাকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৬-০৪-২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত বিল বাবদ ৪,০৩,০৬৫ টাকা (ভ্যাট ও আয়কর বাদে) পরিশোধ করা হয়।

অফিস ফার্নিচার-২: প্রকল্পের আওতায় অফিস ফার্নিচার ক্রয়ের জন্য ০৫/০৪/২০১৮ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ১৫/০৪/২০১৮ ইং তারিখের বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ১৫/০৪/২০১৮ ইং বিকাল ০৩.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স অটবি, মেসার্স রাকিব এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স ফার্নিচার সলিউশন)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স অটবি লি:, প্লট-৯২৪/১, বেগম রোকেয়া স্মরণী, মিরপুর, ঢাকা-এর মোট উদ্ধৃত দর ১,৯০,৩০১.০০/- (এক লক্ষ নব্বই হাজার তিন শত এক টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় ২২/০৪/২০১৮ ইং তারিখে তাকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৬-০৪-২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত বিল বাবদ ১,৮০,৭৮৫ টাকা (ভ্যাট ও আয়কর বাদে) পরিশোধ করা হয়।

অফিস ফার্নিচার: প্রকল্পের আওতায় অফিস ফার্নিচার ক্রয়ের জন্য ০৮/০৮/২০১৯ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ১৮/০৮/২০১৯ ইং তারিখের বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ১৮/০৮/২০১৯ ইং তারিখে বেলা ১২.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স ডেল্টা ইন্টেরিয়র লি:, মেসার্স আক্তার ফার্নিচার এবং মেসার্স অটবি লি:)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স আক্তার ফার্নিচার, ৫১ শেওড়াপাড়া, বেগম রোকেয়া স্মরণী, মিরপুর, ঢাকা-এর মোট উদ্ধৃত দর ১,২১,০০০.০০/- (এক লক্ষ একুশ হাজার টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় ২০/০৮/২০১৯ ইং তারিখে তাকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৪-০৮-২০১৯ তারিখে চূড়ান্ত বিল বাবদ ১,১৪,৯৫০ টাকা (ভ্যাট ও আয়কর বাদে) পরিশোধ করা হয়।

জীপ গাড়ী ক্রয়: 'সরকারি Procurement-এর ক্ষত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে এবং কেবলমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মালামাল পাওয়া না গেলে বাইরে থেকে ক্রয় করা যাবে'-এই ক্রয় নীতিমালার আলোকে প্রকল্পের জন্য জীপ গাড়ি ক্রয়ের নিমিত্তে সরকারি অন্য আরেক প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড বরাবর প্রকল্প অফিস হতে ১৭-০৪-২০১৮ ইং তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড প্রকল্পের অনুকুলে ১৯৯৮ সিসি ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ দরজা ও ৭ আসন বিশিষ্ট সর্বশেষ মডেলের ০১ (এক) টি ব্রান্ড নিউ মিতশুবিশি আউট ল্যান্ডার জীপ গাড়ী সরবরাহের জন্য ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকার দরপত্র প্রদান করেন। গাড়ীটির

স্পেসিফিকেশন ছিল: Brand New Mitsubishi Outlander 8WD SUV CBU condition জীপ, ৫-দরজা, ৭-আসন বিশিষ্ট, পেট্রোল ইঞ্জিন, ৪ সিলিন্ডার ১৬Valve DOHC MIVEC, মডেল নং GF2WXTMHZR, অশ্ব শক্তি-১০৭ কি:ও:/৬০০০ আরপিএম, ডান হস্তে চালিত, হার্ডটপ (মেটাল), ১৯৯৮ সিসি, পাওয়ার স্টিয়ারিং, অতিরিক্ত চাকা- ১টি, আনুসাঙ্গিক টুলস, জাপান অরিজিন (বিল্ট অন জাপান, তৈরীর সন- ২০১৭ ইং), রং কালো। স্থানীয়ভাবে সংযোজিতঃ সামনে ও পিছলে এস এস, গ্রীলগার্ড, রেইন গার্ড (উভয় পার্শে)- ৪টি, বেল্ভেট কাপড়ের সিট কাভার ও ফ্যাগ স্টেন্ড। প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড থেকে প্রেরিত দরপত্র আনুযায়ী আয়কর ও ভ্যাটসহ গাড়িটির মূল্য ৬০,৫৭,৫০০/- (ষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচ শত টাকা) এবং প্রকল্প দপ্তর মিতসুবিশি আউট ল্যান্ডার জীপটি ৩১-০৫-১৮ ইং তারিখে ক্রয় করে। এই ক্রয় প্রক্রিয়ায় সরকারি নিয়ম যথাবিহিত পালন করা হয়েছে, কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

মিতসুবিশি আউট ল্যান্ডার জীপের এক্সেসরিস ক্রয়ের জন্য ০৩/০৬/২০১৮ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ১২/০৬/২০১৮ ইং তারিখের বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ১২/০৬/২০১৮ ইং বিকাল ০৩.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স নিউ সৈয়দ মটরস, মেসার্স রনি মটরস এবং মেসার্স ৩-স্টার কার এক্সেসরিস)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স নিউ সৈয়দ মটরস-এর মোট উদ্ধৃত দর ৯৫,৪৫০.০০/- (পঁচানব্বই হাজার চার শত পঞ্চাশ টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় তাকে ২৬/০৬/২০১৮ ইং তারিখে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ৩০-০৬-২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মিতসুবিশি আউট ল্যান্ডার জীপের সিএনজি কনভারশন ক্রয়ের জন্য ০৩/০৬/২০১৮ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ১২/০৬/২০১৮ ইং তারিখের বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ১২/০৬/২০১৮ ইং বিকাল ০৩.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স ইন্ট্রাকো সিএনজি লি:, মেসার্স সাভরণ সিএনজি এবং মেসার্স নাভানা সিএনজি লি:)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স নাভানা সিএনজি লি:-এর মোট উদ্ধৃত দর ১,৩৪,৮০০.০০/- (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আট শত টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় তাকে ২০/০৬/২০১৮ ইং তারিখে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৭-০৬-২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়।

মোটর সাইকেল ক্রয়: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ১ টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান ছিল। প্রকল্পের আওতায় মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য ২২/০৮/২০১৯ ইং তারিখে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ৩১/০৮/২০১৯ ইং তারিখের বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩টি। গত ৩১/০৮/২০১৯ ইং বিকাল ০৩.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩ টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স এমএম এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স ইউরা এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স টিভিএস অটো বাংলাদেশ)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স টিভিএস অটো বাংলাদেশ-এর মোট উদ্ধৃত দর ১,৯৯,১০০.০০/- (এক লক্ষ নব্বই হাজার এক শত টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় তাকে ০৩/০৯/২০১৯ ইং তারিখে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে অনুযায়ী বিল পরিশোধ করা হয়।

পর্দা ও ইন্টারকম টেলিফোন সেট ক্রয়: প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত পর্দা তিন ধাপে মোট তিন বারে ক্রয় করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতি বারে পর্দা ক্রয়ের জন্য টাকার পরিমাণ ২৫,০০০ টাকার বেশি ছিল না ফলে এই ক্রয় প্রক্রিয়া প্রকল্প পরিচালক নিজেই সরাসরি পদ্ধতিতে ১৭/০৫/২০২০ তারিখে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন। পর্দা ক্রয়ের ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দ ছিল ৭৫,০০০ টাকা এবং পর্দা ক্রয় সম্পন্ন হয় ৭৪,০০০ টাকায়।

ইন্টারকম টেলিফোন সেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল ২০,০০০ টাকা এবং ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ১৭,১০০ টাকায়। এই পণ্য ক্রয় সম্পন্ন হয় ২০/০৫/২০২০ তারিখে। এক্ষেত্রেও পণ্য ক্রয়ের বরাদ্দ ২৫,০০০ টাকার কম তাই ইন্টারকম টেলিফোন সেটটি প্রকল্প পরিচালক নিজেই সরাসরি পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করেছেন।

জনবল ক্রয়: প্রকল্পের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল সরবরাহের জন্য ০৪/০৩/২০১৮ ইং তারিখে "দৈনিক কালের কণ্ঠ" এবং ০৬/০৩/২০১৮ ইং তারিখে "দৈনিক অবজারভার" পত্রিকায় দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ছিল গত ২২/০৩/২০১৮ ইং তারিখের বেলা ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ছিল ১২টি। গত ২৭/০৩/২০১৮ ইং বিকাল ০৩.০০ টায় দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়। দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৫টি দরপত্র দাতারা দলিলে চাহিত সকল কাগজ যথাযথভাবে দাখিল করেছেন এবং ৫টি দরপত্রই রেসপনসিভ বলে গণ্য হয় (মেসার্স সিটি সিকিউরিটি সার্ভিসেস লি: জেভি একেআর টেকনোলজি, মেসার্স রাজ এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স স্টেট সার্ভিসেস লি:, মেসার্স সারা বাংলা আউট সোর্সিং সার্ভিসেস প্রা: লি: এবং মেসার্স মন্ডল ট্রেডার্স)। রেসপনসিভ হিসেবে সুপারিশকৃত ০৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স সিটি সিকিউরিটি সার্ভিসেস লি: জেভি একেআর টেকনোলজি এর মোট উদ্ধৃত দর ১৪,৮৪,৮১১.০০/- (চৌদ্দ লক্ষ চুরাশি হাজার আট শত এগার টাকা) সর্বনিম্ন এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মধ্যে হওয়ায় ১৭/০৪/২০১৮ ইং তারিখে তাদের নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ১৮-০৪-২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদানের (জনবল) বিপরীতে সেবাদাতার বেতন-ভাতা সরকারি নির্ধারিত হারে সংশ্লিষ্টদের ব্যক্তিগত হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে।

সেবা ক্রয়: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সফটওয়্যারের এনড্রয়েড ও ওয়েবভার্সন নির্মাণে আরডিপিপি-তে বর্ণীত আরএফকিউএম এর পরিবর্তে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট এর স্মারক নং ২১.০০.০০০০.৩৬৪.২২.০১৯.১৯.১৬৫ তারিখ ১৯/০৮/২০১৯-এর মতামত অনুযায়ী সার্ভিস প্রক্রুমেন্ট পদ্ধতির এসএসএস পদ্ধতি অনুসরণে হোপ এর অনুমোদনক্রমে একক উৎস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৪ বিটস লিমিটেড, ৩৫/৪ (৪র্থ তলা), রোড-১১, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শেখের টেক, ঢাকা-১২০৭-এর নিকট হতে দরপত্র আহবান করা হয় ১৬/০৯/২০১৯ ইং তারিখে। উক্ত দরপত্রের ভিত্তিতে, এসএসএস পদ্ধতিতে ৩১ অক্টোবর ২০১৯ অনুমোদনক্রমে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১২৫ অনুযায়ী ৪ বিটস লিমিটেড এর সাথে ১৯,৯৯,০০০/- (উনিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকার চুক্তি ০৬/১১/২০১৯ ইং তারিখে সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি বর্তমানে চলমান রয়েছে।

টেবিল ১৪. প্যাকেজ অনুযায়ী ক্রয় পর্যালোচনা

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পর্যায়	পদ্ধতি	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	দরপত্র আহব্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সমাপ্ত
ক. পণ্য ক্রয়								
জিডি-১	অফিস ইকুইপমেন্ট-১	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	৩৯৫০০০	১৬/৪/১৮	৩০/৪/১৮	০২/০৫/১৯
	অফিস ইকুইপমেন্ট-২	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	৩৪৬০০০	১৬/৪/১৮	৩০/৪/১৮	০২/০৫/১৯
	অফিস ইকুইপমেন্ট-৩	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	৩৩৫০০০	২৭/৪/১৮	১০/৫/১৮	১৫/৫/১৮
	ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	৩৫৫৮৭৫	৮/৮/১৯	২০/৮/১৯	২৪/০৮/১৯
	মোবাইল	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	১৯৯৯৯৫	৮/৮/১৯	২০/৮/১৯	২৪/০৮/১৯
জিডি-২	অফিস ফার্নিচার-১	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	৪২৪২৭৯	৫/৪/১৮	২২/৪/১৮	২৬/০৪/১৮
	অফিস ফার্নিচার-২	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	১৯০৩০১	৫/৪/১৮	২২/৪/১৮	২৬/০৪/১৮
	অফিস ফার্নিচার	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	১২১০০০	৮/৮/১৯	২০/৮/১৯	২৪/০৮/১৯
	অফিস ফার্নিচার	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		২৪/৯/১৯	২১/১০/১৯	৩০/১০/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	৫০৩০০	৫/১/২০	১৯/১/২০	২৬/০১/২০
জিডি-৩	আউটল্যান্ডার জীপ	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		১২/৮/১৯	২২/৮/১৯	১১/০৯/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	৬০৫৭৫০০	১৯/৩/১৮	২৭/৪/১৮	৩১/০৫/১৮

প্যাকেজ নং	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পর্যায়	পদ্ধতি	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	দরপত্র আহব্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সমাপ্ত
	আউটল্যান্ডার জীপ এ্যাক্সেসরিস	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম		১২/৮/১৯	২২/৮/১৯	১১/০৯/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	৯৫৪৫০	৩/৬/১৮	২৪/৬/১৮	৩০/০৬/১৮
	আউটল্যান্ডার জীপ CNG কনভার্সন	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম				
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	১৩৪৮০০	৩/৬/১৮	২০/০৬/১৮	২৭/০৬/১৮
	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম				
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	১৯৯১০০	২২/৮/১৯	৩/৯/১৯	০৪/০৯/১৯
জিডি-৮	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম	১০৭৪০০০	১২/৮/১৯	২২/৮/১৯	১১/০৯/১৯
			প্রকৃত	আরএফকিউএম	মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক মাসে এবং প্রয়োজন ও বিধি মোতাবেক ব্যয় করা হয়			
খ. জনবল ক্রয় সংক্রান্ত								
জিডি-১০	আউট সোর্সিং জনবল	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম	-	১২/৮/১৯	২২/৮/১৯	১১/০৯/১৯
			প্রকৃত	ওটিএম	-	৬/৩/১৮	১৭/৪/১৮	১৮/০৪/১৮
গ. সেবা ক্রয়								
জিডি-৪	সফটওয়্যার নির্মাণ	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	এসএসএস	২০০০০০০	৮/১২/২০	১৮/১২/২০	৩১/১২/২০
			প্রকৃত		১৯৯৯০০০	১২/৯/১৯	৬/১১/১৯	চলমান
জিডি-৫	সফটওয়্যার ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম	৫০০০০০	৮/১২/২০	১৮/১২/২০	৩১/১২/২০
			প্রকৃত	-				
জিডি-৬	মনটরিং ও সয়টওয়্যার আপগ্রেডেশন	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম	১০০০০০০	৮/১০/২১	১৮/১০/২১	৩১/১১/২১
			প্রকৃত	-				
জিডি-৭	অডিও-ভিডিও ডকুমেন্টরী	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	আরএফকিউএম	৯০০০০০	৮/১১/১৯	১৮/১২/১৯	৩১/১১/২০
			প্রকৃত	-				
জিডি-৯	বৈদেশিক ভ্রমণ	সংখ্যা	প্রাক্কলিত	কিউসিবিএস	৭০০০০০০	৮/১১/২১	১৮/১১/২১	৩১/১১/২১
			প্রকৃত			১৯/১/২০	চলমান	

৩.২.৩. প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে ব্যত্যয় ও তার সমাধান সম্পর্কিত পর্যালোচনা

- প্রকল্পের সার্বিক ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ডিপিপি ও আরডিপিপি-তে প্রায় সকল পণ্য আরএফকিউ পদ্ধতিতে ক্রয় করার কথা বলা হয়েছে। পণ্য ক্রয়ের বেলায় প্যাকেজগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রাক্কলিত মূল্য পাঁচ লক্ষ (৫,০০,০০০.০০) টাকার কম হওয়ায় বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকেই আরএফকিউ পদ্ধতিতে ক্রয়সমূহ সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে ক্রয় নীতিমালার ব্যত্যয় হয়নি।

- আরডিপিপি অনুযায়ী সেবা ক্রয়ের (সফটওয়ার তৈরী) ক্ষেত্রে প্যাকেজের (জিডি-৪) প্রাক্কলিত ক্রয় মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে। অথচ ডিপিপি ও আরডিপিপি-তে উক্ত প্যাকেজের জন্য আরএফকিউ পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, যা কিনা বিদ্যমান সরকারি ক্রয় নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক। এমতাবস্থায় উক্ত প্যাকেজটির ক্রয় প্রক্রিয়া আরএফকিউ পদ্ধতির পরিবর্তে এসএসএস পদ্ধতিতে (নীতিমালা অনুযায়ী) সম্পন্ন করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যা কিনা সিপিটিইউ এর পরামর্শ (সিপিটিইউ এর স্বারক নং ২১.০০.০০০০.৩৬৪.২২.০১৯.১৯.১৬৫ ও তারিখ ১৯/০৮/২০১৯ মোতাবেক) ও হোপ-এর অনুমোদন ক্রমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সেবা ক্রয়ের এ প্যাকেজটির ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়া বর্তমানে (জুন ২০২০) চলমান আছে।

- এছাড়া গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালার আলোকে সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড) হতে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। পর্দা ও ইন্টারকম টেলিফোন সেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে, যেহেতু এই দুটি পণ্য

ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৯৫,০০০ টাকা যা মোট ক্রয় প্যাকেজের ১% তাই এই পণ্য দু'টি সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে।

- প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্যাকেজ জিডি-৯, যা বৈদেশিক ভ্রমণ বিষয়ক, এখনও ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় নি। তবে ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজটি আরএফকিউএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তার পরিবর্তে সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট-এর গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি কিউসিবিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কিউসিবিএস পদ্ধতিটি সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট-এর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা অনুসরণের জন্য কোন কমিটি বা অন্য কারো অনুমোদন বা সুপারিশের প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে (জুন, ২০২০) এই প্যাকেজটির ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান আছে।

৩.৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

৩.৩.১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অবস্থা পর্যালোচনা

প্রকল্পের আশু উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যথাসময়ে প্রকল্পের অর্থ ছাড় দেওয়া হচ্ছে যার ফলে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রকেল্পের বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী, আইএমইডি প্রতিবেদন, স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করে। সেখান থেকে এ বিষয়ে একমত হন যে, প্রকল্প কার্যক্রম যথাবিহীত সময়মত ও সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকলের লগফ্রেম অনুমোদিত আরডিপিপির অংশ বিধায় এর উপর মতামত দেয়ার সুযোগ নেই। তবে এর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে এবং নতুন প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রণয়নে তা ব্যবহৃত হতে পারে। প্রকলের লগফ্রেম এর মূল বিষয় অপরিবর্তিত রেখে নিম্নোক্ত স্থানে কিছু স্পষ্টিকরণ করা যেতে পারে:

১। প্রোগ্রাম লক্ষ্য এর ওভিআই-তে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে বলা হয়েছে তবে কত অংশ, কারা ও কিভাবে তা বলা হয়নি। এখানে স্পষ্ট করা যায় যে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও অনুদান প্রাপ্ত উপকারভোগীদের ৮০% পরিবারের আয় বেড়েছে ও তারা দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করেছে, এদের সকলের ৬-১৫ বছর বয়সী শিশুরা প্রাথমিক পাশ করেছে ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে বা করছে। এরা সকলে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেন। এদের সমাজ সচেতনতা বেড়েছে, বাল্য বিবাহ নির্মূল হয়েছে, এরা কেউ যৌতুক দিচ্ছেননা ও নিচ্ছেননা, এরা সামাজিক ও উন্নয়ন মূলক কাজে অংশগ্রহণ করছেন।

২। বর্তমান প্রকল্পে সম্ভব না হলেও পরবর্তী প্রকল্পে বিশেষ করে অবহেলিত তৃতীয় লিংগ, বেদে, হরিজন ইত্যাদি শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

টেবিল ১৫: প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অবস্থার অগ্রগতি ও পর্যালোচনা

উদ্দেশ্যের ধরণ	প্রকল্প অনুযায়ী উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রগতি/ প্রতিবেদনে বর্ণনা
প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য	প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। বিশেষত তাদের যারা আদি ক্ষুদ্র ব্যবসা/পেশায় নিয়োজিত যেমন: কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী, কাঁশা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী এবং জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী। এ কার্যক্রম প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের বহুমুখী উন্নয়নের জন্য সম্প্রসারিত হয়েছে।	প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভিমত অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো: দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড, আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড, সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড, স্ব-স্ব পেশার আধুনিকায়নমূলক কর্মকান্ড, প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয়ী মনোভাব গঠনমূলক কর্মকান্ড, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রভৃতি।
প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য	১. বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণ;	**প্রকল্প কার্যক্রমঃ** দেশের ২০টি জেলার ১০২টি উপজেলায় আদি পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জরিপকৃত ৬৯,৬৬২ জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৩,৩৪৩ জনকে স্ব-পেশায় দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে

উদ্দেশ্যের ধরণ	প্রকল্প অনুযায়ী উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রগতি/ প্রতিবেদনে বর্ণনা
		প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ দিনব্যাপী স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং ১৮ হতে ৩ বছরের কর্মক্ষম অদক্ষদের স্ব-পেশার তালিকাভুক্ত ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি হাতে কলমে ৩-৬ মাসব্যাপী ওস্তাদ-সাগরেদ প্যাটার্নে এ্যাপ্রেন্টিসশিপ (Apprenticeship On-the-Job) প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং এদের সকলকে এককালীন অনুদান প্রদানের মাধ্যমে এদের পরিবারের প্রায় ১ লক্ষ সদস্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের আলোকে দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণে সমাজসেবা অধিদপ্তর নিবেদিত। একই সাথে দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এর জন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থান যা পেতে হলে প্রয়োজন বাজার চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা শুরু বা সম্প্রসারণের জন্য প্রারম্ভিক পুঁজি যা এই প্রকল্প মারফত দেয়া হচ্ছে।
	২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আদি ক্ষুদ্র পোশায় নিয়োজিত তাদের সঠিক সংখ্যা নিরুপণ;	প্রকল্পের আওতাধীন ২০টি জেলার জরিপকৃত আদি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৬৯,৬৬২ জন ও মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ২৩৩৪৩ জন যা মোট জরিপকৃত জনসংখ্যার ৩৩.৫%।
	৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;	প্রকল্পে মোট প্রশিক্ষণ ও নগদ সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা ২৩,৩৪৩ জন। এর মধ্যে প্রকল্পের অধীনে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৭,২২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ ৭৪% টার্গেট ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়েছে মোট ১৩,১৪৯ জনকে যা প্রশিক্ষণার্থীর ৭৬%।
	৪. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ;	মোট ৪৩৩ জন উত্তরদাতার ৯৯.৫% এর মতে ওস্তাদ সাগরেদ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগছে/লাগবে ও ৯৯.৮% এর মতে পেশাগত কাজে সাগরেদদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে/বাড়বে । মোট ৭৩০ জন উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রাপ্তির সুবিধা বর্ণনা করেছেন। এদের ৪০.৫% বলেছেন সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, ২০.৪% বলেছেন আত্ম-বিশ্বাস বাড়বে, ১৫.২% বলেছেন নিজ প্রতিষ্ঠান গড়া যাবে, ১০.৮% বলেছেন কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেতে কাজে লাগবে (দেশে), ৭% বলেছেন চাকুরী নিয়ে বিদেশ যেতে কাজে লাগবে এবং মাত্র ৬% বলেছেন ব্যাংক ঋণ পাওয়া যাবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থান পেতে সহায়ক হচ্ছে/হবে। তবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কেউ এখনো সনদ পাননি। মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার ৯৬.৬% এর মতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও সহায়তায় পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে। কেস ষ্টাডির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এদের সকলেই প্রকল্প সুবিধা পেয়ে খুবই বিপন্ন অবস্থা থেকে স্বনির্ভর হয়েছেন। **এফজিডি** হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, উপকারভোগীদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা বর্তমান যুগের তুলনায় তেমন ভাল না, তবে প্রকল্প সুবিধা পাওয়ার পর আগের থেকে মোটামুটি ভাল হচ্ছে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির আগে

উদ্দেশ্যের ধরণ	প্রকল্প অনুযায়ী উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রগতি/ প্রতিবেদনে বর্ণনা
		তাদের অনেকেই পরিবারের জন্য দিনে ৩ বেলা খাবারের যোগান দিতে পারতেন না। বর্তমানে তারা তাদের পরিবারের ৩ বেলা খাবার প্রায় নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া তারা ধর্মীয় উৎসবে পরিবারের সবার জন্য পোশাক ক্রয় করতে পারতেন না এমন কি অনেকে তাদের পরিবারের শিশুদের জন্যও পোশাক ক্রয় করতে পারতেন না। তবে বর্তমানে সকলেই অন্তত তাদের শিশুদের জন্য পোশাক ক্রয় করতে পারেন তবে সকলের জন্য অনেকেই এখনও পোশাক ক্রয় করতে পারেননা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের অবস্থা ভাল হচ্ছে তবে এখনো অনেকে দারিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।
	৫. তাদের আদি পেশার টেকসই উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার জন্য মূলধন প্রদান;	ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৭,২২৪ জনের মধ্যে ১৩,১৪৯ জনকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে (৭৬%)। যারা অনুদান পাননি তাদের মধ্যে ১৩% আছেন যাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়নি বাকি ১১%এর প্রশিক্ষণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে এবং অনুদান প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন আছে।
	৬. তাদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরীতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;	কেস ষ্টাডিভুক্ত একজন নাপিত ব্যবসার অবস্থা ভাল হওয়ায় তিনি দোকানে AC লাগিয়েছেন, তার কাজের রেট বেড়েছে। এফজিডি-তে কন্ট্রোল গ্রুপের অংশগ্রহণকারীদের বেশীরভাগ কাঁচা ও ঝুপড়ি ঘরে ও টিনের দো-চালা বাসায় বসবাস করেন। সে তুলনায় উপকারভোগীদের অবস্থা কিছুটা ভাল। এদের অধিকাংশের বাসা কাঁচা হলেও কিছু কিছু উপকারভোগীর বাসা আধা-পাকা। এদের কেউ কেউ বিগত ১ বছরে টিনের চাল ও বেড়া পাল্টেছেন। মাঠপরিদর্শনে দেখা যায় যে, অধিকাংশেরই মূল থাকার ঘর টিনের তবে রান্নাঘর, লাকড়ি রাখার ঘর ইত্যাদির খড়ের ছাউনি।
	৭. স্থানীয় জনপ্রশাসনকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ;	প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ও অনুদান পেয়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটছে, তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে, তাদের সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রভৃতি পরিবর্তন ঘটেছে/ঘটছে বলে KII তে অংশগ্রহণকারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা জানান।
	৮. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র পেশাজীবি সম্প্রদায়কে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;	আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়েছে/হচ্ছে। তারা মনে করেন যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগণ প্রকল্প হতে অনুদান প্রাপ্তির ফলে তাদের ব্যবসার প্রসার করতে পারছেন সেই সাথে প্রশিক্ষণ প্রহণের ফলে তাদের আচরণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নতিও সাধিত হচ্ছে।
	৯. দেশের ২০(বিশ) জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মোট ৬৯,৬৮২ জন জরিপকৃত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৩,৩৪৩ জন সদস্যকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা ।	এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৭,২২৪ (৭৪%) জনকে প্রশিক্ষণ করা হয়েছে। ৪৩৩ জন উত্তরদাতা সাগরেদের ৯৯.৫% এর মতে প্রশিক্ষণ কর্ম ক্ষেত্রে কাজে লাগছে/লাগবে ও ৯৮.৮% এর মতে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে/ বাড়বে। মোট ৭৬৩ জন ওস্তাদ-সাগরেদ উত্তরদাতার মধ্যে ৭৩০ জন উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ সনদ প্রাপ্তির সুবিধা বর্ণনা করতে গিয়ে ৪০.৫% বলেছেন এতে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, ২০.৪% বলেছেন আত্ম-বিশ্বাস বাড়বে,

উদ্দেশ্যের ধরণ	প্রকল্প অনুযায়ী উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রগতি/ প্রতিবেদনে বর্ণনা
		১৫.২% বলেছেন নিজ প্রতিষ্ঠান গড়া যাবে, ১০.৮% বলেছেন কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেতে কাজে লাগবে (দেশে), ৭% বলেছেন চাকুরী নিয়ে বিদেশ যেতে কাজে লাগবে এবং মাত্র ৬% বলেছেন ব্যাংক ঋণ পাওয়া যাবে। এতে বুঝা যায় যে, প্রশিক্ষণ মূলত কর্মসংসস্থান বাড়াবে এবং এজন্যই সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ।

৩.৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী ২০১৯ সালের আগষ্ট মাসে স্মারক নং ৪১.০০.০০০০.০৫৫.১৪.০১৬.১৬.১৭২-এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালককে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

৩.৪.২. জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে আরডিপিপি অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়েছিল ২০১৮ সালে। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ১ জন ও সহকারি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ২ জনকে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয় ২০১৯ সালে (স্মারক নং: ৪১.০০.০০০০.০৫৫.১৪.০১৬.১৬.১২৫)। এছাড়া ২০১৮ সালেই হিসাব রক্ষক, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ১৬. জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা

ক্রমিক নং	পদের নাম	বেতন গ্রেড	পদ সংখ্যা	নিয়োগ পদ্ধতি
১	প্রকল্প পরিচালক	গ্রেড-৫	১	প্রেষণে
২	সহকারি প্রকল্প পরিচালক	গ্রেড-৯	২	প্রেষণে
৩	হিসাব রক্ষক	গ্রেড-১৩	১	আউটসোর্সিং
৪	অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	গ্রেড-১৬	১	আউটসোর্সিং
৫	গাড়ী চালক	গ্রেড-১৬	১	আউটসোর্সিং
৬	অফিস সহায়ক	গ্রেড-২০	১	আউটসোর্সিং
	মোট		৭	

৩.৪.৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আয়োজন পর্যালোচনা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৩/০২/২০১৮, ২৪/০৬/২০১৮, ০৪/১০/২০১৮, ২৩/০৬/২০১৯ এবং ০৪/০২/২০২০ ইং তারিখে। সকল সভাতেই সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর। উল্লেখ্য মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে অত্র প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে একাধিক পর্যালোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাসমূহে যেসকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরবর্তীতে যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচিত বিষয়াবলী কতটুকু বাস্তবে পালিত হয়েছে তা নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সভার তারিখ ও স্মারক নম্বর	সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধান্তনুযায়ী কার্যক্রম	মন্তব্য
১৩/০২/২০১৮ ও ৪১.০১.০০০০. ০৮৬.০৬.০০৮	সমাজকর্মী কর্তৃক মাঠপর্যায়ে পারিবারিক জরিপ ফরম পূরণ, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফরম প্রতি ১০ টাকা হারে সম্মানী প্রদানের সুপারিশ করা হয়।	সিদ্ধান্তনুযায়ী জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যয় আরডিপিপি-তে সংযোগ করা হয় এবং তা প্রদান করা হয়।	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তব অর্জন ১০০% (টেবিল ১৪)।

সভার তারিখ ও স্মারক নম্বর	সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধান্তনুযায়ী কার্যক্রম	মন্তব্য
.১৮.৩১	৮টি জেলার আদি ৬টি পেশার জন্য অভিন্ন সিলেবাস/মডিউল প্রস্তুত করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	৮টি জেলার আদি ৬টি পেশার জন্য অভিন্ন সিলেবাস/মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।	১০০% অর্জন হয়েছে।
	প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে জোর তৎপরতা চালানোর জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে ও দেশের ৮টি বিভাগের ৮টি জেলার প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং-এর জন্য ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত জীপ ক্রয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্পের জন্য জনবল আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ১৮/০৪/২০১৮ ইং তারিখে। সেই সাথে ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত জীপ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ৩১/০৫/২০১৮ ইং তারিখে।	১০০% অর্জন হয়েছে।
	সঠিক সময়ে অর্থ বরাদ্দ এবং তা ব্যয় সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১। পরিচালক কার্যক্রম, সমাজসেবা অধিদপ্তর ২। উপপরিচালক (প্রকাশনা) ও উপপরিচালক পরিকল্পনাকে পিআইসি কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিদ্ধান্তনুযায়ী কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছে।	১০০% অর্জন হয়েছে।
২৪/০৬/২০১৮ ও ৪১.০১.০০০০. ০০০.০৬.০০৮ .১৮.১৯	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি ডাটাবেইজ অনতিবিলম্বে প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পোর্টালে প্রশিক্ষিত আদিপেশাধারীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ডাটাবেইজ প্রস্তুতের কাজ বর্তমানে চলমান আছে।	অনতিবিলম্বে কার্যসম্পাদন সম্পন্ন হবে।
	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পরিমার্জিত নীতিমালাটি সদয় অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।	পরিমার্জিত নীতিমালাটি অনুমোদিত হয়।	কার্যসম্পাদিত হয়েছে।
০৪/১০/২০১৮ ও ৪১.০১.০০০০. ০০০.০৬.০০৮ .১৮.২৩	এ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ওস্তাদগণ শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় ওস্তাদদেরও আর্থিকভাবে সম্মানী দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধঅন্ত গৃহীত হয়।	ওস্তাদদের আর্থিকভাবে সম্মনী প্রদান করা হয়।	সুষ্ঠূভাবে কার্যসম্পাদিত হচ্ছে।
	প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের সুপারিশ গৃহীত হয়।	ডিপিপি সংশোধিত হয়েছে।	কার্যসম্পাদিত হয়েছে।
২৩/০৬/২০১৯ ও ৪১.০১.০০০০. ০৮৬.০৬.০০৮ .১৮.৬৮	জুলাই/২০১৯-এর মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পুঁজি হিসেবে ১৮০০০ টাকা করে অনুদান প্রদানের মধ্যদিয়ে ৭১৮১ জনের প্রশিক্ষণ ও পুঁজি হিসেবে অনুদান প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে অনুদান প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।	১০০% কার্যসম্পাদিত হয়েছে।
০৪/০২/২০২০ ও ৪১.০১.০০০০. ০৮৬.০৬.০০৮	পার্শ্ববর্তী জেলার সহকারী পরিচালকগণকে নির্দিষ্ট তথ্যছকে/প্রশ্নমালা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ। এবং সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন	সহকারী পরিচালকগণ নির্দিষ্ট তথ্যছক/প্রশ্নমালা অনুযায়ী সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।	সম্প্রতি কার্যসম্পাদিত হয়েছে।

সভার তারিখ ও স্মারক নম্বর	সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধান্তনুযায়ী কার্যক্রম	মন্তব্য
.১৮.২৩১	দাখিল করবেন, মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		
	সকল উপকারভোগীকে গুগল ম্যাপিং-এর আওতায় এনে নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল উপকারভোগীকে গুগল ম্যাপিং-এর আওতায় এনে নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.৪.৪. প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন পর্যালোচনা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি বা প্রধান নীতি নির্ধারণী কমিটির মোট তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৭/০৬/২০১৮ ইং তারিখে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে। পরবর্তী দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১১/০২/২০১৯ এবং ৩১/০৭/২০১৯ ইং তারিখে। সকল সভাতেই সভাপতিত্ব করেন সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর সভাপতিত্বে অত্র প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে একাধিক পর্যালোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাসমূহে যেসকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরবর্তীতে যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচিত বিষয়াবলী কতটুকু বাস্তবে পালিত হয়েছে তা নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সভার তারিখ ও স্মারক নম্বর	সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধান্তনুযায়ী কার্যক্রম	মন্তব্য
২৭/০৬/২০১৮ ও ৪১.০০.০০০০. ০৫৫.১৪.০১৬. ১৬.১২৪	গোপালগঞ্জ, বরিশাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।	গোপালগঞ্জ, বরিশাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ডিপিপি সংশোধন সম্পন্ন হয়েছে।	আরডিপিপি দ্রষ্টব্য
	উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন কমিটিতে সভাপতি রাখা হয়েছে।	আরডিপিপি দ্রষ্টব্য
	নীতিমালায় কাঁথা শিল্প ও লোকসংগীত শিল্পকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে গম্ভীরা, আলকাপ বা সমজাতীয় শিল্পের সাথে জড়িত পেশার লোকদেরকে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	এখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	কার্যটি অসম্পুর্ণ আছে। তবে তাদের জরিপপ কাজ চলমান আছে।
১১/০২/২০১৯	গুণগতমান বজায় রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	গুণগত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	কার্যটি চলমান রয়েছে।
	প্রেষণে ২ জন সহকারী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে।	২ জন সহকারী প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	কার্যসম্পাদিত হয়েছে (৩.৪.২ অংশ দ্রষ্টব্য)।
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে ৬টি পেশার ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও অনুদান প্রদান করা যেতে পারে।	বর্তমানে প্রকল্পটি ৬টি আদি পেশাকে ঘিরেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।	কার্যটি চলমান রয়েছে।
	প্রশিক্ষণ পরিচালনায় কর্মদক্ষতা অর্জন ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি রপ্তানীর লক্ষ্যে মালেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব একটি বৈদেশিক ভ্রমনের সংস্থান রাখা যেতে পারে।	প্রশিক্ষণ পরিচালনায় কর্মদক্ষতা অর্জন ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি রপ্তানীর লক্ষ্যে একটি বৈদেশিক ভ্রমনের সংস্থান রাখা হয়েছে যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	কার্যটি চলমান রয়েছে।
৩১/০৭/২০১৯	০৩ দিনব্যাপি সফট স্কিলস/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের খসড়া প্রশিক্ষণ মডিউল অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।	প্রশিক্ষণ মডিউল অনুমোদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তা ব্যবহৃতও হচ্ছে।	সুষ্ঠূভাবে কার্যসম্পাদিত হচ্ছে।
	সফটওয়ার নির্মাণে অনুমোদিত আরডিপিপি	সফটওয়ার নির্মাণে ক্রয় পদ্ধতি সিপিটিইউ	কার্যটি চলমান

সভার তারিখ ও স্মারক নম্বর	সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধান্তনুযায়ী কার্যক্রম	মন্তব্য
	অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদন অথবা কোন ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে এ বিষয়ে সিপিটিইউ এর মতামত অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে।	এর মতামত অনুযায়ী এসএসএস পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।	রয়েছে।

৩.৪.৫. প্রকল্পের অডিট বিষয়ে পর্যালোচনা

প্রকল্পটি যদিও তৃতীয় বছরে চলমান আছে তবুও এখন পর্যন্ত কোন প্রকার অডিট সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বাকি আছে। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন করার নিমিত্তে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৩.৫. মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা

৩.৫.১. উপকারভোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

৩.৫.১.১. উপকারভোগী উত্তরদাতাদের পেশার ধরণ

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতাদের মাত্র ০.৮% কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী। সর্বোচ্চ সংখক নাপিত (২৭.৪%) এবং অন্যান্য পেশায় ১৩.৪% থেকে ২২.১% নিয়োজিত।

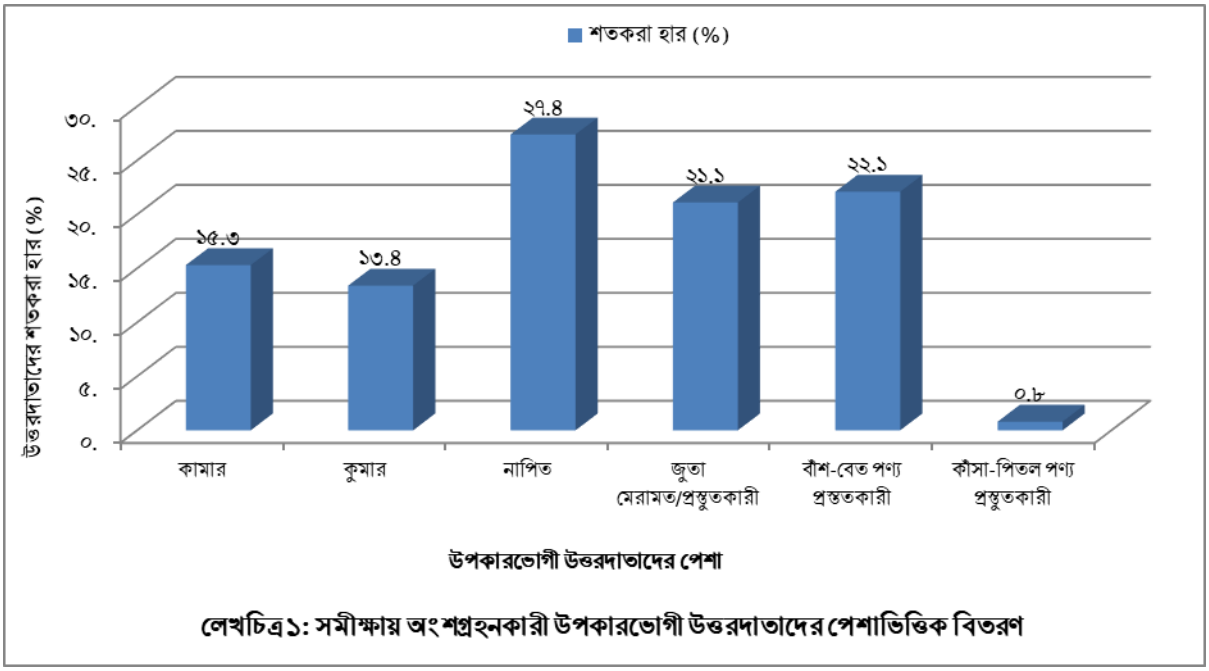

লেখচিত্র১: সমীক্ষায় অংশগ্রহনকারী উপকারভোগী উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক বিতরণ

৩.৫.১.২. উপকারভোগীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৭% অক্ষরজ্ঞানহীন এবং আরো ৩৭.৯% পঞ্চম শ্রেণীর উর্ধ্বে লেখাপড়া করেনি। এই ৬৫.৫% কার্যত নিরক্ষর । ২৪.১% ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর নীচে, ৪.৮% এস এস সি পাশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর নিচে, ৪.৬% এইচএসসি পাশ ও মাত্র ০.৯% স্নাতক বা তার উপর ডিগ্রীধারী।

টেবিল ৩.৫.১: উপকারভোগীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

উপকারভোগীর শিক্ষাগত যোগ্যতা	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
অক্ষরজ্ঞানহীন	২১৩	২৭.৬
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	২০০	৩৭.৯
৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণী	১৩৩	১৭.৫
দশম শ্রেণীর নিচে	৫০	৬.৬
এসএসসি	২৬	৩.৪
দ্বাদশ শ্রেণীর নিচে	১১	১.৪
এইচএসসি	৩৫	৪.৬
স্নাতক বা তার উপর	৭	০.৯

৩.৫.১.৩: উপকারভোগীর পরিবারে উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা

মোট ৭৬৩ পরিবারের ৭৫০টিতে (৯৮%) পুরুষ উপার্জনকারী আছে এবং ১৭৫টিতে (২৩%) নারী উপার্জনকারী আছে। এই সংখ্যা ১০০% এর বেশি কারণ অনেক পরিবারে একাধিক উপার্জনকারী আছে ।

টেবিল ৩.৫.২: উপকারভোগীর পরিবারে উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা

পরিবারে উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
পুরুষ	৭৫০	৯৮.৭
নারী	১৭৫	২৩.৩
মোট	৭৬৩	১২২%

৩.৫.১.৪. উপকারভোগীর পরিবারের বর্তমানে লেখাপড়ায় নিয়োজিত সদস্য সংখ্যা

উপকারভোগী ৭৬৩ টি পরিবারে মোট ৬৭৭ জন শিক্ষার্থী আছে যারা বর্তমানে লেখাপড়ায় নিয়োজিত। এর মধ্যে ৫৩.৫% ছাত্র ও ৪৬.৫% ছাত্রী। দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সমান। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রী সংখা কম হওয়ায় এখানে কিছুটা অসাম্য দেখা যাচ্ছে।

টেবিল ৩.৫.৩: উপকারভোগীর পরিবারের বর্তমানে লেখাপড়ায় নিয়োজিত সদস্য সংখ্যা

সদস্য সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
ছেলে	৩৬২	৫৩.৫
মেয়ে	৩১৫	৪৬.৫
মোট সংখ্যা	৬৭৭	১০০

৩.৫.১.৫. শিশুশ্রমে নিয়োজিত সদস্য (১৮ বছরের কম)

উপকারভোগী ৭৬৩ পরিবারে মোট ৩৯ জন শিশু শিশুশ্রমে নিয়োজিত আছে। এর মধ্যে ৬৭% ছেলে ও ৩৩% মেয়ে।

টেবিল ৩.৫.৪: উপকারভোগীর পরিবারে বর্তমানে শিশুশ্রমে নিয়োজিত সদস্য (১৮ বছরের কম) সংখ্যা

সদস্য সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
ছেলে	২৬	৬৭
মেয়ে	১৩	৩৩
মোট সংখ্যা	৩৯	৫.১

৩.৫.১.৬. প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির কথা শোনার উৎসসমূহ

মোট ৭৬৩ উত্তরদাতার ৪৮.৫% সমাজসেবা দপ্তরের মাধ্যমে, ৪৫.৮% সমাজসেবা অফিসের জরিপ কাজ চলার সময় এবং বাকিরা আত্মীয়ের /প্রতিবেশীর মাধ্যমে প্রকল্পের কথা জানতে পেরেছেন। তথ্যের মাধ্যম হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বারের ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত।

টেবিল ৩.৫.৫: প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির কথা শোনার উৎসসমূহ

উৎসসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে	৩৪৭	৪৫.৮
সমাজসেবা অফিসের জরিপ কাজ চলার সময়	৩৪৭	৪৫.৮
আত্মীয়ের মাধ্যমে	৫৫	৭.৩
প্রতিবেশীর মাধ্যমে	৫৫	৭.৩
ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বারের মাধ্যমে	১	০.১

৩.৫.১.৭. সুবিধাভোগী হিসেবে প্রকল্পে যোগদানের সময়

মোট ৬০.৫% উত্তরদাতা ২০১৯ সালে, ৩৪.৩% উত্তরদাতা ২০১৮ সালে এবং মাত্র ৫.১% উত্তরদাতা ২০১৭ সালে প্রকল্পভুক্ত হয়েছেন।

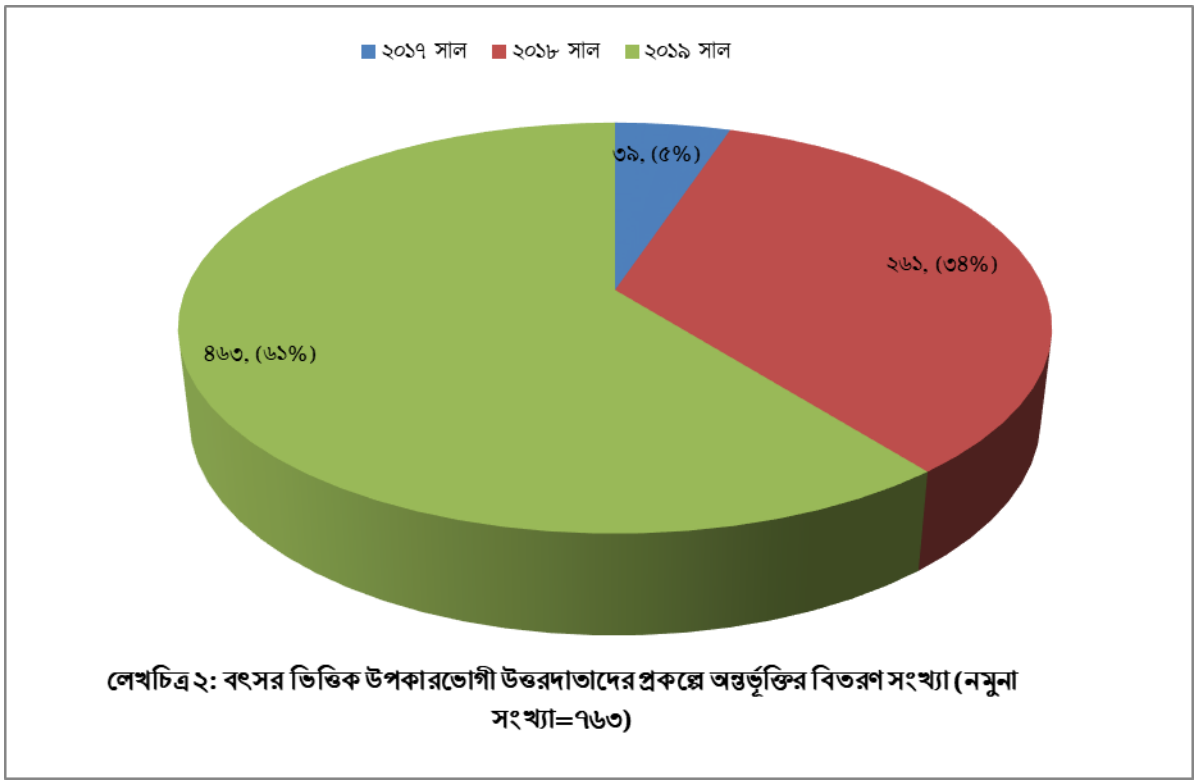

লেখচিত্র ২: বৎসর ভিত্তিক উপকারভোগী উত্তরদাতাদের প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির বিতরণ সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)

৩.৫.১.৮. সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে কারো সুপারিশের প্রয়োজনীয়তা

মোট ৭২.৮% উত্তরদাতার মতে প্রকল্পভুক্তির জন্য কারো সুপারিশ লাগেনি, ২৭.২% এর মতে তা লেগেছে।

টেবিল ৩.৫.৬: প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে কারো সুপারিশ বা প্রভাব লেগেছে কিনা

সুপারিশ বা প্রভাব লেগেছে কিনা	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
হ্যাঁ	২০৭	২৭.২
না	৫৫৬	৭২.৮

৩.৫.১.৯. কার সুপারিশ বা প্রভাব লেগেছে

মোট ২০৭ জন উত্তরদাতা যারা কোন প্রভাবের কথা বলেছেন এদের ৫১.৭% স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেম্বর, ৪৩.৫% সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোন ব্যক্তির ও ১৯.৮% স্থানীয় মাতব্বর বা মোড়লের কথা বলেছেন। এর পরের অবস্থান স্থানীয় সরকারি কর্মচারির ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা/কর্মীর। একাধিক উত্তরের জন্য যোগফল ১০০% অতিক্রম করেছে।

টেবিল ৩.৫.৭: কার সুপারিশ বা প্রভাব লেগেছে

সুপারিশ প্রদানকারী ব্যাক্তি	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=২০৭)	শতকরা
সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোন ব্যক্তির	৯০	৪৩.৫
স্থানীয় প্রশাসনের কোন ব্যক্তির	২০	৯.৭
স্থানীয় মাতব্বর বা মোড়লের	৪১	১৯.৮
স্থানীয় সরকারি কোন কর্মচারির	১৯	৯.২
স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেম্বর	১০৭	৫১.৭
স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা/কর্মীর	১২	৫.৮
উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	৩	১.৪
মোট	২০৭	১৪১.১

৩.৫.১.১০. সুপারিশ বা প্রভাবের ধরণ

৯৩.৭% উত্তরদাতা সুপারিশের জন্য কোন লেনদেনের দরকার হয় নি, ৭.২% বলেছেন প্রভাবশালী ব্যক্তির হয়ে কাজ করতে হয়েছে এবং ৫.৮%বলেছেন আর্থিক লেনদেন দরকার হয়েছে।

টেবিল ৩.৫.৮: সুপারিশ বা প্রভাবের ধরণ

সুপারিশ বা প্রভাবের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=২০৭)	শতকরা হার
আর্থিক লেন-দেন	১২	৫.৮
প্রভাবশালী ব্যক্তির হয়ে কাজ করা	১৫	৭.২
কোন বিনিময় ছাড়া সুপারিশ করেছিল	১৯৪	৯৩.৭

৩.৫.১.১১. ওস্তাদ-সাগরেদের মাঝে সম্পর্ক

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৭৬০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৩৬ জন নির্দিষ্ট উত্তর দিয়েছেন, ৫২.৮% সাগরেদ ওস্তাদের আত্মীয়, ৪৪.১% আত্মীয় নয় ও ৩.২% নিরোত্তর। যেহেতু প্রকল্পের সুবিধাভোগী বাছাই ও ওস্তাদ-সাগরেদ নির্বাচনে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের ভূমিকা ও স্বজনপ্রীতি লক্ষ্য করা যায় সেহেতু ওস্তাদ ও সাগরেদদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা স্বভাবিক। আবার যেহেতু পেশাগুলো আদি পেশা আর এই পেশায় বংশ পরম্পরায় অধিকাংশই যুক্ত হয় তাই ওস্তাদ ও সাগরেদদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা যুক্তিযুক্ত।

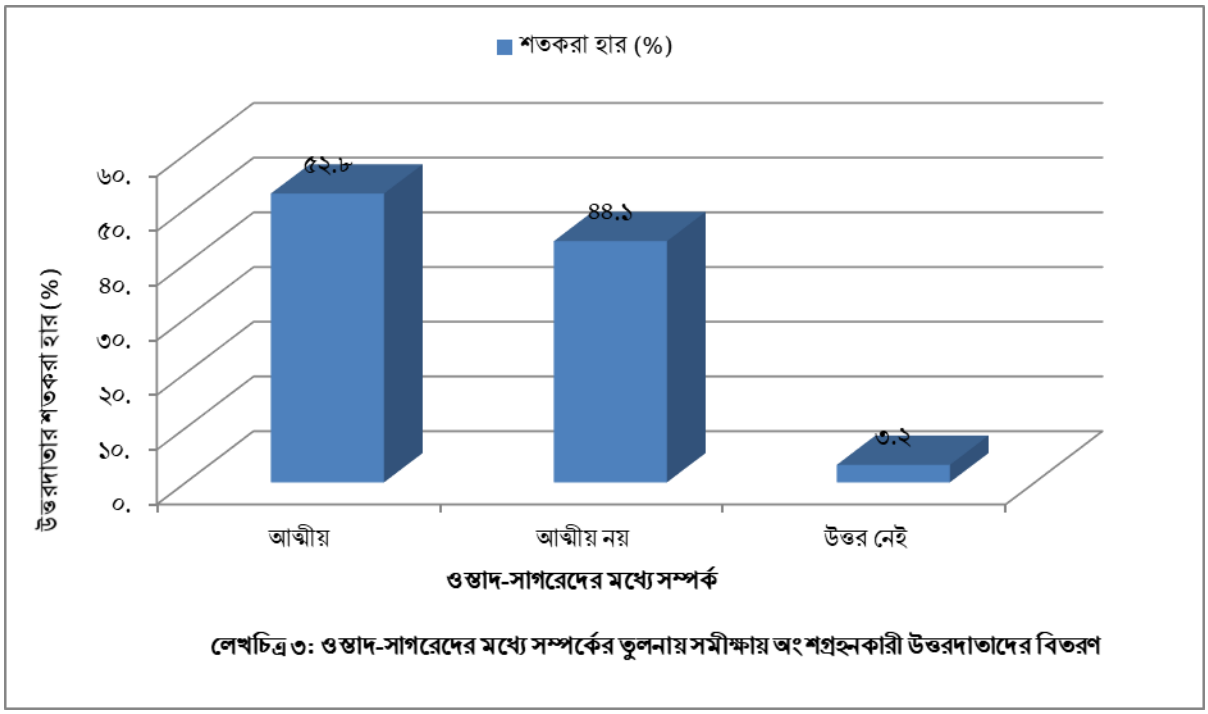

লেখচিত্র ৩: ওস্তাদ-সাগরেদের মধ্যে সম্পর্কের তুলনায় সমীক্ষায় অংশগ্রহনকারী উত্তরদাতাদের বিতরণ

৩.৫.১.১২. ওস্তাদের সাথে সাগরেদের সংযুক্তি ঠিক করে দেওয়ার মাধ্যম

মোট ৭৬০ জনের মধ্যে ৬৯৯ জন নির্দিষ্ট উত্তর দিয়েছেন (৯২%)। এদের মধ্যে ৪৬.২% সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে, ২৪.৫% ওস্তাদের পছন্দ অনুযায়ী, ১৪.৫% ওস্তাদ সাগরেদ উভয়ের পছন্দ অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত হয়েছেন। ৮% নিরোত্তর ছিলেন।

টেবিল ৩.৫.৯: ওস্তাদের সাথে সাগরেদের সংযুক্তি ঠিক করে দেওয়ার মাধ্যম

মাধ্যমসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা হার
ওস্তাদের পছন্দ অনুযায়ী	১৮৬	২৪.৫
সাগরেদের পছন্দ অনুযায়ী	৫০	৬.৬
উভয়ের পছন্দ অনুযায়ী	১১০	১৪.৫
সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে	৩৫১	৪৬.২
এলাকার চেয়ারম্যান/মেম্বারের মাধ্যমে	২	০.৩
মোট	৬৯৯	৯২.০
নিরোত্তর	৬১	৮.০

৩.৫.১.১৩. নিজ পেশার সাথে সম্পৃক্ততা

মোট ৪৩০ জন উত্তরদাতা ওস্তাদের মধ্যে ৩০.৯% ২-৫ বছর, ১৯.৫% ০-১ বছর, ১৮.৬% ৬-১০ বছর এবং ১১.৬% ২০ বছরের অধিক সময় যাবত পেশার সাথে সম্পৃক্ত।

টেবিল ৩.৫.১০: উত্তরদাতার তার নিজ পেশার সাথে সম্পৃক্ততা

বছর	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩০)	শতকরা হার
০-১ বছর	৮৪	১৯.৫
২-৫ বছর	১৩৩	৩০.৯
৬-১০ বছর	৮০	১৮.৬
১১-১৫ বছর	৪৭	১০.৯
১৬-২০ বছর	৩৬	৮.৪
২০ বছরের বেশী	৫০	১১.৬

৩.৫.১.১৪. সাগরেদ হিসেবে অংশগ্রহণকৃত প্রশিক্ষণের ধরণ

৪৩৩ জন উত্তরদাতা সাগরেদদের ৬৫.১% তিন মাসের প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদের সাথে আরো অতিরিক্ত ৩ মাসের হাতে কলমে কাজের সংযুক্ত। বাকি ৩৪.৯% শুধুমাত্র ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে যুক্ত।

টেবিল ৩.৫.১১: সাগরেদ হিসেবে অংশগ্রহণকৃত প্রশিক্ষণের ধরণ

প্রশিক্ষণের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩৩)	শতকরা
শুধুমাত্র ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ	১৫১	৩৪.৯
৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও ওস্তাদের সাথে আরো অতিরিক্ত ৩ মাসের হাতে কলমে কাজের সংযুক্তি	২৮২	৬৫.১

৩.৫.১.১৫. সপ্তাহে কতদিন প্রশিক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন/করেন

৪৩৩ জন সাগরেদের ৯% সপ্তহে ১ থেকে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন, ২৪.৯% সপ্তহে ৪ থেকে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন, ৩৬.৫% সপ্তহে ৬ দিনের প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন এবং ২৯.৬% সপ্তহে ৭ দিনের প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন।

টেবিল ৩.৫.১২: সপ্তাহে কতদিন প্রশিক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন/করেন

দিন	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩৩)	শতকরা
৭ দিন	১২৮	২৯.৬
৬ দিন	১৫৮	৩৬.৫
৫ দিন	৪২	৯.৭
৪ দিন	৬৬	১৫.২
৩ দিন	২৬	৬.০
২ দিন	১২	২.৮
মাত্র ১ দিন	১	০.২

৩.৫.১.১৬. ওস্তাদরা সাগরেদকে প্রতিদিন কতটুকু সময় প্রশিক্ষণ দান করেন

৪৩৩ জন সাগরেদের ৩২.৮% দৈনিক ৪ থেকে ৬ ঘন্টা, ৩১.৪% দৈনিক ৭ থেকে ৮ ঘন্টা, ১৭.৮% দৈনিক ৪ ঘন্টার কম এবং ১৮.০% দৈনিক ৮ ঘন্টার বেশি ওস্তাদের সাথে কাজ করেন।

টেবিল ৩.১.১৩: ওস্তাদরা সাগরেদকে প্রতিদিন কতটুকু সময় প্রশিক্ষণ দান করেন

সময় (ঘন্টা)	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩৩)	শতকরা
৪ ঘন্টার কম	৭৭	১৭.৮
৪-৬ ঘন্টা	১৪২	৩২.৮
৭-৮ ঘন্টা	১৩৬	৩১.৪
৮-১০ ঘন্টা	৬৯	১৫.৯
১০ ঘন্টার বেশী	৯	২.১

৩.৫.১.১৭. প্রশিক্ষণকালীন ওস্তাদের সাথে সাগরেদ সংযুক্তির সংখ্যা

মোট ৪৩৩ জন সাগরেদের ৯২.৮% জানান তাদের ওস্তাদের সাথে ২ জন করে, ৭.২% জানান ১ জন করে প্রতি ওস্তাদের সাথে কাজ করেন।

টেবিল ৩.১.১৪: প্রশিক্ষণকালীন সময়ে আপনার ওস্তাদের সাথে যতজন সাগরেদ সংযুক্ত ছিল/আছেন

সাগরেদের সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩৩)	শতকরা
১ জন	৩১	৭.২
২ জন	৪০২	৯২.৮

৩.৫.১.১৮. প্রশিক্ষণ প্রদানে ওস্তাদের দক্ষতা

৪৩৩ জন সাগরেদের ৯১.২% এর মতে ওস্তাদ খুবই দক্ষ ও ৮.৮% এর মতে মোটামুটি দক্ষ। কেউ বলেন নি ওস্তাদ অল্প দক্ষ বা দক্ষ নয়।

টেবিল ৩.৫.১৫: প্রশিক্ষণ প্রদানে ওস্তাদের দক্ষতা সম্পর্কে সাগরেদের মতামত

ওস্তাদের দক্ষতা	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩৩)	শতকরা
খুব দক্ষ	৩৯৫	৯১.২
মোটামুটি দক্ষ	৩৮	৮.৮

৩.৫.১.১৯. প্রশিক্ষণ প্রদানে ওস্তাদের আন্তরিকতা

৪৩৩ জন সাগরেদের ৯১.৭% এর মতে ওস্তাদ খুবই আন্তরিক ও ৮.৩% এর মতে মোটামুটি আন্তরিক। কেউ বলেন নি ওস্তাদ অল্প আন্তরিক বা আন্তরিক নয়।

টেবিল ৩.৫.১৬: প্রশিক্ষণ প্রদানে ওস্তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সাগরেদের মতামত

ওস্তাদের আন্তরিকতা	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩৩)	শতকরা
খুবই আন্তরিক	৩৯৬	৯১.৭
মোটামুটি আন্তরিক	৩৭	৮.৩

৩.৫.১.২০. অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সাগরেদরা প্রশিক্ষণ গ্রহণে কতটুকু আন্তরিক

৪৩৩ জন সাগরেদের মধ্যে ৮৪.৫% মনে করেন সাগরেদরা খুবই আন্তরিক, ১৫% মনে করেন তারা মোটামুটি আন্তরিক ও ০.৫% মনে করেন তারা অল্প আন্তরিক। কেউ বলেননি যে তারা মোটেও আন্তরিক নয়।

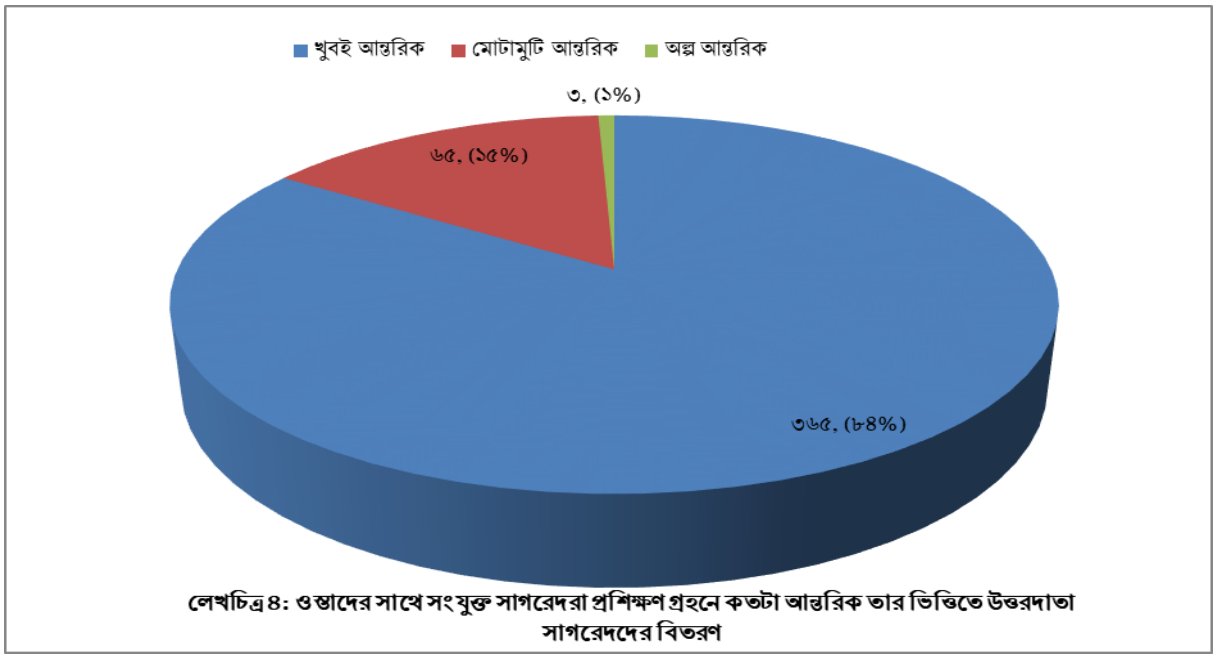

লেখচিত্র ৪: ওস্তাদের সাথে সংযুক্ত সাগরেদরা প্রশিক্ষণ গ্রহনে কতটা আন্তরিক তার ভিত্তিতে উত্তরদাতা সাগরেদদের বিতরণ

৩.৫.১.২২. ওস্তাদ-সাগরেদ প্রশিক্ষণে সাগরেদদের আন্তরিকতা বাড়ানোর উপায়সমূহ

মোট ৪৩৩ জন উত্তরদাতা সাগরেদ ওস্তাদ-সাগরেদ প্রশিক্ষণে সাগরেদদের আন্তরিকতা বাড়ানোর উপায়সমূহ বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ একাধিক উত্তর দিয়েছেন। ৪৩৩ জনের মধ্যে ৫৩.৩% এর উত্তর মোতাবেক স্থানীয় সমাজসেবা অফিস হতে বেশী বেশী মনিটরিং করা প্রয়োজন, ৪০.৮% উত্তর মোতাবেক ওস্তাদদের আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে, ২২% উত্তর মোতাবেক হাজিরা খাতা ব্যবহার করতে হবে ও ৯.৫% উত্তর মোতাবেক ঠিক মতো লগ বই ব্যবহার করতে হবে।

টেবিল ৩.৫.১৭: ওস্তাদ-সাগরেদ প্রশিক্ষণে সাগরেদদের আন্তরিকতা বাড়ানোর উপায়সমূহ

আন্তরিকতা বাড়ানোর উপায়সমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩৩)	শতকরা
ওস্তাদদের আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করা	১৩৭	৪০.৮
হাজিরা খাসাগরেদ তা ব্যবহার	৭৪	২২.০
ঠিক মতো লগ বই ব্যবহার করা	৩২	৯.৫
স্থানীয় সমাজসেবা অফিস হতে বেশী বেশী মনিটরিং করা	১৭৯	৫৩.৩
একা একা কাজ করার সুযোগ বাড়ানো	২৩	৬.৮

৩.৫.১.২৩. ওস্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জায়গাটির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন/স্বাস্থ্যকর অবস্থা

৪৩৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৭.৭%-এর মতে ওস্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জায়গাটির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন/স্বাস্থ্যকর ও মাত্র ২.৩% এর মতে এটি পরিচ্ছন্ন/স্বাস্থ্যকর নয়।

টেবিল ৩.৫.১৮: ওস্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জায়গাটির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন/স্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্পর্কে সাগরেদের মতামত

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩৩)	শতকরা
হ্যাঁ	৪২৩	৯৭.৭
না	১০	২.৩

৩.৫.১.২৪. ওস্তাদ হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগছে/লাগবে কিনা

৪৩৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৯.৫%-এর মতে ওস্তাদ হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগছে/লাগবে ও মাত্র ০.৫% এর মতে এটি কাজে লাগবে না।

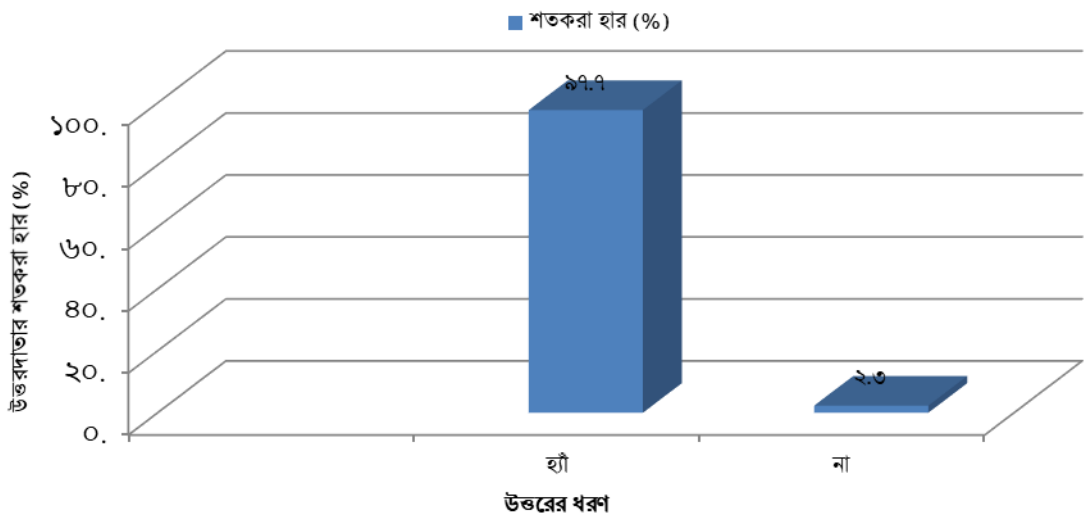

লেখচিত্র ৫: ওস্তাদ হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগছে/লাগবে কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতা সাগরেদদের বিতরণ

৩.৫.১.২৫. প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে পেশাগত কাজে সাগরেদদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে/বাড়বে কিনা

মোট ৪৩৩ জন সাগরেদ উত্তরদাতার ৯৯.৮% এর মতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে পেশাগত কাজে সাগরেদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে/বাড়বে এবং আত্র ১.২% মতে তা বাড়েনি/ বাড়বে না ।

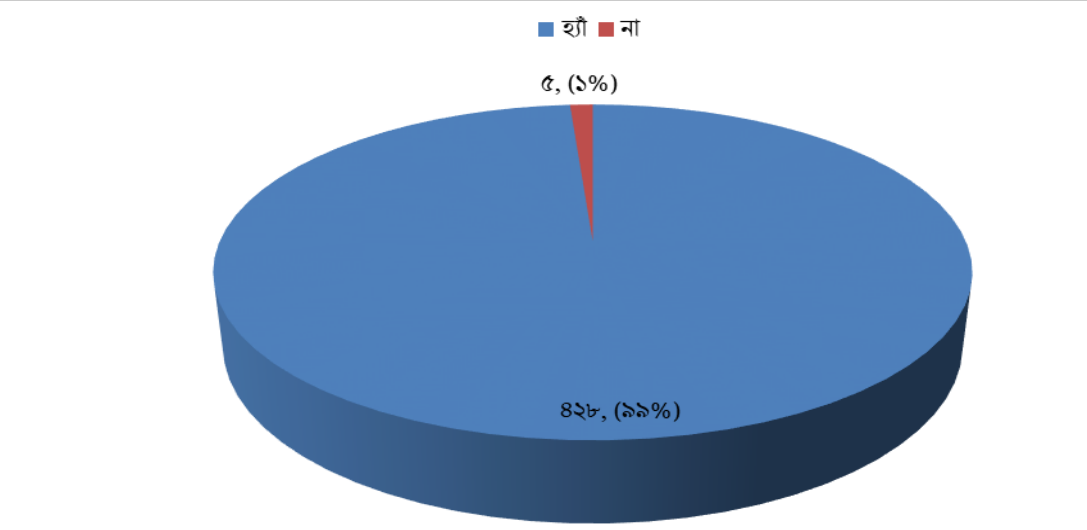

লেখচিত্র ৬: প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে পেশাগত কাজে সাগরেদদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে/বাড়বে কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ

৩.৫.১.২৬.আত্মবিশ্বাস বাড়ার ধরণ

৪২৭ জন উত্তরদাতা সাগরেদ যারা বলেছেন আত্মবিশ্বাস বেড়েছে/বাড়বে এদের ৫১.৮% বলেছেন তারা একা একা কাজ করতে পারি/পারব, ২৭.৬% বলেছেন তারা অন্যদের সহযোগিতা করতে পারেন/পারবেন এবং ২০.৬% বলেছেন তারা নিজেই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

টেবিল ৩.৫.১৯: আত্মবিশ্বাস বেড়ে থাকলে তার ধরণ সম্পর্কে সাগরেদের মতামত

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪২৭)	শতকরা
একা একা কাজ করতে পারি/পারব	২২১	৫১.৮
অন্য আরেকজনকে সহযোগিতা করতে পারি/পারব	১১৮	২৭.৬
নিজেই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারি/পারব	৮৮	২০.৬

৩.৫.১.২৭. ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে কিনা

মোট ৪৩৩ জন সাগরেদ উত্তরদাতার মধ্যে ৮৭.৭% জানান যে তাদের ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। বাকি ১৩.০% এর তা এখনো শেষ হয়নি।

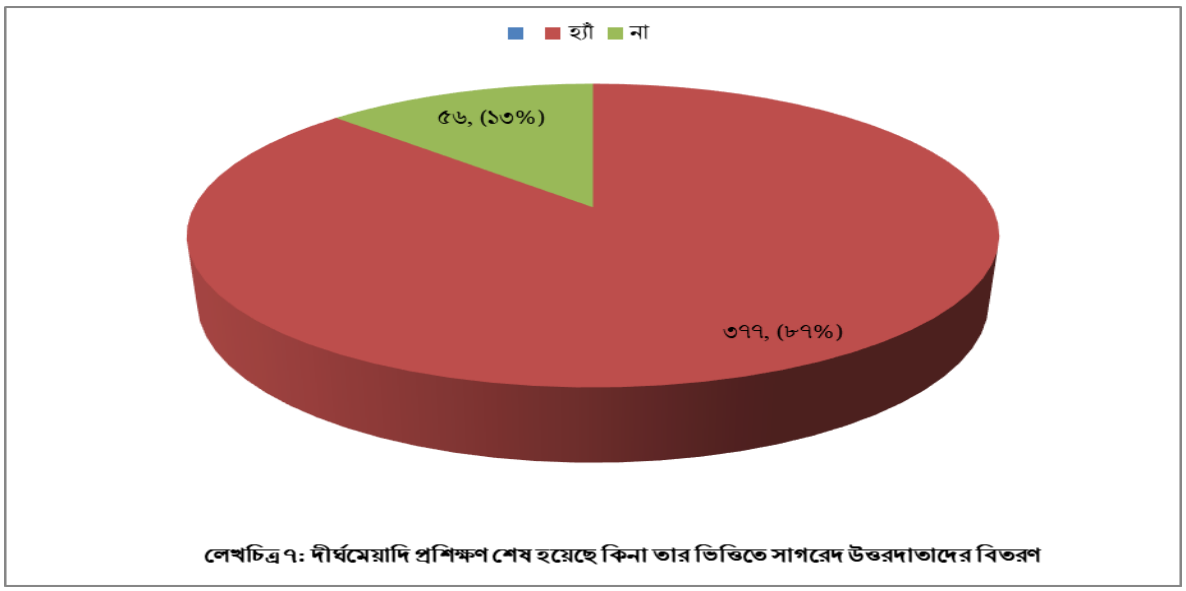

লেখচিত্র ৭: দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ

৩.৫.১.২৮. দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প হতে কোন প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছে কিনা

৪৩৩ জন উত্তরদাতার ৮৭% বলেছেন যে তারা প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন আর ১৩% বলেছেন যে তারা কোন প্রশিক্ষণ ভাতা পাননি। তবে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মতে, যাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ সময়কাল শেষ হয়েছে তারা প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন। আর যাদের প্রশিক্ষণ এখনো শেষ হয়নি তার এখনো প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ভাতা পাননি।

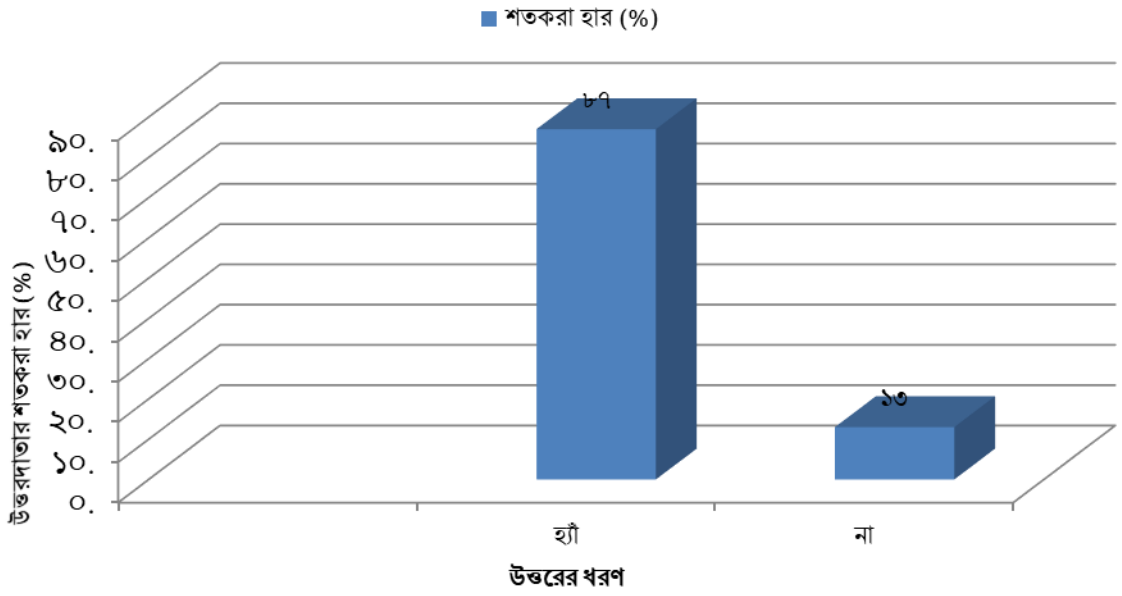

লেখচিত্র ৮: দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প হতে কোন প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ

৩.৫.১.২৯. ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ভাতা যতার্থ কিনা

৪৩৩ জন উত্তরদাআর ৬০% এর মতে, ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ভাতা যথেষ্ঠ নয়, ৪০% এর মতে তা যথেষ্ট বা যতার্থ।

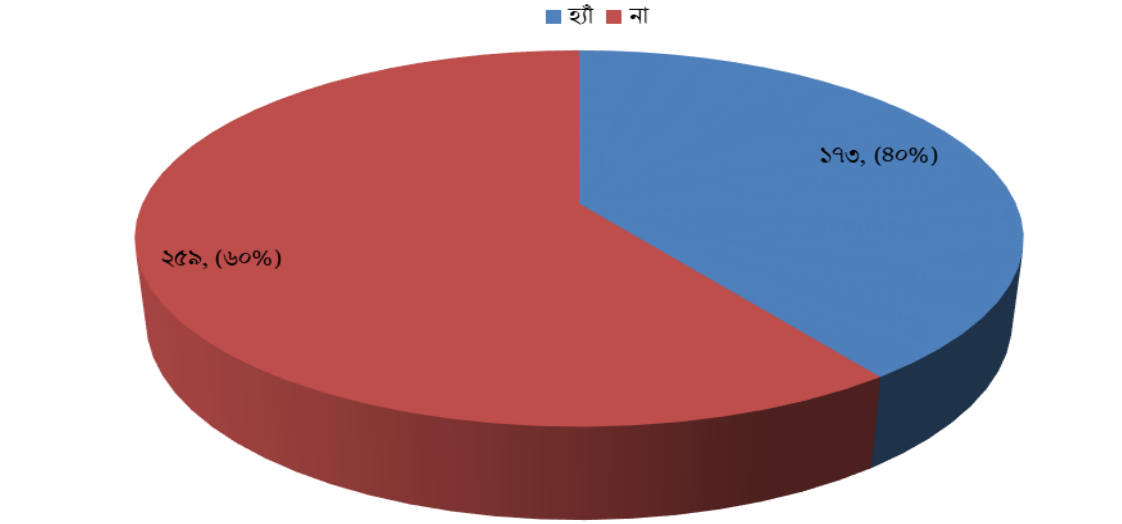

লেখচিত্র ৯: দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ভাতা যথেষ্ট কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ

৩.৫.১.৩০. ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদের সাথে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেছেন/করছেন কিনা

৩৭৭ জন উত্তরদাতার ৫৩.৩% জানান যে তারা ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদের সাথে/দোকানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেছেন, ২২.৬% শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেননি/করছেন না এবং ২৪.১% এর উত্তর পাওয়া যায় নি।

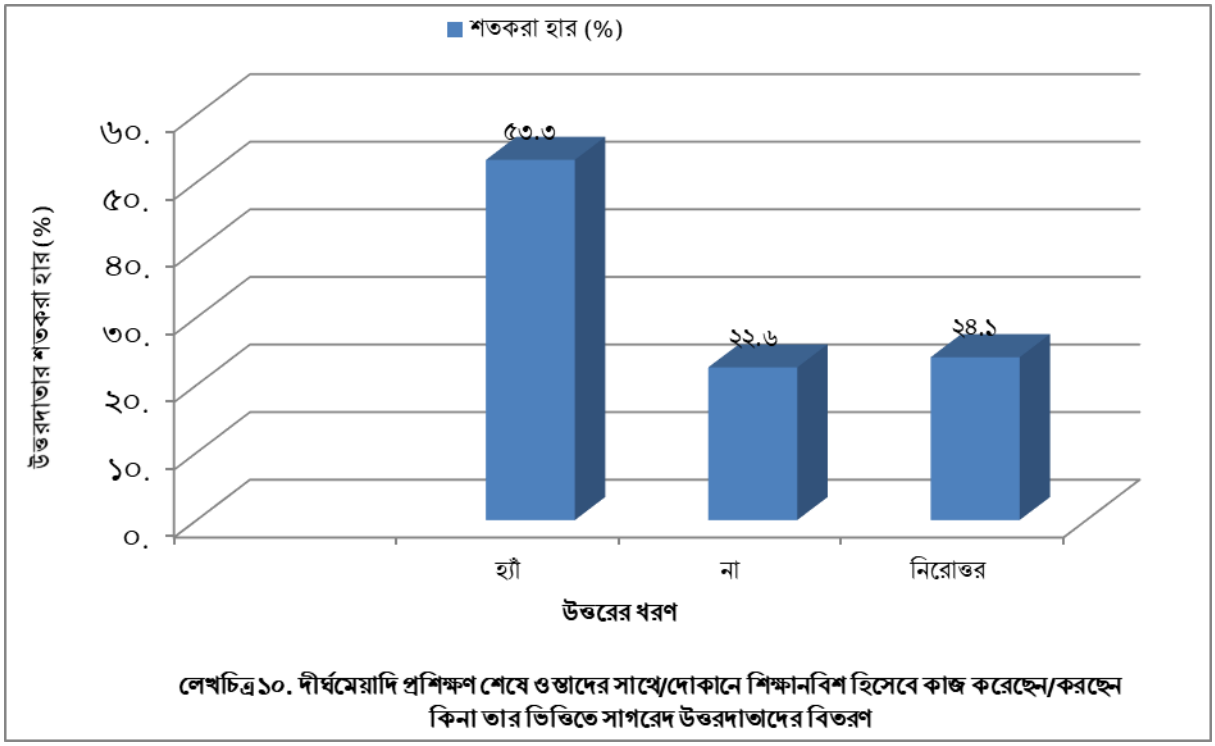

লেখচিত্র ১০. দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদের সাথে/দোকানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেছেন/করছেন কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ

৩.৫.১.৩১. ওস্তাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিক পেয়েছেন/পাচ্ছেন কিনা

২০১ জন উত্তরদাতা ওস্তাদ থেকে কোন পারিশ্রমিক পান কি না এর উত্তর দিয়েছেন। এদের ৮৫% সাগরেদ ওস্তাদ থেকে পারিশ্রমিক পান ও ১৫% পারিশ্রমিক পান না।

টেবিল ৩.৫.২০: যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে ওস্তাদের কারখানা/প্রতিষ্ঠান হতে কোন পারিশ্রমিক পেয়েছেন/পাচ্ছেন কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=২০১)	শতকরা
হ্যাঁ	১৭১	৮৫.০
না	৩০	১৫.০

৩.৫.১.৩২. ওস্তাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিক না পেলেও ওস্তাদের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণসমূহ

৫৪.২% উত্তরদাতা কম পারিশ্রমিকে ওস্তাদের সাথে সংযুক্ত আছেন ভবিষ্যতে ভাল করার আশায়, ৩২.৯% নিজে ব্যবসা করার আশায় ও ১১.৬% অনুদান প্রাপ্তির আশায়।

টেবিল ৩.৫.২১: পারিশ্রমিক না পেলেও ওস্তাদের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণসমূহ সম্পর্কে সাগরেদদের মতামত

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=২০১)	শতকরা হার
অনুদানের আশায়	২৬	১১.৬
পেশায় ভবিষ্যতে ভাল করার আশায়	১২২	৫৪.২
নিজে ব্যবসা করবেন আশায়	৭৪	৩২.৯

৩.৫.১.৩৩. প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ভাতা পেতে কোন সমস্যা

মোট ৩৭৭ জন উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ ভাতা পেতে সমস্যা হয়েছে কিনা তার কথা বলেছেন। এদের ৭৯% কোন সমস্যার সম্মুখীন হননি এবং ২১% সমস্যা হয়েছে বলে বলেছেন।

টেবিল ৩.৫.২২: প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ভাতা পেতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৩৭৭)	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৮	২০.৬
না	২৯৯	৭৯.৪

৩.৫.১.৩৪. প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ভাতা পেতে সমস্যার ধরণ

মোট ৭৮ জন উত্তরাদতা ভাতা পেতে কোন সমস্যার কথা বলেছেন। এর ৭৯.৫% এর মতে ভাতা পেতে দেরী হয় ও ২০.৫% এর মতে ভাতা পুরোটা পাওয়া যায়নি। মোটের ওপর (২১%এর ৮০%) ১৬% উত্তরদাতা অনুদান বিলম্বে পাওয়ার কথা বলেছেন। বিলম্বে প্রাপ্তির একটি কারণ হচ্ছে সকলের প্রশিক্ষণ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি এবং যেগুলি সম্প্রতি সম্পূর্ণ হয়েছে তাদের অনুদান দেয়া প্রক্রিয়াধীন আছে। অনুচ্ছেদ ৩.৫.৩.২ (ক) উপপরিচালক ও উপজেলা পর্যায়ের সমাজসেবা কর্মকর্তাদের মতামত থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পের অনুদান সাধারণত সঠিকভাবে ও যথাসময়ে বন্টন করা হয়। তবে প্রক্রিয়াগত কারণে বরাদ্দ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে বন্টনও কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্বিত হয়। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা জানান, প্রশিক্ষণ ভাতা হতে সাইনবোর্ড ও প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের মূল্য কর্তন করা হয়েছে এটাকে কেউ কেউ পুরোটা পাওয়া যায়নি বলে অভিহিত করেছেন।

টেবিল ৩.৫.২৩: প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ভাতা পেতে সমস্যার ধরণ সম্পর্কে সাগরেদদের মতামত

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৮)	শতকরা
প্রশিক্ষণ ভাতা পেতে দেরী হয়	৬২	৭৯.৫
প্রশিক্ষণ ভাতার পুরোটা পাওয়া যায়নি	১৬	২০.৫

৩.৫.১.৩৫. সাগরেদদের হাজিরা নেওয়ার কোন ব্যবস্থা

মোট ৪৩৩ জন সাগরেদ উত্তরদাতার ৪৮.৭% এর মতে সাগরেদদের হাজিরা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, বাকি ৫১.৩% এর মতে এই ব্যবস্থা নেই।

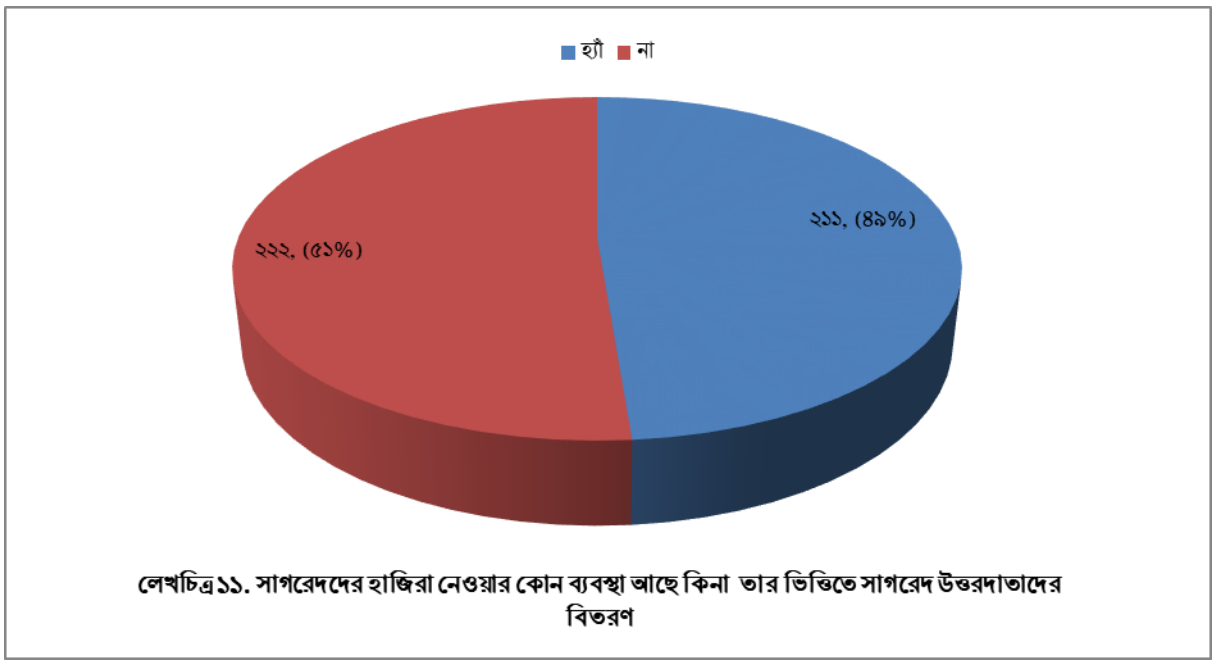

লেখচিত্র ১১. সাগরেদদের হাজিরা নেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা তার ভিত্তিতে সাগরেদ উত্তরদাতাদের বিতরণ

৩.৫.১.৩৬. সাগরেদদের হাজিরা নেওয়ার পদ্ধতি

২১১ জন উত্তরদাতার ৭৪.৯% বলেন যে হাজিরা খাতা দিয়ে উপস্থিতি যাচাই করা হয়, ৮.১% বলেন তা লগ বই মারফত ৯% যাচাই করা হয় এবং ১৭.১% কোন উত্তর দেন নি।

টেবিল ৩.৫.২৪: যেভাবে সাগরেদদের হাজিরা নেওয়া হয়েছে/হচ্ছে

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=২১১)	শতকরা
হাজিরা খাতা	১৫৮	৭৪.৯
লগ বই	১৭	৮.১
নিরোত্তর	৩৬	১৭.১

৩.৫.১.৩৭. ওস্তাদের হাজিরা নিশ্চিত করার পদ্ধতি

৪৩৩ জন উত্তরদাতার ৭৬.৪% এর মতে লগ বই-এর মাধ্যমে উপজেলা অফিসে ওস্তাদের হাজিরা নিশ্চিত করা হয় এবং ২৩.৪% কোন উত্তর দেন নি।

টেবিল ৩.৫.২৫: ওস্তাদের হাজিরা যেভাবে নিশ্চিত করা হয়

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪৩৩)	শতকরা
লগ বই-এর মাধ্যমে উপজেলা অফিসে	৩৩১	৭৬.৪
নিরোত্তর	১০২	২৩.৬

৩.৫.১.৩৮. মাঠ কর্মী নিয়মিত প্রশিক্ষণ কাজ পরিদর্শন করতে আসতেন/আসেন কিনা

৪৩৩ জন উত্তরদাতার ৯২.৬% এর মতে মাঠ কর্মী নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করতে আসেন ও ৭.৪% এর মতে মাঠ কর্মী নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করতে আসেন না।

টেবিল ৩.৫.২৬: মাঠ কর্মী নিয়মিত প্রশিক্ষণ কাজ পরিদর্শন করতে আসতেন/আসেন কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=২৭২)	শতকরা
হ্যাঁ	৪০১	৯২.৬
না	৩২	৭.৪

৩.৫.১.৩৯. মাঠ কর্মীরা কতদিন পর পর প্রশিক্ষণ কাজ পরিদর্শন করতে আসতেন/আসেন

৪০১ জন উত্তরদাতার ৫০.১% এর মতে মাঠ কর্মী সপ্তাহে ১ দিন, ১৬.৭% এর মতে সপ্তাহে ১ দিনের বেশি, ১৬.৫% এর মতে দুই সপ্তাহে ১ দিন, ৫.৫% এর মতে মাসে ১ দিন এবং ১.০% এর মতে মাঝে মধ্যে পরিদর্শন করতে আসেন।

টেবিল ৩.৫.২৭: মাঠ কর্মীরা সাধারণত: কতদিন পর পর প্রশিক্ষণ কাজ পরিদর্শন করতে আসতেন/আসেন

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৪০১)	শতকরা
সপ্তাহে ১দিন	২০১	৫০.১
সপ্তাহে ১দিনের বেশী	৬৭	১৬.৭
পনের দিন পর পর	৬৬	১৬.৫
মাসে ১ দিন	২২	৫.৫
মাঝে মধ্যে	৪	১.০

৩.৫.১.৪০. প্রশিক্ষণ শেষে কোন প্রকার সনদ পেয়েছেন/পাবেন কিনা

মোট ৭৬০ ওস্তাদ-সাগরেদের মধ্যে ৬৯.২% এখন পর্যন্ত কোন সনদ পাননি, আর বাকি ৩০.৯% এর মতে তারা সনদ পাবেন কিনা জানেন না।

টেবিল ৩.৫.২৮: প্রশিক্ষণ শেষে কোন প্রকার সনদ পাবে কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬০)	শতকরা
পায়নি	৫২৬	৬৯.২
জানি না	২৩৪	৩০.৯

৩.৫.১.৪১. সনদপত্র পেলে বাস্তব জীবনে কাজে লাগবে কিনা

মোট ৭৬৩ জন ওস্তাদ-সাগরেদ উত্তরদার মধ্যে ৭৩০ জন উত্তরদাতা সনদ প্রাপ্তির সুবিধা বর্ণনা করেছেন। এদের ৪০.৫% বলেহেন সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, ২০.৪% বলেছেন আত্ম-বিশ্বাস বাড়বে, ১৫.২% বলেছেন নিজ প্রতিষ্ঠান গড়া যাবে, ১০.৮% বলেছেন কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেতে কাজে লাগবে (দেশে), ৭% বলেছেন চাকুরী নিয়ে বিদেশ যেতে কাজে লাগবে এবং মাত্র ৬% বলেছেন ব্যাংক ঋণ পাওয়া যাবে। এতে বোঝা যায় যে, ব্যাংক ঋণ পাওয়া এদের আসল উদ্দেশ্য নয়।

টেবিল ৩.৫.২৯: সনদপত্র পেলে তা বাস্তব জীবনে যে ধরণের কাজে লাগবে

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৩০)	শতকরা
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে	২৯৬	৪০.৫
আত্ম-বিশ্বাস বাড়বে	১৪৯	২০.৪
কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেতে কাজে লাগবে	৭৯	১০.৮
চাকুরী নিয়ে বিদেশ যেতে কাজে লাগবে	৫১	৭.০
নিজ প্রতিষ্ঠান গড়া যাবে	১১১	১৫.২
ব্যাংক ঋণ পাওয়া যাবে	৪৪	৬.০

৩.৫.১.৪২. ওস্তাদ হিসেবে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির বছর

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোট ৩৩০ জন উত্তরদতা ওস্তাদের মধ্যে ৫৭% ২০১৯ সালে, ৩৬.৪% ২০১৮ সালে এবং মাত্র ৬.৭% ২০১৭ সালে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পের কাজ বিলম্বে শুরু হওয়ায় এদের অধিকাংশ ২০১৯ সালে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

টেবিল ৩.৫.৩০: যে সালে অত্র প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ওস্তাদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৩৩০)	শতকরা
২০১৭ সালে	২২	৬.৭
২০১৮ সালে	১২০	৩৬.৪
২০১৯ সালে	১৮৮	৫৭.০

৩.৫.১.৪৩. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তি

প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৩৩০ জন স্বল্প মেয়াদি (১ দিনের) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ ওস্তাদের ১০০% ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন। উল্লেখ্য যে সকল ওস্তাদই একই সাথে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

টেবিল ৩.৫.৩১: স্বল্প মেয়াদি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৩৩০)	শতকরা
হ্যাঁ	৩৩০	১০০.০
না	০	০.০

৩.৫.১.৪৪. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতার পর্যাপ্ততা

মোট ৩৩০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ ওস্তাদের ৭৪.২% মনে করেন প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ভাতা যথেষ্ট নয়। মাত্র ২৫.৮% মনে করেন তা যথেষ্ট।

টেবিল ৩.৫.৩২: প্রাপ্ত ভাতা যথেষ্ট বলে মনে করেন কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৩৩০)	শতকরা
হ্যাঁ	৮৫	২৫.৮
না	২৪৫	৭৪.২

৩.৫.১.৪৫. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ওস্তাদ প্রশিক্ষণ শেষে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক অনুদান পেয়েছেন কিনা

প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৩৩০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ ওস্তাদের ৫২.৭% মনে করেন ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রাপ্ত আর্থিক অনুদান ইতোমধ্যে পেয়েছেন। মাত্র ৪৭.৩% এখনো পাননি। আসলে সকলেই ইতোমধ্যে আর্থিক অনুদান পেয়েছেন এবং তা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তবে উত্তরদাতাদের বোঝার সমস্যার জন্য উত্তরে ভিন্নতা হয়েছে।

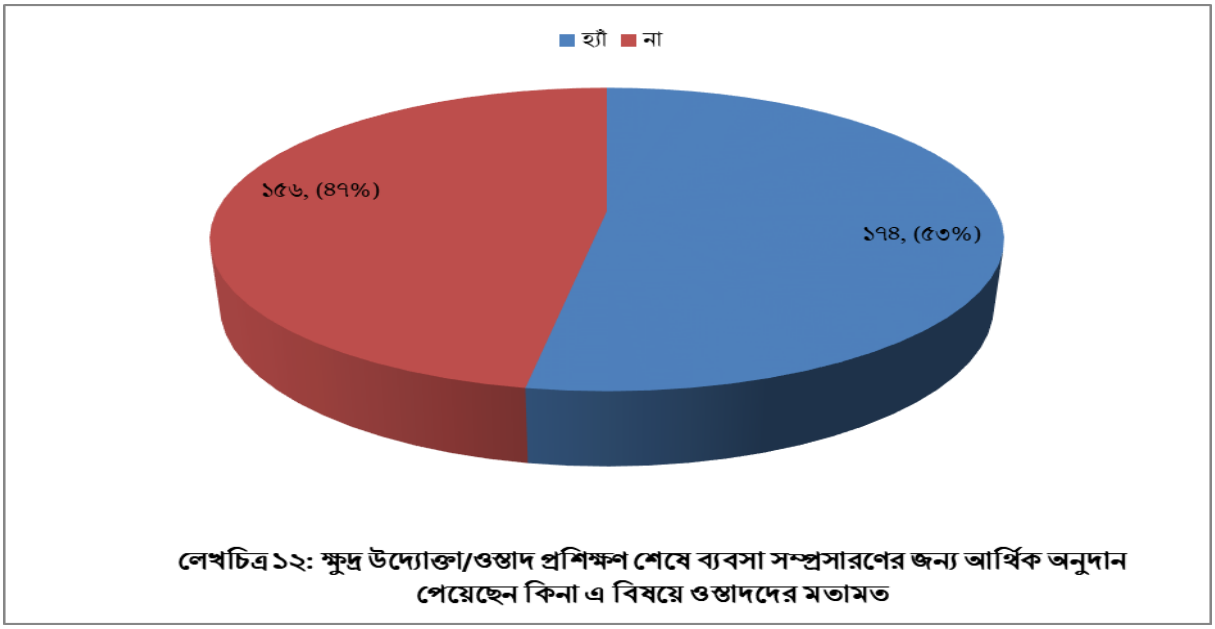

লেখচিত্র ১২: ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ওস্তাদ প্রশিক্ষণ শেষে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক অনুদান পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে ওস্তাদদের মতামত

৩.৫.১.৪৬. প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ

মোট ৩৩০ জন উত্তরদাতার সকলেই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ওস্তাদ ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা ব্যয় এর খাত উল্লেখ করেছেন। এদের ৩৬.৪% ব্যবসা সম্প্রসারণে, ১৭.৩% নতুন মালামাল ক্রয়ে, ৫.৫% নতুন মালামাল ক্রয়ে এবং ১.৮% প্রাথমিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি (first aid box) ক্রয়ে ব্যবহার করেছেন। তার অর্থ হলো সকলেই কাংখিত খাতে অনুদানের অর্থ ব্যয় করেছেন। অন্যদিকে ৩৯.১% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ওস্তাদ পারিবারিক ব্যয় মিটাতে অনুদানের অর্থ খরচ করেছেন।

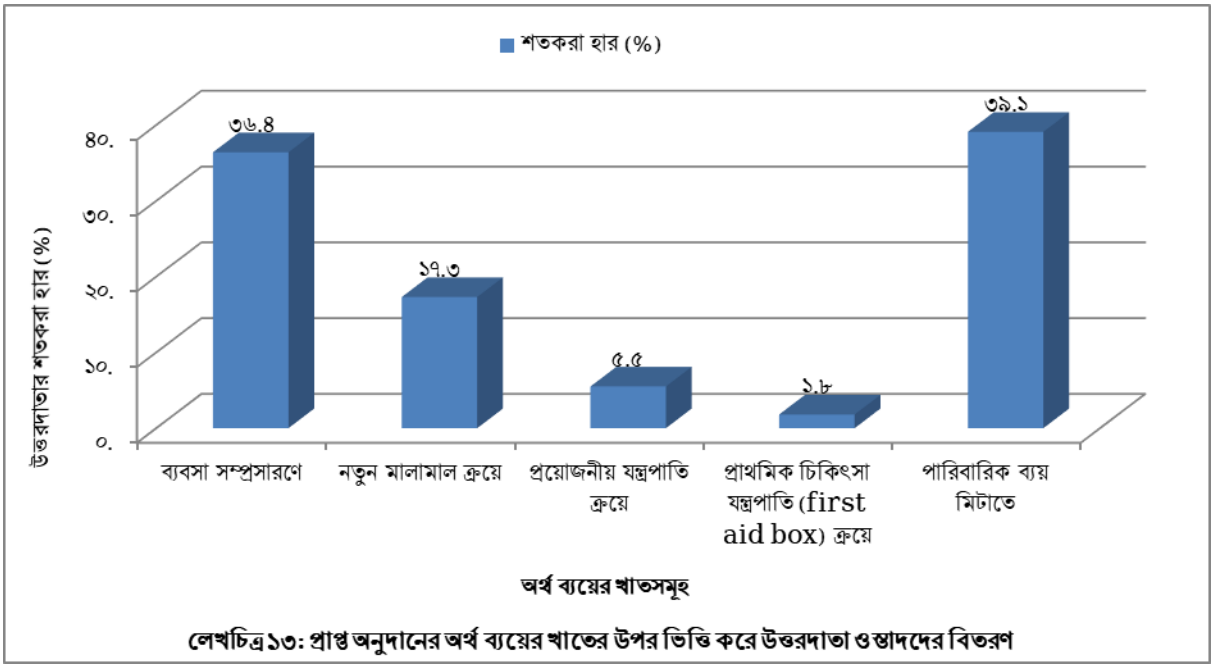

লেখচিত্র ১৩: প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ ব্যয়ের খাতের উপর ভিত্তি করে উত্তরদাতা ও স্তাদদের বিতরণ

৩.৫.১.৪৭. প্রাপ্ত আর্থিক অনুদানের পর্যাপ্ততা

মোট ১৫৬ জন উত্তরদাতা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা পর্যাপ্ত কি না এই মর্মে মন্তব্য করাছেন। এদের ৫৩% মনে করেন আর্থিক সুবিধা যথেষ্ট নয়, ৪৭% মনে করেন তা যথেষ্ট ।

টেবিল ৩.৫.৩৩: প্রাপ্ত অনুদানের টাকার পরিমাণ যথেষ্ট বলে মনে করেন কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা= ১৫৬)	শতকরা
হ্যাঁ	৭৩	৪৭.০
না	৮৩	৫৩.০

৩.৫.১.৪৮. ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অনুদানের অর্থ গুপে নিতে ইচ্ছুক কিনা

৩৩০ জন উত্তরদাতার ৬১.৮% গুপে ঋণ নিতে রাজি আছেন বাকি ৩৮.২% গুপে ঋণ নিতে রাজি নন। গুপে ৯০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ভালো ব্যবসা করা যাবে আশায় এই আগ্রহ।

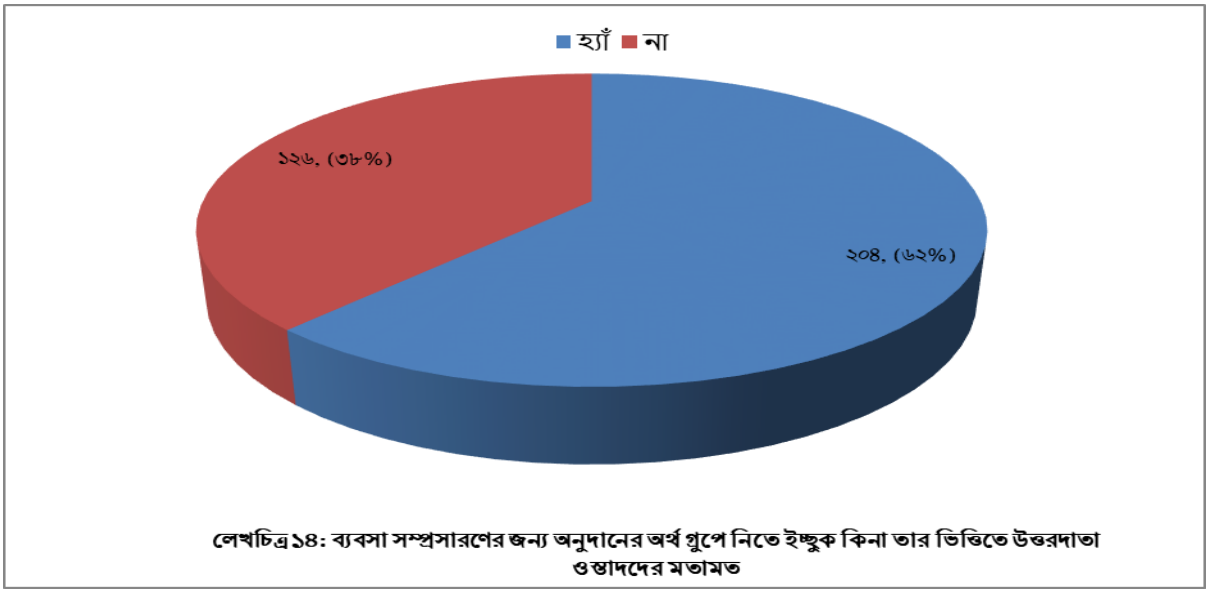

লেখচিত্র ১৪: ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অনুদানের অর্থ গুপে নিতে ইচ্ছুক কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতা ও স্তাদদের মতামত

৩.৫.১.৪৯. দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণে সাগরেদের আগ্রহ

মোট ৩৩০ জন ওস্তাদের ৭৩.৩% মনে করেন সাগরেদরা খুবই আগ্রহী, ২০% মনে করেন তারা মোটামোটি আগ্রহী, ৪.৮% মনে করেন তারা অল্প বিস্তর আগ্রহী এবং ১.৮% মনে করেন তারা মোটেও আগ্রহী নয়।

টেবিল ৩.৫.৩৪: দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণে সাগরেদের আগ্রহ সম্পর্কে ওস্তাদদের মতামত

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৩৩০)	শতকরা
খুবই আগ্রহী	২৪২	৭৩.৩
মোটামোটি আগ্রহী	৬৬	২০.০
অল্প বিস্তর আগ্রহী	১৬	৪.৮
মোটেও আগ্রহী নয়	৬	১.৮

৩.৫.১.৫০. দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে সাগরেদদের আগ্রহ কম হওয়ার কারণসমূহ

মোট ৮৫ জন ওস্তাদ তাদের সাথে সংযুক্ত সাগরেদদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে অনাগ্রহের কারণ বর্ণনা করেছেন। এদের ৮৫.৯% এর মতে বাজার মূল্যের তুলনায় প্রশিক্ষণ ভাতা কম, ৯.৪% এর মতে সাগরেদরা প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোর সাথে তাল মিলাতে পারে না ও ৪.৭% এর মতে সাগরেদরা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে পারে না। সাগরেদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মূখ্য বিবেচিত হয় নি।

টেবিল ৩.৫.৩৫: দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে সাগরেদদের আগ্রহ কম হওয়ার কারণসমূহ

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৮৮)	শতকরা
শ্রমের বাজার মূল্যের তুলনায় প্রশিক্ষণ ভাতা কম	৭৪	৮৫.৯
প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোর সাথে তাল মিলাতে না পারা	৯	৯.৪
প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে না পারা	৫	৪.৭

৩.৫.৫১. সমাজসেবা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদি (১-৩ দিনের) প্রশিক্ষণ সন্তুষ্টি

মোট ৩৩০ জন উত্তরদাতা ওস্তাদ সমাজসেবা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদি (১-৩ দিনের) প্রশিক্ষণ পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট, ১৬.১% মোটামোটি সন্তুষ্ট, ২.৭% অল্প বিস্তর সন্তুষ্ট এবং মাত্র ০.৩% মোটেই সন্তুষ্ট নন।

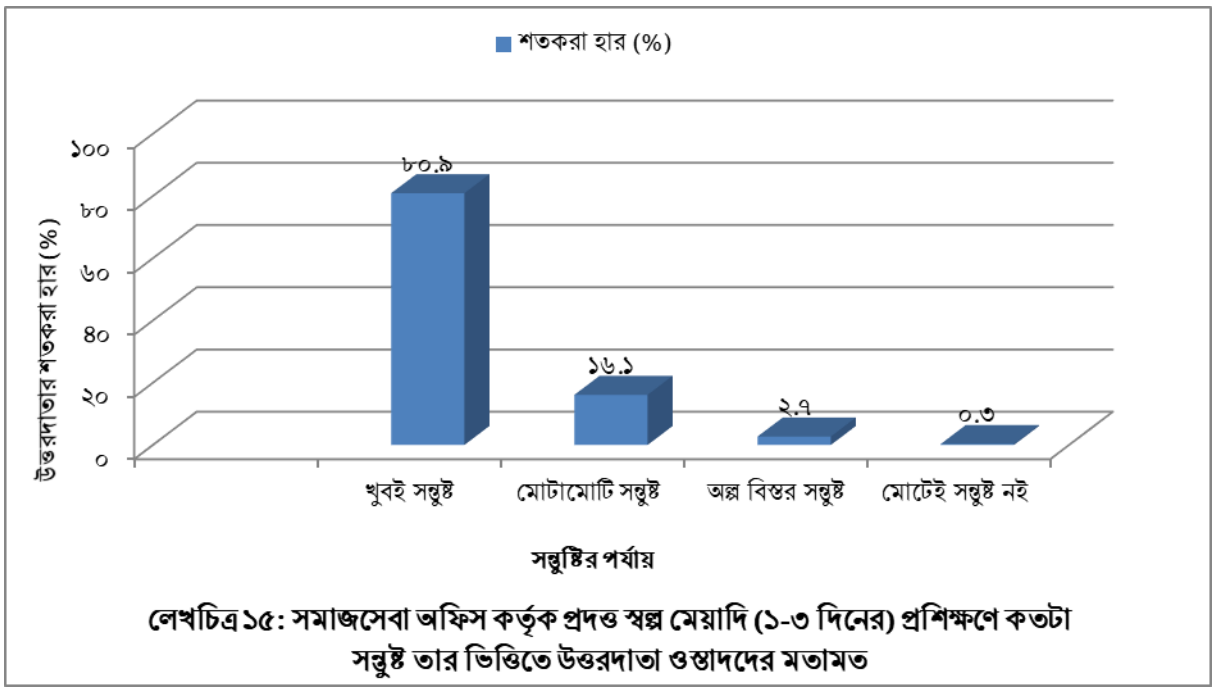

লেখচিত্র ১৫: সমাজসেবা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদি (১-৩ দিনের) প্রশিক্ষণে কতটা সন্তুষ্ট তার ভিত্তিতে উত্তরদাতা ওস্তাদদের মতামত

৩.৫.১.৫২. প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পেশাগত জীবনে উপকারে আসবে কিনা

মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার ৯৯.৭% প্রকল্পের প্রশিক্ষণ তাদের পেশাগত জীবনে উপকারে আসবে বলে জানান। মাত্র ২ জন (০.৩%) মনে করেন তা পেশাগত জীবনে কোন উপকারে আসবে না।

টেবিল ৩.৫.৩৬: প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পেশাগত জীবনে উপকারে আসবে কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
হ্যাঁ	৭৬০	৯৯.৭
না	৩	০.৩

৩.৫.১.৫৩. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পেশাগত জীবনে কতটা উপকারে আসবে

উপরের ৭৫৮ জন হ্যাঁ উত্তরদাতারা মনে করেন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ খুবই উপকারে আসবে এবং ৬.৬% মনে করেন তা মোটামুটি উপকারে আসবে।

টেবিল ৩.৫.৩৭: প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পেশাগত জীবনে কতটা উপকারে আসবে

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬০)	শতকরা
খুবই বেশী	৭০৮	৯৩.৩
মোটামুটি	৫১	৬.৬
অল্প	১	০.১

৩.৫.১.৫৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে/হবে কিনা

মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার ৯৯.২% মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে/হবে।

টেবিল ৩.৫.৩৮: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে/হবে কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
হ্যাঁ	৭৫৬	৯৯.২
না	৭	০.৮

৩.৫.১.৫৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কিনা

মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার ৯৭.৬% বলেছেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে এবং মাত্র ২.৪% বলেছেন আয় বৃদ্ধি পায় নি/পাবে না।

টেবিল ৩.৫.৩৯: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
হ্যাঁ	৭৪৪	৯৭.৬
না	১৯	২.৪

৩.৫.১.৫৬. পেশাগত কাজে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কিনা

মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার ৯৬.৬% মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পেশাগত কাজে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে আর মত্র ৩.৪% মনে করেন শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায় নি/পাবে না।

টেবিল ৩.৫.৪০: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পেশাগত কাজে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কিনা

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
হ্যাঁ	৭৩৬	৯ ৬.৬
না	২৭	৩.৪

৩.৫.১.৫৭. পেশাগত প্রশিক্ষণের বাজার চাহিদা

মোট ৭৬০ জন উত্তরদাতার ৮১.৬% মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পেশাগত কাজে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ১২.৫% মনে করেন চাহিদা একই রকম আছে এবং মাত্র ৬.৪% মনে করেন চাহিদা কমেছে।

টেবিল ৩.৫.৪১: পেশাগত প্রশিক্ষণের বাজার চাহিদা কেমন

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬০)	শতকরা
চাহিদা বেড়েছে	৬১৬	৮১.১
চাহিদা কমেছে	৪৯	৬.৪
চাহিদার কোন পরিবর্তন হয়নি	৯৫	১২.৫

৩.৫.১.৫৮. ওস্তাদ কর্তৃক সাগরেদদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কারণে ওস্তাদদের আয়ের পরিবর্তনে প্রভাব

মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার ৭৬.৭% মনে করেন ওস্তাদ কর্তৃক সাগরেদদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কারণে ওস্তাদদের আয় বেড়েছে, ১৬.৩% মনে করেন তা স্থির আছে এবং মাত্র ৭% মনে করেন তা কমেছে।

টেবিল ৩.৫.৪২: ওস্তাদ কর্তৃক সাগরেদদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কারণে ওস্তাদদের আয়ের যে পরিবর্তন হয়েছে

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬০)	শতকরা
আয় কমেছে	৫৩	৭.০
আয় বেড়েছে	৫৮৩	৭৬.৭
বাড়েওনি/কমেওনি	১২৪	১৬.৩

৩.৫.১.৫৯. প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে আগের তুলনায় কর্ম-পরিবেশ উন্নত হয়েছে কি না

মোট ৭৬৩ জন উত্তরদাতার ৯৭% মনে করেন প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে আগের তুলনায় কর্ম-পরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং মত্র ৩% মনে করেন তাদের কর্ম-পরিবেশ উন্নত হয় নি।

টেবিল ৩.৫.৪৩: প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে আগের তুলনায় কর্ম-পরিবেশ উন্নত হয়েছে কি না

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (নমুনা সংখ্যা=৭৬৩)	শতকরা
হ্যাঁ	৭৩৯	৯৭.০
না	২৪	৩.০

৩.৫.২. এফজিডি হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

ক) উপকারভোগীদের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

“বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের মধ্যবর্তী পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার অংশ হিসেবে ১০টি নমুনা জেলার ২০টি নমুনা উপজেলার মধ্যে ১০টি নমুনা উপজেলায় উপকারভোগীদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) সম্পন্ন করা হয়। এসকল এফজিডি হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। উপকারভোগীদের আয়ের উৎস: উপকারভোগীদের স্ব-স্ব পেশাই (যেমন: কামার, কুমার, নাপিত, জুতা মেরামতকারী/প্রস্তুতকারী, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী এবং কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী) তাদের আয়ের মূল উৎস। তবে কিছু কিছু উপকারভোগী তাদের নিজস্ব আদি পেশার পাশাপাশি মৌসুমি পেশা হিসেবে কৃষিকাজের সাথে জড়িত।

২। উপকারভোগীদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা: উপকারভোগীদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা যুগের সাথে তার মিলিয়ে তেমন ভাল না, তবে প্রকল্প সুবিধা পাওয়ার পর আগের থেকে মোটামুটি ভাল। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির আগে তাদের অনেকেই পরিবারের জন্য দিনে ৩ বেলা খাবারের যোগান দিতে পারতেন না। বর্তমানে তারা তাদের পরিবারের ৩ বেলা খাবার প্রায় নিশ্চিত করেছেন। এছাড়াও তারা তাদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবে পরিবারের সবার জন্য পোশাক ক্রয় করতে পারতেন না এমন কি অনেকে তাদের পরিবারের শিশুদের জন্যও পোশাক ক্রয় করতে পারতেন না। তবে বর্তমানে সকলেই অন্তত তাদের পরিবারের শিশুদের জন্য পোশাক ক্রয় করতে পারলেও পরিবারের সকলের জন্য অনেকেই এখনও পোশাক ক্রয় করতে পারেননা। অর্থাৎ তাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা মোটামুটি পর্যায়ে আছে।

চিত্র: উপকারভোগীদের সাথে এফজিডি, তাহেরপুর উপজেলা

৩। উপকারভোগীদের বাসস্থানের অবস্থা ও ধরণ: অধিকাংশ উপকারভোগী ভাড়া বাসায় বসবাস করেন, কিছু কিছু উপকারভোগীদের নিজস্ব বসতবাড়ী আছে এবং কেউ কেউ ঝুপড়ি ঘরেও বসবাস করেন। তবে যারা ভাড়া ও নিজস্ব বাসায় থাকেন, তাদের অধিকাংশের বাসা কাঁচা (মেঝে কাঁচা ও টিনের বেড়া ও ছাউনি), তবে কিছু কিছু উপকারভোগীর বাসা আধা-পাকা (মেঝে পাকা, দেওয়াল ইটের কিন্তু ছাউনি টিনের) বলে উপকারভোগীরা জানান।

৪। উপকারভোগীর প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি: উপকারভোগীরা সবাই জানান যে, তারা সবাই উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জরিপের মাধ্যমে প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন। তবে তারা প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের মাধ্যমে এবং তাদের মাধ্যমেই তারা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। অতঃপর তাদেরকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়। অধিকাংশ সদস্যগণ ২০১৮ সালে প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন, তবে কিছু কিছু সদস্য ২০১৭ সালে প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হন এবং ২০১৯ সালেও কিছু সদস্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হন।

৫। ওস্তাদ-সাগরেদের মধ্যে সম্পর্ক ও তাদের সংযুক্তি: এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীরা জানান যে, অধিকাংশ ওস্তাদ ও সাগরেদ এর মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। এর করণ হিসেবে তারা জানান যে, এই সকল আদি পেশায় নিযুক্ত পেশাজীবীরা তাদের বংশ-পরম্পরায় এই পেশায় আছেন। বর্তমানের ওস্তাদরা তাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এইসকল পেশা শিখেছেন এবং বর্তমানে তারা তাদের উত্তরসুরীদের এই পেশায় প্রশিক্ষিত করছেন। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বেশীরভাগ ওস্তাদ ও সাগরেদ এর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। এছাড়াও, এই সকল আদি পেশার লোকেরা যেহেতু এক জায়গায় বসবাস করেন ফলে তাদের মধ্যে প্রতিবেশীর সম্পর্কও বিদ্যমান।

প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য ওস্তাদ-সাগরেদ সংযুক্তি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে প্রায় সকল স্থানে ওস্তাদরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী সাগরেদ নিয়ে থাকেন।

৬। সাগরেদ হিসেবে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ: আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সবাই একমত পোষণ করেন যে, তারা ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। এই ৩ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে তারা আরও ৩ মাস ওস্তাদের সাথে সংযুক্তি হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন/নিচ্ছেন। তবে ওস্তাদরা প্রথমে ৩ দিনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং পরে ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন। পরবর্তীতে তারা সাগরেদদেরকে ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

৭। প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা: আলোচনায় উপস্থিত সবাই প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা অত্যন্ত ভাল বলে অভিমত প্রদান করেন। ওস্তাদরা জানান যে, ৩ দিনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছেন যে, কিভাবে তাদের ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান বড় করতে হবে, কিভাবে ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে, তাদের ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠানে আগত সুবিধাভোগীদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে, ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠানে রাখা ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে। এছাড়াও ১ দিনের ওরিয়েন্টেশনে তারা জানতে পারেন যে, কিভাবে সাগরেদদের সাথে ব্যবহার করতে হবে, লগ বই এর ব্যবহার, হাজিরা খাতার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে।

অপরদিকে সাগরেদরা জানান যে, তারা দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন/পাচ্ছেন যে, কিভাবে ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়, ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠানে আগত সুবিধাভোগীদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়, স্ব-স্ব পেশায় দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে।

৮। সাগরেদদের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মাসিক ভাতার পরিমাণ ও এর যৌক্তিকতা: সাগরেদরা ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ চলাকালে কোন মাসিক ভাতা পাননি। তবে এফজিডি-তে উপস্থিত সাগরেদদের মধ্যে যাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে তারা জানান যে, তারা প্রশিক্ষণ শেষে এককালীন হিসেবে ৫০০০ টাকা পেয়েছেন। তবে এই টাকার পরিমাণ তাদের জন্য যথেষ্ট নয় বলে তারা মতামত প্রদান করেন। তারা জানান যে, এই টাকার পরিমাণ ৫০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হলে তাদের জন্য ভাল হবে।

দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রাপ্ত ভাতা পেতে তাদের তেমন কোন সমস্যা হয় নি বলে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্ত সাগরেদরা জানান। তাদের কেউ কেউ জানান যে, এই প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় বিলম্ব করেছিল।

৯। ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে সাগরেদের সংযুক্তি, সংযুক্তিকালীন পারিশ্রমিক প্রাপ্তি ও এর যৌক্তিকতা: তিন (৩) মাসের প্রশিক্ষণ শেষে সাগরেদরা ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে আরও ৩ মাস সংযুক্ত থাকেন এবং এই সময় ওস্তাদ সাগরেদদেরকে দৈনিক ২০০-৩০০ টাকা হারে ৩ মাসের প্রশিক্ষণ পরবর্তী সংযুক্তিকালীন পারিশ্রমিক প্রদান করেন। সংযুক্তিকালীন পারিশ্রমিক প্রাপ্ত সাগরেদগণ জানান যে, এই পারিশ্রমিক বর্তমান বাজার দর সাপেক্ষে যথেষ্ট নয়। তাদের মতে, এই পারিশ্রমিক দৈনিক ৪০০-৫০০ টাকা হলে ভাল হতো। তবে এই সকল সাগরেদদের মধ্যে কেউ কেউ ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকেন, যাতে তাদের স্ব-স্ব পেশায় দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পায়।

১০। প্রকল্প হতে সাগরেদদের অনুদান প্রাপ্তিতে সমস্যা ও তার সমাধান: তিন (৩) মাসের দীর্ঘমেয়াদি ও পরবর্তী ৩ মাসের ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তির প্রশিক্ষণ শেষে সাগরেদগণ পেশার মান উন্নয়নে আঠার হাজার (১৮০০০) টাকা করে প্রকল্প হতে এককালিন নগদ অর্থ সহায়তা পেয়ে থাকেন। এফজিডি-তে উপস্থিত সাগরেদগণ আরও জানান যে, এই অনুদানের টাকা পেতে তাদের কোন সমস্যা হয়নি। তবে কোন কোন এলাকায় সাগরেদগণকে প্রকল্প অফিস থেকে এই অনুদানের টাকা দিতে দেরী হচ্ছে বলে জানান। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তাদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ শেষ না হওয়ার কারণে তারা অনুদানের অর্থ এখনো পাননি।

১১। তিন (৩) দিনের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তি ও এর কার্যকারিতা: তিন (৩) দিনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে ওস্তাদরা দৈনিক ৪০০ টাকা হারে মোট ১২০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন, যা বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বলে উপস্থিত সকল ওস্তাদরা জানান। তাদের মতে এই ভাতার পরিমাণ দৈনিক ৫০০-৬০০ টাকা হারে মোট ১৫০০-১৮০০ টাকা হলে ভাল হতো।

১২। তিন (৩) দিনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও এর কার্যকারিতা: ওস্তাদরা তিন (৩) দিনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে পেয়ে থাকেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওস্তাদরা ব্যবস্যা পরিচালনা, ব্যবস্যার পরিধি বাড়ানো, সমাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে থাকেন। এজন্য তারা সকলেই এই ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

১৩। তিন (৩) দিনের প্রশিক্ষণ শেষে অনুদান প্রাপ্তি ও এর কার্যকারিতা: তিন (৩) দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদরা ১৮০০০ টাকা এককালীন অনুদান পেয়ে থাকেন প্রকল্প অফিস হতে। প্রাপ্ত অনুদানের টাকা দিয়ে তারা তাদের ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ, ব্যবস্যার কাঁচামাল ক্রয় এবং কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছেন। তবে উপস্থিত ওস্তাদদের কেউ কেউ এই অর্থ কৃষিকাজে, পরিবারের ব্যয়ভার বহনে, সন্তানদের লেখাপড়ার খরচে ব্যয় করেছেন। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ এখনো অনুদানের অর্থ পাননি। প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ শেষ না হওয়ার কারণে তারা অনুদানের অর্থ এখনো পাননি।

১৪। প্রকল্প হতে অনুদান পেতে সমস্যা ও তার সমাধান: আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সকলেই একমত পোষণ করেন যে, প্রকল্প হতে অনুদান পেতে তাদের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

১৫। পেশাগত জীবনে প্রশিক্ষণের প্রভাব: এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারী সকলেই মনে করেন যে, প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ তাদের পেশাগত জীবনে অনেক উপকারে আসবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা তাদের ব্যবস্যা সম্প্রসারণের পাশাপাশি তাদের নিজেদের জীবনের মান উন্নয়ন করতে পারছেন।

১৬। প্রশিক্ষণের প্রভাব: এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারী সকলেই মনে করেন যে, প্রশিক্ষণের ফলে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের পেশাগত কজে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের পেশায় শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে বিশেষ করে নাপিত, কামার, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রভৃতি পেশায় শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে এবং তাদের স্ব-স্ব পেশায় মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭। উপকারভোগীদের মন্দ-অভ্যাস ও তার প্রতিকার: আলোচনায় উপস্থিত উপকারভোগীদের মধ্যে কারও কারও মদ পানের অভ্যাস আছে, যদিও বর্তমানে তারা মাঝেমধ্যে মদ পান করে থাকেন। তবে তাদের কারও ইয়াবা জাতীয় মাদকাসক্তি নেই তবে কেউ কেউ তাস খেলে। তারা সকলেই মনে করেন যে, প্রশিক্ষণের ফলে তারা আরও সচেতন হয়েছেন এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ফলে তাদের মধ্যে এই সকল কু-অভ্যাস ত্যাগ করতে পেরেছেন।

১৮। উপকারভোগীদের পরামর্শ বা মতামত

- **প্রশিক্ষণের সময় ও আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি:** প্রশিক্ষণের সময় বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ৩দিনের পরিবর্তে আরো দীর্ঘ-মেয়াদি যেমন কমপক্ষে ১ থেকে ৩ মাস এবং আর্থিক বরাদ্দ বাড়ালে প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক বেশী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে যা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে;
- **উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা:** প্রকল্পের মাধ্যমে কোন পাইকারি বাজারে উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হলে উপকারভোগীদের মাধ্যমে আরো অধিক পরিমানে পণ্য উৎপাদনের সুযোগ তৈরী হবে-বিশেষ করে কুমার, কাঁসা-পিতল ও বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারীদের জন্য এ সুবিধা অত্যন্ত প্রয়োজন;
- **অন্য পেশার অন্তর্ভুক্তি:** আরও কিছু আদি প্রান্তিক পেশা যেমন: মেথর, জেলে প্রভৃতি অত্র প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
- **মরিটরিং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:** ওস্তাদ-সাগরেদ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো কার্যকরি করার জন্য প্রকল্প অফিসের পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন মরিটরিং ব্যবস্থাপনা আরো জোরদার ও উন্নত করা যেতে পারে;
- **মাঠ পর্যায়ের জনবল বৃদ্ধি করা:** প্রকল্প কার্যক্রম আরও ভালোভাবে পরিচালনার জন্য আরো অধিক সংখ্যক মাঠ-কর্মকর্তা/কর্মী নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

১৯। কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

১। প্রকল্পের জরিপে অন্তর্ভুক্তি: ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশীরভাগই প্রকল্পের জরিপে অন্তর্ভুক্ত হন নি; কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা জানান যে, তারা প্রকল্পের জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তবে তারা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন নি। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য তারা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কিছু অজানা কারণ, প্রকল্প কার্যক্রম সীমিত সংখ্যক উপকারভোগীদের নিয়ে চলমান আছে, প্রকল্পের সংবাদ তাদের কাছে সময়মত না পৌঁছানো প্রভৃতি কারণে তাদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়া হয়নি।

২। উত্তরদাতাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা: উত্তরদাতাদের সকলেই জানান যে, তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন, যদিও তাদের আর্থিক অবস্থা খুব বেশী স্বচ্ছল নয়। তাদের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসবে (যেমন: ঈদ, পুজা প্রভৃতি) তারা পরিবারের শিশুদের জন্য পোষাক ক্রয় করেন বলে সকলেই একমত পোষণ করেন। তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ উত্তরদাতা জানান যে, তারা বাসার মহিলাদের জন্য উৎসবে পোষাকের বন্দোবস্ত করতে পারেন না, তবে কেউ কেউ পরিবারের সকলের জন্য পোষাক ক্রয় করে থাকেন।

৩। উত্তরদাতাদের বাসস্থানের অবস্থা: এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের নিজস্ব বসতবাড়ী আছে, তবে কেউ কেউ ভাড়া বাসায়ও বসবাস করেন। বেশীরভাগ উত্তরদাতার বসতবাড়ী কাঁচা ও ঝুপড়ি ঘর, কেউ কেউ আধা-পাকা, টিনের দো-চালা বাসায় বসবাস করেন।

৪। উত্তরদাতার প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা: প্রকল্প সম্পর্কে উত্তরদাতাদের বেশীরভাগেরই ধারণা আছে যে, প্রকল্পটি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে পরিচালিত হয়, প্রকল্পের মাধ্যমে স্ব-স্ব পেশার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকল্প হতে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। এই অনুদানের অর্থ তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে।

৫। উত্তরদাতাদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির চাহিদা: আলোচনায় উপস্থিত সকলেই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে চান। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির ফলে তারা প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ পাবেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে এককালীন অনুদানও পাবেন। এই অনুদানের টাকা তাদের ব্যবসায়িক কাজে ব্যয় করবেন যাতে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

৬। প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের সাথে তুলনা: এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের চেয়ে খারাপ। এর মূল কারণ হলো: সুবিধাভোগীরা প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন যা তাদের ব্যবস্যা পরিচালনা ও তাদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নতিতে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও সুবিধাভোগীরা তাদের নিজস্ব ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প হতে সহায়তা হিসেবে এককালীন আর্থিক অনুদান পাচ্ছেন। আর এসকল সুযোগ-সুবিধা হতে দুরে থেকে কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতারা তাদের বর্তমান পেশা তেমন লাভজনকভাবে পরিচালনা করতে পারছেন না।

৩.৫.৩. মূখ্য আলোচকদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

৩.৫.৩.১ প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

ক) প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক কার্যক্রম

- **প্রান্তিক এলাকা নির্বাচন পদ্ধতি:** প্রকল্পে অধীন জেলা, জেলা থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন তথা প্রান্তিক এলাকা নির্বাচনে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো: প্রশাসানিক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প দলিল প্রস্তুত এবং তা পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। তারই প্রেক্ষিতে প্রকল্প দলিল অনুযায়ী জেলা, জেলা থেকে উপজেলা, উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে এবং উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সকল পৌরসভা ও ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে।

- **জরিপে প্রাপ্ত ট্রেডসমূহ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা:** প্রকল্প এলাকায় কামার, কুমার, নাপিত, মুচি, বাশঁ-বেত পণ্যপ্রস্তুতকারী ও কাসাঁ-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী ট্রেড পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও নকশিকাঁথা, লোকজযন্ত্র, লোকজ শিল্পী, শিতলপাটি, শতরঞ্জি, গম্ভিরা, ভাটিয়ালীগান, একতারা ও দোতারা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকারী ইত্যাদি। বর্তমানে দেশের ১০১টি উপজেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত ১৭২২৩ জন, প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী ইউনিয়ন এবং উপজেলা কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে।

- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ, প্রতিবন্ধকতা ও দূরীকরণের উপায়সমূহ:** প্রকল্প দলিল ও বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ৩ দিনব্যাপি সফট স্কিলস প্রশিক্ষণ, ৩ হতে ৬ মাস মেয়াদি এপ্রেন্টিসশিপ প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ১৮০০০ টাকা করে পুঁজি হিসেবে অনুদান (নগদ) প্রদান করা হচ্ছে। বর্ণিত পেশাজীবীগণ অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে অধিকাংশই অশিক্ষিত কাজেই তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী পুঁজি হিসেবে নগদ অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা তাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধিসহ তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব পেশাজীবীদের আরো অধিকতর উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তবে এসব পেশাজীবীদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন।

- **সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুপারিশের প্রয়োজনীয়তা, সমস্যা ও দূরীকরণ:** সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন কোন উপজেলায় ইউনিয়ন কমিটি এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এজন্য উপজেলা কমিটিকে স্থানীয় প্রভাবশালীরা চাপ প্রয়োগ করেছেন। যার ফলে সময়ের কাজ সময়ে প্রভাবমুক্ত হয়ে করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে সফটওয়ার কেন্দ্রিক বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ইউনিয়ন কমিটির প্রয়োজন হবে না এবং এ ধরণের সমস্যার সমাধানে ইউনিয় কমিটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

- **প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ ব্যবহারের খাত ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি:** অনুদান প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ তাঁদের পেশার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ডেকোরেশন, ব্যবসা সম্প্রসারণে ব্যয় করছেন। কিছু অর্থ ব্যাংক হিসেবে জমা রেখে প্রতিমাসে সঞ্চয় জমা দিচ্ছেন যার মাধ্যমে ব্যবসার পুঁজি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

- **প্রকল্পের আর্থিক সুবিধার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন:** সুবিধাভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ব্যবসার উন্নয়নসহ সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে স্ব-পেশা মানোন্নয়ন করার মতো নূন্যতম উপকরণ কেনার সামর্থ্য না থাকায় দিনের পর দিন ব্যবসায় ঘাটতি হতে থাকে বর্তমানে প্রাপ্ত পুঁজির মাধ্যমে তারা তাদের পেশার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করে ব্যবসার সম্প্রসারণসহ পরিবারের ভরণপোষণের পাশাপাশি সঞ্চয় করতে শুরু করেছেন।

খ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

- **মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং পদ্ধতি:** মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং-এর দায়িত্ব উপজেলায় উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, জেলায় উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্প পরিচালক এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণ পালন করেন। সকল পর্যায়ে সঠিকভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে এবং প্রকল্প কার্যালয় হতে মনিটরিং রিপোর্ট বিশ্লেষণ করা হয়। সেইসাথে প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি করে আগামীতে অধিকমাত্রায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বর্ণিত পেশাসমূহে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগিয়ে পেশার উৎকর্ষতা সৃজনে পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সফটওয়ারকেন্দ্রিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- **মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের মাধ্যমে অনুদানকৃত অর্থে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আদি পেশার সম্প্রসারণ ও ব্যবস্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব:** মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের মাধ্যমে অনুদানকৃত অর্থে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আদি পেশার সম্প্রসারণ ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব স্বপেশার প্রশিক্ষণ ও অনুদান প্রাপ্তদের নিজের। আদি পেশার সম্প্রসারণ ও ব্যবস্যা নিয়ন্ত্রণে কোন ধরণের অসুবিধার কথা এখনো জানা যায়নি।

- **প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান বাঁধা এবং তা সমাধানের উপায়**
  - সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য সেবাগ্রহীতা নির্বাচন;
  - সেবা গ্রহীতাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব;
  - মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট জনবলের ঘাটতি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ দিতে না পারা;
  - মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রমের বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন ও সম্মানীর ব্যবস্থা না থাকা; বাঁধাসমূহ দূরীকরণে সফটওয়ার নির্মাণ চলমান। যার বাস্তবায়ন শুরু হলে প্রায় ৭০% বাঁধাসমূহ দূরীভুত হবে। অপরাপর ৩০% সমস্যা সমাধানে আগামীতে প্রকল্প সংশোধন অথবা দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

- **প্রকল্প কার্যক্রমের তথ্যাদি উপস্থাপন ও প্রদর্শনের জন্য ডিজিটালাইলেশন কার্যক্রম ও এর সুবিধাসমূহ:** প্রকল্প কার্যক্রমের তথ্যাদি উপস্থাপন ও প্রদর্শনের জন্য প্রকল্পের আওতায় সফটওয়ার নির্মাণ শেষ পর্যায়ে। যে সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রকল্পের নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়:

  ১. অনলাইন জরিপ সংক্রান্ত তথ্য (পেশা, লিঙ্গ, বয়স, দারিদ্র্যের মাত্রা নিরূপণ), উপজেলা, জেলা, বিভাগ ওয়ারীসহ ২৩টি ফিল্ডে তথ্য সংগ্রহ করে দেশব্যাপী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ডাটাবেজ প্রস্তুত সম্ভব হবে;

  ২. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রস্তুত হবে;

  ৩. অনুদান সংক্রান্ত তথ্য প্রস্তুত হবে;

  ৪. বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত;

  ৫. সফটওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে আগামীতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে, যা আরডিপিপি সংশোধন করে অর্থ বরাদ্দ করা হলে এটি বাস্তবায়ন করা যাবে।

- **প্রকল্পের আওতাধীন প্রান্তিক জনগনকে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবেলা করার উপায়:** প্রকল্পের আওতাধীন প্রান্তিক জনগনকে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে মূল চ্যালেঞ্জ হলো সুবিধাভোগীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, পেশার মানোন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অনাগ্রহ ও সময়ের বিবর্তনে নতুন পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাইয়ে চলার মানসিকতা না থাকা। তাদেরকে নিয়মিত কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

- **প্রকল্পের আওতাধীন পেশাগুলোর আধুনিকায়ন করার উপায়:** প্রতিটি উপজেলায় ট্রেড ভিত্তিক আধুনিক মডেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে সকল আধুনিক উপকরণ সরবরাহ করা এবং কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে পেশার আধুনিকায়ন করা সম্ভব হবে।

- **প্রকল্পের আওতাধীন পেশাগুলোর মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী পেশা এবং তার কারণ:** প্রকল্পের আওতাধীন পেশাগুলোর মধ্যে নাপিত পেশার প্রশিক্ষণ সবচেয়ে কার্যকরী। এ পেশার প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ আছে। সকল উপজেলায় এ পেশার লোক থাকায় প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষনার্থী পাওয়া খুব সহজ হচ্ছে।

গ) প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়

- **প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যা:** প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার আর্থিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন সমস্যা এখনো পরিলক্ষিত হয়নি।

- **প্রকল্পের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সম্পন্ন করা:** প্রকল্পের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা এ পর্যন্ত (এপ্রিল ২০২০) শতকরা ৭০ ভাগ অর্জিত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া বরাদ্দকৃত তহবিল এ পর্যন্ত শতকরা ৭০ ভাগ (৭০%) ব্যবহার করা হয়েছে; নির্ধারিত সময়ে সকল অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

- **প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো এই প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে ও অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য পরামর্শ:**

১. প্রশিক্ষণের পর অনুদান প্রাপ্ত সকল পেশাজীবীর প্রতিষ্ঠান/দোকান/ব্যবসাকেন্দ্র গুগল ম্যাপিং এর আওতায় আনায়ন;
২. উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩. নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃজন;
৪. উন্নত দেশের আদলে সরকারি পর্যায়ে ওস্তাদ-সাগরেদ (এপ্রিন্টিসশিপ) প্রশিক্ষণের নবসূচনা;
৫. উপজেলা পর্যায়ে পেশাভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃস্টির মাধ্যমে সঞ্চয় করার মানসিকতা তৈরী;
৬. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি;
৭. নারীর ক্ষমতায়ন ও আদি পেশার গুরুত্ব বৃদ্ধি;
৮. সকল প্রকার ব্যয়ে স্বচ্ছতা-জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণ;
৯. বিএমইটি কর্তৃক সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩.৫.৩.২. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

ক) উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার বক্তব্য

১। প্রকল্পের অংগভিত্তিক কার্যক্রম: আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্পের অংগভিত্তিক কার্যক্রমসমূহ হলো ৩ দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, ৩ মাসের দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ, অনুদান প্রদান প্রভৃতি। অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কেউ কেউ আরও জানান যে, এই প্রকল্পের সাথে আরও নতুন কিছু আদি পেশা (কাঠমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি, নকশি কাঁথা প্রভৃতি) সংযুক্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে প্রান্তিক মেলার আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে আদি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ ক্রয়-বিক্রয় করা যেতে পারে। এছাড়াও সুবিধাভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন।

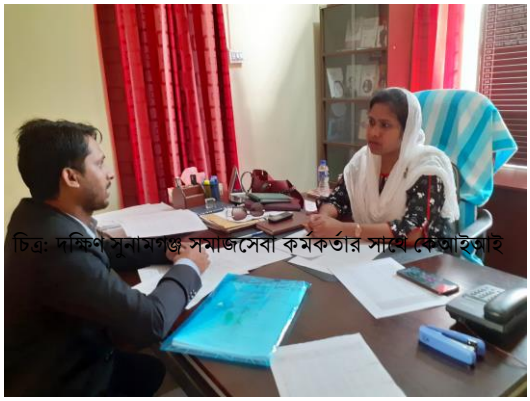
চিত্র: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তার সাথে কেআইআই

২। প্রকল্প এলাকা ও সুবিধাভোগী নির্বাচন: পেশার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিপিপি এর নির্দেশাবলীও অনুসরণ করা হয়েছে বলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ জানান। তারা আরও জানান যে, প্রকল্প এলাকায় হতদরিদ্র্য, কর্মঠ ও উদ্যোমী আদি পেশাজীবীদেরকে প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা বয়স ও দারিদ্র্যসীমাকে নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

৩। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে উপকারভোগী বাছাই কমিটি: আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ এর মধ্যে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা মনে করেন যে, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে উপকারভোগী বাছাই কমিটি গঠন প্রক্রিয়া যথাযথ আছে। তবে অধিকাংশই মনে করেন যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে উপকারভোগী বাছাই কমিটির তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ উপকারভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন।

৪। জরিপে প্রাপ্ত ট্রেডসমূহ: আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ এর মতে, জরিপে প্রাপ্ত ট্রেডসমূহ হলো: কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী, কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী, জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী, স্বর্ণকার, তাঁতশিল্প, নকশি কাঁথা, ভাওয়াইয়া শিল্পী প্রভৃতি। নতুন ট্রেড হিসেবে তারা নকশি কাঁথা শিল্পকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন।

৫। সঠিক সময়ে ও পরিমাণমত অনুদান প্রদান: প্রকল্পের অনুদানের প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ সকলেই একমত হন যে, প্রকল্পের অনুদান যথাযথভাবে উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। তবে অনুদান বিতরণের সময়ের ব্যপারে তাদের অধিকাংশই জানান যে, তারা সময়মত অনুদান প্রদান করতে পারছেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা জানান যে, এই অনুদানের অর্থ ঠিকমত বরাদ্দ না পাওয়ার জন্য উপকারভোগীদের মাঝে অনুদান প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়।

৬। প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ প্রদান: প্রকল্প হতে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ জানান যে, প্রকল্প হতে প্রদানকৃত তিন দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষন এবং তিন মাসের দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে এবং হচ্ছে।

৭। অনুদানকৃত অর্থ সংক্রান্ত: প্রকল্প হতে প্রদানকৃত অনুদানের অর্থ উপকারভোগীরা তাদের স্ব-স্ব পেশার মান উন্নয়ন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ, ব্যবসার কাঁচামাল ক্রয় প্রভৃতি কাজে ব্যয় করেছেন বলে সকলেই মনে করেন। তবে কেউ কেউ বলেন যে, অনেক উপকারভোগীই তাদের অর্থের কিছু অংশ তাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে ও অন্য কোন পেশায় ব্যয় করেছেন। প্রকল্প হতে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ ও অনুদানের ফলে উপকারভোগীদের মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রবণতা বেড়েছে।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অনুদান ঠিকমত ব্যবহার করছেন কি না তা পরবর্তীতে সমাজসেবা কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীর মাধ্যমে তদারকি করা হয়। প্রদানকৃত অনুদানের অর্থ ব্যবহারে অনিয়ম হলে তা তাৎক্ষনিকভাবে উপজেলা কমিটির মাধ্যমে সমাধান করা হয়। সুবিধাভোগীদের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ চেকের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

৮। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়ন: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো: দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড, আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড, সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড, স্ব-স্ব পেশার আধুনিকায়নমূলক কর্মকান্ড, প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয়ী মনোভাব গঠনমূলক কর্মকান্ড, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রভৃতি। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়েছে/হচ্ছে। তারা মনে করেন যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগণ প্রকল্প হতে অনুদান প্রাপ্তির ফলে তাদের ব্যবসার প্রসার করতে পারছেন সেই সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাদের আচরণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নতিও সাধিত হচ্ছে।

৯। সাগরেদ ও ওস্তাদের হাজিরা ও লগবই ব্যবহার: আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ জানান যে, ওস্তাদ ও সাগরেদদের হাজিরা লগবই ও হাজিরা খাতার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। যেহেতু সুবিধাভোগীদের প্রায় সকলেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, সেহেতু তারা নিজেরা এই হাজিরা খাতা বা লগবই ব্যবহার করতে পারে না। আর এই সমস্যা সমাধান করা হয় ইউনিয়ন/শহর সমাজসেবা কর্মীর মাধ্যমে, কেননা তারা সপ্তাহন্তে ওস্তাদের দোকান বা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সাগরেদ ও ওস্তাদদের হাজিরা গ্রহণ করে থাকেন। আর এজন্য লগবই ও হাজিরা খাতা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে থাকে বা কখনও কখনও হাজিরা খাতা ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে থাকে বলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ জানান।

১০। প্রকল্পের কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশন: প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকির জন্য ডিজিটালাইজেশন তদারকি হিসেবে "গুগল ম্যাপিং" করা হচ্ছে বলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ জানান। তারা সকলেই বলেন যে, উপজেলা ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যলয়ের মাধ্যমে এই কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে, যার ফলে যেকোন জায়গা থেকেই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও সুবিধাভোগীর মোবাইল নম্বর পাওয়া যাবে ও তার সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

১১। প্রকল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ:

- প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রায় সকলেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় ফলে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ার দরুণ সুবিধাভোগীরা প্রকল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন প্রকার মতামত দিতে পারে না;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিয়মিত মনিটরিং-এর জন্য পর্যাপ্ত জনবলের অভাব;
- প্রকল্প উপকারভোগীদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজারজাতকরণ।

১২। প্রকল্পের আওতাধীন পেশাসমূহের আধুনিকায়ন:

- পেশাভিত্তিক আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার;
- গতাণুগতিক পণ্য উৎপাদন না করে রকমারি পণ্য উৎপাদন করা;
- যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অনুদানের পরিমাণ বাড়ানো;
- নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করা।

১৩। প্রকল্পের আওতাধীন পেশাসমূহের মধ্যে কার্যকরী পেশা: আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উপপরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণদের সকলেই একমত পোষণ করেন যে, নাপিত পেশায় প্রদত্ত প্রশিক্ষণ অধিকতর কার্যকরী হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নাপিতগণ তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তাদের নিজেদেরকে পরিবেশগত ও আচরণগতভাবে উন্নত করেছেন।

১৪। প্রকল্প সম্পর্কে পরামর্শ মতামত:

- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিয়মিত মনিটরিং-এর পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করা;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে বিদেশে প্রেরণের সুযোগ করে দেওয়া;
- প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্ট দেওয়া;
- প্রতিটি উপজেলায় প্রতিটি পেশার অন্তত একটি করে মডেল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;
- নির্দিষ্ট স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করে সেখানে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৫। প্রকল্প শেষে ও এরুপ অন্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে মতামত:

- অনুদানের পরিমাণ বাড়ানো;
- নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- স্ব-স্ব পেশায় প্রশিক্ষণের ধারণা অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে;
- যথাযথ ও নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করা;
- “গুগল ম্যাপিং” এর মাধ্যমে ডিজিটাল তদারকির ব্যবস্থা করা।

খ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা

১। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি বিষয়ে কমিটি ও এর সভা: প্রকল্পের নিতিমালা অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি বিষয়ে যে কমিটি আছে সেই বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অবহিত আছেন বলে সকল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান। তারা সকলেই জানান যে, তারা কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তারা প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্তকরণ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তদারকি, ইউনিয়ন কমিটি পরিচালনায় দিক নির্দেশনা প্রদান প্রভৃতি দায়িত্বও পালন করে থাকেন। তারা প্রত্যেকেই কমিটির প্রায় সকল সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

২। প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা: তারা সকলেই একমত পোষণ করেন যে, প্রকল্প সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে। তারা আরও জানান যে, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশের আদি পেশার (কামার, কুমার, নাপিত, জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী এবং কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করে তাদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ফিরে আনা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান প্রভৃতি। উপজেলার অধিকাংশ ইউনিয়নেই প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। তবে কোন কোন উপজেলার সকল ইউনিয়নে প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

৩। সুবিধাভোগী নির্বাচন: প্রকল্পের সুবিধভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রেখেছেন/রাখছেন বলে সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান। তারা আরও জানান যে, প্রথমে ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রথমিক সুবিধাভোগীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পরে সেই তালিকা উপজেলা কমিটির মাধ্যমে পুনরায় যাচাই-বাছাই করে প্রশিক্ষণের জন্য সুবিধাভোগীর তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। এক্ষেত্রে কোন সুপারিশের প্রয়োজন হয়না বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

৪। প্রকল্পের অংগভিত্তিক মূল কার্যক্রম: বিভিন্ন পেশা (কামার, কুমার, নাপিত, জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী এবং কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী) হতে নির্বাচিত ওস্তাদ, সাগরেদের প্রশিক্ষণ প্রদান, এককালীন অনুদান প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি হলো এই প্রকল্পের অংগভিত্তিক কার্যক্রম।

৫। সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন: প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ও অনুদান পেয়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটছে, তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে, তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রভৃতি পরিবর্তন ঘটেছে/ঘটছে বলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা জানান।

গ) উপজেলা ও ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার এর নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

১। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি বিষয়ে কমিটি ও এর সভা: প্রকল্পের নিতিমালা অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি বিষয়ে যে কমিটি আছে সেই বিষয়ে প্রায় সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অবহিত আছেন। KII-এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ফলে তারা কমিটি সম্পর্কে জানেন যে, তারা কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ এই কমিটির সভাপতি। তবে ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারদের অধিকাংশই ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন না। কেউ কেউ আবার কিছু সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

২। প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা: তাদের মধ্যে সকলেই প্রকল্প সম্পর্কে জানেন যে, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশের আদি পেশার (কামার, কুমার, নাপিত, জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী এবং কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা। ইউনিয়নের যেসকল গ্রামে আদি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাস সেসব এলাকায় প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

৩। সুবিধাভোগী নির্বাচন: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নির্দেশে ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারগণ নিজ নিজ এলাকায় জরিপকৃত আদি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের মধ্য থেকে উপযুক্ত সুবিধাভোগী বাছাই করে তাদের একটা প্রাথমিক তালিকা তৈরি করেন। এই তালিকা উপজেলা কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়। এই বাছাই প্রক্রিয়া যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারদের সরাসরি সম্পৃক্ততায় সম্পন্ন হয় সেহেতু এখানে কোন প্রকার সুপারিশের প্রয়োজন হয় না।

৪। সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন: প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ও অনুদান পেয়ে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করছেন ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটছে এছাড়াও তাদের পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

প্রকল্পের নিবিড় পরীক্ষণ সমীক্ষার মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে প্রশ্নাবলি ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য, কেআইআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সৃষ্ট সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৪.১. প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাঠ পর্যায়ে বিলুপ্তপ্রায় এবং অবহেলিত পেশাজীবীদের পেশার মানোন্নয়ন এবং জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পটি গ্রহণই সবচেয়ে বড় সবল দিক। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরাসরি আদি পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে ওস্তাদ-সাগরেদ প্যাটার্ণে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের আরেকটি সবল দিক।

১. **প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে:** প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদানকৃত তিন দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং সাগরেদদের জন্য তিন মাসের দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ ও ওস্তাদদের প্রতিষ্ঠানে তিন মাসের সংযুক্তি বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে। যার মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বা পাচ্ছে।

২. **ব্যবসা সম্প্রসারণ:** প্রকল্প হতে প্রাপ্ত এককালীন অনুদান ব্যবহার করে উপকারভোগীদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে। কেননা প্রাপ্ত অনুদানের টাকা দিয়ে সুবিধাভোগীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণে ব্যয় করেন পাশাপাশি সেই টাকা দিয়ে তারা ব্যবসার জন্য অতিরিক্ত কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন। যার ফলে তাদের ব্যবসার পণ্য উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধিসহ সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং তাদের আয়ও পূর্বের তুলনায় বাড়ছে।

৩. **আদি পেশার উন্নতি:** প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ভাতা ও অনুদান প্রদানের কারণে পিতা-পুত্র ও স্ব-গোত্রীয় এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এসকল আদি পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় বেড়েছে। এছাড়া প্রকল্প সুবিধার কারণে এসকল আদি পেশার লোকদের মধ্যে তাদের নিজেদের পেশার উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বও বেড়েছে।

৪. **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জীবনমান উন্নয়ন:** প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ, ভাতা ও অনুদানের ব্যবহার এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার কারণে উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ জীবনমান উন্নয়ন ঘটছে।

৫. **আদি পেশার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি:** প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অবহেলিত আদি পেশায় নিয়োজিত প্রকল্প উপকারভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে রাষ্টীয় ও সামাজিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, যার কারণে উপকারভোগীদের সমাজে মূল্যায়ন বেড়েছে এবং নিজের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়েছে।

৬. **প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স প্রদান:** প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের কাজের পরিবেশ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স (First Aid Box) প্রদান করা হয়েছে এবং প্রদানকৃত প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী ব্যবহারে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

৭. **ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকল্প সেবা প্রদান:** প্রকল্পের জরিপ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের ওয়েব ভার্সনের (prantikdss.gov.bd) সাথে "প্রান্তিক" নামে একটি এন্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বর্তমানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জরিপ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

৪.২. প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রধান দুর্বল দিক হলো সেবা গ্রহিতা নির্বাচন করা। কেননা সেবা গ্রহিতা নির্বাচনে ইউনিয়ন কমিটি সঠিক ভূমিকা পালনে অনেক ক্ষেত্রেই বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১. **ডিপিপি প্রণয়ণে দক্ষতার অভাব:** প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের কতিপয় ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি ছিল যেমন কতিপয় ক্রয় যথা বিদেশে প্রশিক্ষণ/ বিদেশে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আরএফকিউএম পদ্ধতিতে উল্লেখ থাকলেও সেভাবে তা ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তার পরিবর্তে এতে সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট এর গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি কিউসিবিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের ডিপিপি-তে আরও বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচন, প্রকল্প পরিচালনায় জনবল নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে ডিপিপি প্রণয়ণের দুর্বলতা রয়েছে। এজন্য যে কোন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এবং ডিপিপি প্রণয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

২. **সুবিধাভোগীদের শিক্ষার অভাব:** প্রকল্পের আওতাধীন প্রান্তিক জনগনকে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে মূল চ্যালেঞ্জ হলো সুবিধাভোগীদের শিক্ষার অভাব, পেশার মানোন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অনাগ্রহ ও সময়ের বিবর্তনে নতুন পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাইয়ে চলার মানসিকতা না থাকা। তাদেরকে নিয়মিত কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩. **মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে জনবলের স্বল্পতা:** মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট জনবলের ঘাটতি থাকার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে সঠিক সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও তার যথাযথ ও নিয়মিত মনিটরিং করা দূরুহ হয়ে পরে। এছাড়া অত্র প্রকল্পের বাইরেও অধিদপ্তরের অন্যান্য অনেক (প্রায় ৫২ রকম) কাজের চাপে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার অত্র প্রকল্পের মাঠ তদারকিতে সময় দিতে পারেন না ও প্রকল্প অফিস থেকেও তদারকি সীমিত। জেলা সমাজসেবা অফিসে বাড়তি জনবল দিয়ে ও মাঠ পর্যায়ে যাতায়াত ভাতা দিয়ে মনিটরিং বাড়ানো যেতে পারে।

৪. **প্রকল্প কার্যক্রম বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন ও সম্মানীর অভাব:** মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রমের বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী না থাকায় তারা সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া তাদের জন্য পর্যাপ্ত সম্মানীর ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিতে শৈথিল্যভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৫. **আধুনিক যন্ত্রপাতির অপর্যাপ্ততা:** প্রকল্পের আওতাধীন পেশাভিত্তিক আধুনিক যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত না থাকায় হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ কম রয়েছে বলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দক্ষতার সহিত প্রদান করা যাচ্ছে না।

৬. **উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা না থাকা:** প্রকল্পের আওতাধীন উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা প্রকল্পে না থাকার কারণে তারা ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৭. **লগ বই ব্যবহারে সুফলভোগীদের জ্ঞানের অভাব:** লগ বই এর ব্যবহার উপকারভোগীদের জন্য প্রায় দুষ্কর ব্যাপার, কেননা উপকারভোগীদের প্রায় সবাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। এর ফলে মাঠকর্মীরা লগ বইসমূহ পূরণ করে থাকেন যার ফলে লগ বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপকারভোগীরা অনবহিত থেকে যাচ্ছেন।

৮. **শিক্ষিত ও দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব**: প্রকল্প কর্তৃক প্রদানকৃত দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব থাকার কারণে আশানুরূপ দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হচ্ছে না।

৯. **উপকারভোগী নির্বাচনে স্বজন প্রীতি:** ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে সুবিধাভোগী বাছাই করা হয়। এ সকল ইউনিয়ন কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে কমিটির সভাপতি, মেম্বারগণ সদস্য এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকর্মী সদস্য সচিব হওয়ার কারণে উপকারভোগী নির্বাচন কালে স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এর ফলে যোগ্যতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর অনেকেরই বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজসেবা অফিসের কিছুই করার থাকে না।

১০. **তদারকির জন্য পর্যাপ্ত লজিষ্টিক সাপোর্ট-এর অভাব:** স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি করার জন্য উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাসহ অন্যান্যদের জন্য কোন যানবাহন সুবিধা ও যাতায়াত ভাতা প্রাপ্তির ব্যবস্থা না থাকায় উপজেলা অফিস থেকে দূরের এলাকার প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি কঠিন হয়ে পরে। যার ফলে কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যহত হয়।

১১. **জরিপ কাজের দুর্বলতা:** প্রকল্প এলাকাধীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জরিপ কাজ ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে সঠিকভাবে না হওয়ায় আদি পেশায় নিয়োজিত যোগ্যতা সম্পন্ন অনেক সদস্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি।

৪.৩. প্রকল্প কর্তৃক সৃষ্ট সুযোগসমূহ

আদি ও বিলুপ্তপ্রায় পেশা গুলোর মাঝে আধুনিক সুযোগ সুবিধার সমন্বয় ঘটিয়ে পেশার উৎকর্ষতা সৃষ্টি করে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা তৈরী করতে সক্ষম হচ্ছে। যার ফলে উক্ত পেশাজীবীদের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

১. **আত্ম-কর্মসংস্থান ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি:** প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অনুদানের কারণে প্রকল্প উপকারভোগীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির আগ্রহ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অনুদানের অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে যেখানে নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

২. **সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি:** উপজেলা পর্যায়ে পেশাভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃস্টির মাধ্যমে সঞ্চয় করার মানসিকতা তৈরী হচ্ছে।

৩. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত হওয়া:** প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক অনুদানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের আদি পেশার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৪. **আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার:** প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করে অবহেলিত আদি পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে শীল পেশায় নিয়োজিত উপকারভোগীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করা হচ্ছে। এছাড়া সদনপত্র প্রদান করা হলে এ পেশার লোকদেরকে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৪.৪. প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

১. **সুবিধাভোগীদের শিক্ষার অভাব:** এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অন্যতম ঝুঁকি হলো আদি পেশাজীবীদের অধিকাংশই লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন ফলে এপ্রেন্টিসশিপ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন বিশেষ করে ওস্তাদ-সাগরেদের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করানো অত্যন্ত দূরহ। বিশেষকরে শিক্ষার অভাবের কারণে ওস্তাদ কর্তৃক লগবই পূরণ, হাজিরা খাতা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করা বেশ কষ্টসাধ্য হচ্ছে।

২. **প্রকল্পের টেকসই করণ:** প্রকল্পের পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রাখতে না পারলে আদি পেশার জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

৩. **হাতে কলমে প্রশিক্ষণ:** পেশাভিত্তিক উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় শিক্ষিত ও দক্ষ ওস্তাদ দ্বারা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে না পারলে প্রদেয় প্রশিক্ষণ কার্যকর হবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের মধ্যবর্তী পর্যায়ে নিবিড় মূল্যায়নের সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা হতে যে সকল পর্যবেক্ষণ পরামর্শকগণ কর্তৃক পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৫.১. ডিপিপি প্রণয়ন: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি-তে বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে ক্রয় পরিকল্পনা, এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচন, প্রকল্প পরিচালনায় জনবল নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে ডিপিপি প্রণয়ণের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ডিপিপি/আরডিপিপিতে সকল ক্রয় প্যাকেজের জন্যই আরএফকিউ পদ্ধতি উল্লেখ করা অথচ অনেক ক্ষেত্রে তা ক্রয় নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক। যার দরুন বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার অনুসারে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পুনরায় সিপিটিইউ ও প্রকল্পের জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির পরামর্শ ও অনুমোদন নিতে হয়েছে। ফলে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে। এজন্য যে কোন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এবং ডিপিপি প্রণয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

৫.২. প্রকল্প এলাকা নির্বাচন পদ্ধতি: প্রকল্প দলিল অনুযায়ী জেলা, জেলা থেকে উপজেলা এবং নির্বাচিত উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সকল পৌরসভা ও ইউনিয়ন প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে। তবে প্রান্তিক আদি পেশার প্রাপ্যতা অনুযায়ী প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী যে সকল এলাকায় বিদ্যমান সবক্ষেত্রে সেগুলো থেকে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা হয়নি।

৫.৩. উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি: প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে প্রকল্প এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেডের মধ্য থেকে প্রকল্প সুবিধাভোগীদেরকে বাছাই করা হয়েছে। প্রকল্প সুবিধাভোগী বাছাই-এর প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রান্তিক পেশার সদস্যগণের মধ্য হতে খসড়া তালিকা প্রণয়ন করে থাকে এবং উপজেলা কমিটির মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করা হয়।

৫.৪. উপকারভোগী নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিদের প্রভাব: সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন কোন উপজেলায় ইউনিয়ন কমিটি এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এজন্য উপজেলা কমিটিকে স্থানীয় প্রভাবশালীরা চাপ প্রয়োগ করেছেন। যার ফলে সময়ের কাজ সময়ে প্রভাবমুক্ত হয়ে করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে সফটওয়ার কেন্দ্রিক বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ইউনিয়ন কমিটির প্রয়োজন হবে না এবং এ ধরণের সমস্যার সমাধানে ইউনিয় কমিটি প্রারম্ভিক সনাক্তকরণ করবে এবং বাছাই প্রক্রিয়া চূড়ান্তের দায়িত্বে থাকবে উপজেলা কমিটি।

৫.৫. জরিপে প্রাপ্ত ট্রেডসমূহ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা: প্রকল্প এলাকায় কামার, কুমার, নাপিত, মুচি, বাশঁ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী ও কাসাঁ-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী ট্রেডের মধ্য থেকে সুবিধাভোগী বাছাই করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উপজেলায় নকশিকাঁথা, লোকজযন্ত্র প্রস্তুতকারক, লোকজ শিল্পী, শিতলপাটি প্রস্তুতকারক, শতরঞ্জি প্রস্তুতকারক, গম্ভিরা, ভাটিয়ালীগান, একতারা ও দোতারা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকারী ইত্যাদি পাওয়া গেছে তবে তাদের বর্তমান প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে ভবিষ্যতে এরূপ অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। বর্তমানে দেশের ১০২ টি উপজেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত ১৭,২২৪ জনকে ইউনিয়ন এবং উপজেলা কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। এদের বছাই করা হয়েছে মোট জরিপকৃত ৬৯,৬৮২ জন ৬টি আদি পেশায় কর্মরতদের মধ্য থেকে।

৫.৬. প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি: প্রকল্প হতে প্রদানকৃত তিন দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং সাগরেদদের জন্য তিন মাসের দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে। যার মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বা পাচ্ছে। কোন কোন পেশার শিল্পীরা বিদেশে কাজ পাচ্ছেন।

৫.৭. সাগরেদ ও ওস্তাদের হাজিরা ও লগবই ব্যবহার: ওস্তাদ ও সাগরেদদের হাজিরা, লগবই ও হাজিরা খাতার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। যেহেতু সুবিধাভোগীদের প্রায় সকলেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, সেহেতু তারা নিজেরা এই হাজিরা খাতা বা লগবই ব্যবহার করতে পারে না। আর এই সমস্যা সমাধান করা হয় ইউনিয়ন/শহর সমাজসেবা কর্মীর মাধ্যমে, কেননা তারা সপ্তাহান্তে ওস্তাদের দোকান বা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সাগরেদ ও ওস্তাদদের হাজিরা গ্রহণ করে থাকেন। আর এজন্য লগবই ও হাজিরা খাতা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে থাকে বা কখনও কখনও হাজিরা খাতা ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে থাকে।

৫.৮. সঠিক সময়ে ও পরিমাণমত অনুদান প্রদান: প্রকল্পের অনুদান যথাযথভাবে উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। তবে এই অনুদানের অর্থ ঠিকমত বরাদ্দ না পাওয়ার জন্য উপকারভোগীদের মাঝে অনুদান প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়।

৫.৯. অনুদানকৃত অর্থ ব্যবহার: প্রকল্প হতে প্রদানকৃত অনুদানের অর্থ উপকারভোগীরা তাদের স্ব-স্ব পেশার মান উন্নয়ন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ, ব্যবসার কাঁচামাল ক্রয় প্রভৃতি কাজে ব্যয় করেছেন। তবে অনেক উপকারভোগীই তাদের অর্থের কিছু অংশ তাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে ও অন্য কোন পেশায় ব্যয় করেছেন। প্রকল্প হতে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ ও অনুদানের ফলে উপকারভোগীদের মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রবণতা বেড়েছে।

৫.১০. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং পদ্ধতি: মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং-এর দায়িত্ব উপজেলায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, জেলায় উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্প পরিচালক এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণের। সকল পর্যায়ে মনিটরিং সঠিকভাবে করা হচ্ছে এবং প্রকল্প কার্যালয় হতে মনিটরিং রিপোর্ট বিশ্লেষণ করা হয়। সেইসাথে প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি করে আগামীতে অধিকমাত্রায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বর্ণিত পেশাসমূহে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগিয়ে পেশার উৎকর্ষতা সৃজনে পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সফটওয়ার কেন্দ্রিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১১. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে জনবল সমস্যা: প্রশিক্ষণের মেয়াদ খুবই কম এটি বাড়ানো দরকার ও ৬ মাস পর পর পুণঃপ্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। প্রকল্প মনিটরিং ব্যবস্থায় দূর্বলতা আছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেক পদ শূণ্য রয়েছে। ফলে তারা জনবলের অভাবের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি কাজ সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন না। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রমের বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি না থাকায় তারা সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া তাদের জন্য পর্যাপ্ত সম্মানীর ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিতে শৈথিল্যভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৫.১২. সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন: প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ও অনুদান পেয়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটছে, তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে, তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রভৃতি পরিবর্তন ঘটছে।

৫.১৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়ন, প্রতিবন্ধকতা ও দূরীকরণ: প্রকল্প দলিল ও বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ৩ দিনব্যাপি সফট স্কিলস প্রশিক্ষণ, ৩ হতে ৬ মাস মেয়াদি এপ্রেন্টিসশিপ প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ১৮০০০ টাকা করে পুঁজি হিসেবে অনুদান (নগদ) প্রদান করা হচ্ছে। বর্ণিত পেশাজীবীগণের অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে অধিকাংশই অশিক্ষিত কাজেই তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী পুঁজি হিসেবে নগদ অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা তাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধিসহ তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব পেশাজীবীদের আরও অধিকতর উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তবে এসব পেশাজীবীদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৫.১৪. আদি পেশা বিলুপ্তি রোধ এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাঠ পর্যায়ে বিলুপ্তপ্রায় এবং অবহেলিত পেশাজীবীদের পেশার মানোন্নয়ন এবং জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পটি গ্রহণই সবচেয়ে বড় সবল দিক। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরাসরি আদি পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে ওস্তাদ-সাগরেদ প্যাটার্ণে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের আরেকটি সবল দিক। প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ভাতা ও অনুদান প্রদানের কারণে পিতা-পুত্র ও স্ব-গোত্রীয় এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এসকল আদি পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পেশার উন্নতি সাধন হয়েছে তবে সকল পেশার বিলুপ্তি রোধ হচ্ছে না যেমন কাঁশা-পিতল শিল্প এলমেনিয়াম, ষ্টেনলেসষ্টীল, প্লাষ্টিক, মেলামাইন ও সিরামিকের সাথে প্রতিযোগীতায় টিকতে পারছে না । পরামর্শকগণও একমত যে পেশা টিকিয়ে রাখার চেয়ে এমন পেশার (কর্মকার) নির্ভরশীল মানুষদের অন্য পেশা গ্রহণকরে জীবনমান উন্নয়ন করা অধিক গুরত্বপূর্ণ। যাহোক, দেশের অবহেলিত আদি পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান প্রকল্পের একটি সবল দিক।

৫.১৫. আদি পেশার আধুনিকায়ন ও এর প্রাসঙ্গিকতা: আদি পেশার প্রকৃত উন্নয়ন, তাদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন পেশার আধুনিকায়ন অতিব প্রয়োজন। যেমন কুমারদেরকে মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরির পাশাপাশি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন প্রকার গৃহস্থালী সামগ্রী যেমন ফুলদানি, মাটির পুতুল, মাটির অলংকার, ঘর সাজানোর জিনিসপত্র ইত্যাদির উপর প্রকল্প হতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। অনুরুপভাবে অন্যান্য পেশারও আধুনিকায়ন করা যেতে পারে।

৫.১৬. প্রকল্পের কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশন: প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকির জন্য ডিজিটালাইজেশন তদারকি হিসেবে "গুগল ম্যাপিং" করা হচ্ছে। উপজেলা সমাজসেবা কার্যলয়ের মাধ্যমে এই কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে, যার ফলে যেকোন জায়গা থেকেই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও সুবিধাভোগীর মোবাইল নম্বর পাওয়া যাবে ও তার সাথে যোগাযোগ করা যাবে। প্রকল্প কার্যক্রমের তথ্যাদি উপস্থাপন ও প্রদর্শনের জন্য প্রকল্পে আওতায় সফটওয়ার নির্মাণ শেষ

পর্যায়ে। যে সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রকল্পের নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়: ১. অনলাইন জরিপ সংক্রান্ত তথ্য (পেশা, লিঙ্গ, বয়স, দারিদ্র্যের মাত্রা নিরূপণ) উপজেলা, জেলা, বিভাগ ওয়ারী সহ ২৩টি ফিল্ডে তথ্য সংগ্রহ করে দেশব্যাপী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ডাটাবেইজ প্রস্তুত সম্ভব হবে; ২. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রস্তুত হবে; ৩. অনুদান সংক্রান্ত তথ্য প্রস্তুত হবে; ৪. বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য থাকবে; এবং ৫. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আইডি কার্ড প্রদান করার ব্যবস্থা থাকবে।

৫.১৭. বৈদেশিক ভ্রমণ: আরডিপিপি-তে বৈদেশিক ভ্রমণ ক্রয়ের যে পদ্ধতি (আরএফকিউএম) উল্লেখ আছে সেই পদ্ধতিতে ক্রয় সম্ভব না হওয়ায় তার পরিবর্তে সার্ভিস প্রকিউরমেন্টের অধিক কার্যকর কিউসিবিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১. সুপারিশমালা

১. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট জনবলের ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে শূণ্যপদ পূরণ/ আউটসোরসিং-এর মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করে প্রকল্পের কাজে গতিশীলতা আনা যেতে পারে।

২. স্থানীয় প্রভাব ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করতে ইউনিয়ন কমিটিকে প্রারম্ভিক বাছাই কাজে ন্যস্ত রেখে উপজেলা কমিটির মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে চূড়ান্ত উপকারভোগী নির্বাচন করা যেতে পারে।

৩. প্রকল্পের আওতাধীন পেশাভিত্তিক আধুনিক যন্ত্রপাতির সরবরাহ করার মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দক্ষতার সহিত প্রদান করা ও উপজেলা পর্যায়ে ট্রেড ভিত্তিক দক্ষ ওস্তাদ বাছাই করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৪. স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি করার জন্য উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাসহ অন্যান্যদের জন্য যানবাহন সুবিধা/ ভাতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৫. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকল্প কার্যক্রম বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আয়োজন করার মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রমকে অধিকতর দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৬. প্রকল্প মারফত অনলাইন মার্কেটিং সংযোগ সহায়তা; পিকেএসএফ, ব্র্যাক, আড়ং, বাংলা ক্রাফট ইত্যাদির মাধ্যমে বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. আদি পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে শীল পেশায় নিয়োজিত উপকারভোগীদেরকে অধিকতর এবং আধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. আদি পেশার প্রকৃত উন্নয়ন, তাদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন পেশার যেমন কামার, কুমার, বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী ইত্যাদির আধুনিকায়ন ও সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৯. স্বল্প চাহিদাসম্পন্ন পেশার (কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী) সাথে সম্পৃক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে অন্য পেশায় (কর্মকার) স্থানান্তর করা যেতে পারে।

১০. আদি পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জিপিএস জরিপ ও ডাটাবেজ তৈরি সম্পন্ন করে বাংলাদেশের যে জেলায় যে সকল আদি পেশার প্রয়োজন ঠিক সেইসকল জেলায় পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৬.২. উপসংহার

সমীক্ষার ফলাফলে প্রতিয়মান যে, প্রকল্পটি তার উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যত কার্যক্রমে তার সুফল প্রতিফলিত হবে। টার্গেট মোতাবেক দেশের ২০টি জেলার ১০২টি উপজেলার আদি পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে এবং এককালীন অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

কেস স্টাডিজ

কেস স্টাডি-১: একজন কামারের আত্ম-কর্মসংস্থানের কাহিনী

ছবি ১: সুবল কর্মকার, একজন সফল কামার

বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার চিতলমারী পৌরসভার খড়মখালী গ্রামের বাসিন্দা সুবল কর্মকার। তিনি বাবা ঘানি কর্মকার এর কাছ থেকে কামারের কাজের হাতেখড়ি পান। অতঃপর তিনি ছোটবেলা থেকেই বাবার সাথে ব্যবসার কাজে হাত লাগান। তারা তিন ভাই দুই বোন এর পরিবার ছিলেন। বাবা তার দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন এবং তাদের পরিবার ঋণের জালে জড়িত হয়ে পরেন। এদিকে বড় দুই ভাই নিজেরা বিয়ে করে আলাদা হয়ে যান। বাবা-মাকে নিয়ে তিনি অনেক কষ্টে সংসার চালাতেন, যদিও তখন তার বাবা কাজ করতেন। এভাবেই চলছিল তাদের জীবন। এরপর তিনি বিয়ে করেন সুবর্না কর্মকারকে। বছর ঘুড়তেই তাদের সংসারে চলে আসে নতুন অতিথি। এভাবে আরও ৫-৬ বছর কেটে গেল। এখন বাবা-মা, স্ত্রী, ২ ছেলে ও ১ মেয়েকে নিয়ে তার সংসার।

এখন তার বাবা আর ব্যবসায় সাহায্য করতে পারেন না। তবুও তিনি অনেক কষ্টে তার পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতেন। তার দোকানে যন্ত্রপাতির অভাব ছিল, যার ফলে তার আয়ও কম ছিল। তখন তার দৈনিক আয় ছিল প্রায় ১৫০-২০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে পরিবারের সকলের জন্য খাবার, পোষাক ইত্যাদির সংস্থান করা তার জন্য অনেক কষ্ট সাধ্য ছিল। তিনি যদিও তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতেন কিন্তু তখন বেশিরভাগ সময় তারা নিরামিষ খাবার খেত। যদিও ইতোমধ্যে তার দুই ছেলে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করেছে। সেখানেও তিনি তার ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য খাতা-কলমের যোগান ঠিকমত দিতে পারতেন না।

এভাবেই চলছিল তার জীবন, ২০১৮ সালে তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তার পরামর্শ মত তিনি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় তার ছবি ও ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে তাকে প্রকল্পে ৩ দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ১,২০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা পান। এরপর তিনি প্রকল্প থেকে এককালীন অনুদান হিসেবে ১৮,০০০ টাকা পান। এই অনুদানের টাকা দিয়ে তিনি ব্যবসার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় করেন। এছাড়াও তার অধীনে দুই জন সাগরেদ ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে এক জন সাগরেদ ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে তার সাথে সংযুক্ত আছেন। ২ জন সাগরেদকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তিনি ২,৪০০ টাকা প্রশিক্ষক ভাতা পান। প্রকল্প হতে তিনি First Aid Box পেয়েছেন যার ব্যবহার সম্পর্কেও তার ধারণা আছে।

বর্তমানে তিনি বেশ ভালভাবেই তার ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এখন তার দৈনিক আয় প্রায় ৫০০-৭০০ টাকা। আর এই টাকা দিয়ে তিনি তার পরিবারের জন্য তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং তাতে আমিষ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়াও বর্তমানে তিনি পুজোর সময় বাসার সবার জন্যই কম বেশী পোষাক ক্রয় করেন। শুধু তাই নয় তার ছেলেদের ঠিকমত লেখাপড়ার সরঞ্জামাদি সরবরাহ করতে পারেন।

প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তিনি অনেক বিষয়ে জানতে পেরেছেন, তার আচারণে পরিবর্তন হয়েছে, সমাজে তার মর্যাদা একটু বেড়েছে এবং তার জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে।

তিনি মনে করেন যে, প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অনুদানের ফলে তার ব্যবসার বেশ উন্নতি সাধিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, প্রকল্পে প্রশিক্ষণের আওতায় যদি আরও প্রান্তিক পেশাজীবীদের আনা যেত এবং অনুদানের পরিমাণ আরও বাড়ানো হলে ভাল হত। তবে তিনি প্রকল্পে অনুদান পেতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হন নি। সবশেষে তিনি প্রকল্পের সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন।

কেস স্টাডি-২: প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও অনুদানে নাপিতের সাফল্যগাঁথা

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ শীলের ছেলে শ্রী রনজীৎ কুমার শীল পেশায় একজন নাপিত। বর্তমানে তার বয়স ৪৭ বছর। বছর পাঁচেক আগে তার পরিবারের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। চার জনের সংসারের ভরণ পোষণ চালানোর মত ক্ষমতা তার ছিল না। তখন তার আয় ছিল দৈনিক ৩০০-৪০০ টাকা। এই টাকা থেকে দোকান ঘর ভাড়া দেওয়ার পর যা থাকত তা দিয়ে তিনি পরিবারের জন্য দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতেন। সেই সাথে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ সামলানো তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠছিল না। পুজোতে পরিবারের জন্য পোষাকের ব্যবস্থা করাও ছিল কল্পনাতীত। এইভাবেই দিনাতিপাত করছিলেন আর নিজ ভাগ্যকে দোষারোপ করছিলেন তিনি।

ছবি ২: শ্রী রনজিৎ কুমার শীল, একজন সফল নাপিত

অতঃপর ২০১৮ সালে "বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কথা তিনি ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারের মারফত জানতে পারেন এবং উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়র সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পের জরিপে অন্তর্ভুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি প্রশিক্ষণ ভাতা হিসেবে ৫,০০০ টাকা পান এবং পরবর্তীতে তিনি ১৮,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে পান।

এই টাকা দিয়ে তিনি প্রথমে তার দোকান পরিবর্তন করে উপজেলা অফিসের সামনে দোকান ভাড়া নেন। সেইসাথে তিনি ব্যবসার জন্য দোকানের লুকিং গ্লাস, হেয়ার ড্রেসার মেশিন, হেয়ার কালার মেশিন কিনে নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। এতে তার আয় আগের থেকে বেড়ে গেছে। কেননা বর্তমানে তার দোকানের মূল গ্রাহক হলেন উপজেলার কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ। বর্তমানে তার আয় হয় দৈনিক ৭০০-৮০০ টাকা। ফলশ্রুতিতে, তিনি তার পরিবারের ব্যয়ভাড় বেশ ভালভাবে বহন করতে পারছেন। এখন তারা তিন বেলা খাবার খাচ্ছেন, সাথে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও ফলমুল খাচ্ছেন। পুজোয় পরিবারের সবার জন্য ভাল পোষাক ক্রয় করতে পারছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ বহন করতে এখন আর হিমশীম খেতে হচ্ছেনা তাকে। এদিকে ব্যবসার অবস্থা ভাল হওয়ায় তিনি দোকানে AC (Air Conditioner) লাগিয়েছেন। এখন তার দোকানে গ্রাহকের ভীড় লেগেই থাকে এবং রেটও আগের থেকে একটু বেড়ে গেছে।

এই পকল্পের ফলে তিনি যে অনুদান পেয়েছিলেন তা দিয়েই তার ব্যবসার উন্নতি ঘটেছে এবং তার সামাজিক মর্যাদা পূর্বের থেকে বেড়ে গেছে। আর এটাই এই প্রকল্পের ভাল দিক বলে তিনি মনে করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থার অভাব এই প্রকল্পের খারাপ দিক বলে তিনি মনে করেন। সবশেষে, তিনি প্রকল্পের সফলতা কামনা করেন এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কেস স্টাডি-৩: বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুত করে এক সফল নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

মহিপল একজন নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, যিনি বাঁশ-বেতের পণ্য প্রস্তুত করতে পারেন। আর এভাবেই তিনি তার এই ব্যবস্যাকে বর্তমানে সম্প্রসারণ করতে পারছেন। কিন্তু তার এই সফলতা খুব সহজেই তার কাছে আসে নি। তিনি পিতা সামছুল হক ও মাতা শাহনাজ বেগমের সন্তান। পিতার কাছ থেকেই বাঁশ-বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরণের পণ্য যেমন: টুপড়া, কুলা, বেড়া, টোপা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে শেখেন। অতঃপর তার বিয়ে হয় কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার বারপাড়া ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের মোঃ ইয়াছিন আলীর সাথে যিনি পেশায় কৃষক। শুরুর দিকে তাদের সংসার মোটামুটি ভালই চলছিল। তাদের ঘরে এলো এক ছেলে ও এক মেয়ে। তারপর ধীরে ধীরে তার স্বামীর পক্ষে পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লো। তখন তাদের সংসারে ঠিকমত খাবারের যোগান ছিল না, তার সন্তানেরা প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকত। তখন মহিপল তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে এক এনজিও থেকে কিছু ঋণ নিয়ে বাঁশ কিনে বাঁশের পণ্য প্রস্তুত করতে শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি কিছু আয় শুরু

করেন। কিন্তু তার পরিবারের আর্থিক অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হচ্ছিল না, কেননা এনজিও ঋণ পরিশোধ করে সংসারে খরচ করার মত পর্যাপ্ত আয় তার ছিলনা। তারপরও টুকিটাকি সাহায্য যে হচ্ছিল সংসারে এটাই ছিল তার প্রাপ্তি। এভাবেই চলছিল তার সংসার।

ছবি ৩: মহিপল, একজন সফল বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী

হঠাৎ ২০১৮ সালে এলাকার মেম্বার তার স্বামীকে এই "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে জানান এবং বলেন যে তার স্ত্রীকে নিয়ে উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়র সাথে যোগাযোগ করতে। তারপর তিনি তার স্বামীর সাথে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে যান এবং উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়র সাথে দেখা করেন। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়র পরামর্শ মোতাবেক তিনি তার জাতীয় পরিচয় পত্র ও ছবি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে জমা দিয়ে প্রকল্পের জরিপে অন্তর্ভুক্ত হন। তারপর তিনি তিন দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ হতে তিনি জানতে পারেন, কিভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়, কিভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে হয়, কিভাবে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে হয়, কিভাবে ব্যবসার হিসাব রক্ষা করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ১২০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা হিসেবে পান আর এককালীন অনুদান হিসেবে পান ১৮০০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি কিছু বাঁশ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন। কিছু টাকা তিনি পরিবারের কাজে ব্যয় করেন। আর কিছু টাকা তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন ব্যবসার মুলধন হিসেবে।

এরপর তিনি তার ব্যবসার কাজে সহযোগীতার জন্য দুইজন সহকারী রেখেছেন, যারা তার কাছ থেকে বাঁশ-বেতের পণ্য প্রস্তুত করার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তার স্বামীও তার কাছ থেকে এই কাজ শিখছেন। এখন তিনি পরিবারের অনেক খরচই বহন করতে পারেন। ফলে এখন আর তার পরিবারে খাবারের অভাব নেই, নেই সন্তানদের অসুখ-বিসুখ। বর্তমানে তার তৈরি বাঁশের পণ্য এলাকায় ব্যপক চাহিদার সৃষ্টি করেছে। শুধু এলাকায় নয় পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও তার তৈরি পণ্যের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। এখন তার বেশ ব্যস্ত সময় পার হচ্ছে এই সকল পণ্য প্রস্তুত করতে।

মহিপাল বলেন যে, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তিনি তার ব্যবসাকে ঠিকমত পরিচালনা করতে পারছেন এবং ব্যবসাকে সম্প্রসারণও করতে পারছেন। তিনি তার পরিবারেরও খেয়াল রাখতে পারছেন। পরিবারের খাদ্য, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারেন। তিনি আরও জানান যে, এই প্রকল্পের ফলে এলাকায় তার এই পেশার একটা সামাজিক সমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ব্যবসার মাধ্যমে আরও কয়েকজনের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি মনে করেন যে, প্রকল্প হতে প্রদানকৃত অনুদান তাদের মত প্রান্তিক পেশাজীবীদের জন্য সবচেয়ে ভাল একটা উদ্যোগ। তবে প্রকল্প অফিস হতে নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করলে তার মত অনেক প্রান্তিক পেশাজীবীই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাতে পরিণত হবেন। সবশেষে তিনি প্রকল্পের সার্বিক উন্নতি প্রার্থণা করেন।

কেস স্টাডি-৪: একজন জুতা মেরামতকারী/প্রস্তুতকারীর সফলতা

পিতা স্বর্গীয় রাম প্রসাদ ও মাতা স্বর্গীয়া সুকালিয়া এর একমাত্র সন্তান শ্রী পিয়ারি চাঁন (৭০ বছর)। বর্তমানে তিনি তার স্ত্রী বাচুয়াকে নিয়ে শেরপুর জেলার সদর উপজেলার কামারের চর ইউনিয়নের শাহাবদির চর গ্রামে বসবাস করছেন। তার তিন ছেলে ও তিন মেয়ে, যাদের প্রত্যেকে বিয়ে করে আলাদাভাবে সংসার করছে। প্রথমদিকে পিয়ারি চাঁনের সাইকেল মেরামতের দোকান ছিল। পাশাপাশি তিনি মৌসুমী চামড়ার ব্যবসাও করতেন। এপেশাতে তিনি প্রায় ৩২ বছর পার করেন। ভালই চলছিল তার সংসার। হঠাৎ তার বাসা থেকে প্রায় লাখ টাকার চামড়া চুরি হয়ে যায়। আর সেই টাকা পরিশোধ করতে তার দোকান ঘর ও দোকানের অন্যান্য মালামাল বিক্রয় করতে হয়। এর মাঝে তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় এবং তারা আলাদা হয়ে যায়। ফলে তিনি তার স্ত্রী, এক ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করতে শুরু করেন। এসময় তিনি পেশা হিসেবে জুতা মেরামত করাকে গ্রহণ করেন। তার ছোট ছেলেও তার সাথে কাজ করতো। ফলে দুই জনের আয়ে তাদের সংসার মোটামুটি ভালই চলছিল। এর মাঝে তার ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। সেখানে যৌতুকের টাকা বাকী রাখা হয়। তিনি ও তার ছেলে মিলে আয় করে কিছু কিছু করে সেই টাকা শোধ করতে শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে আবারও তাদের পরিবারে নেমে আসে

চরম অভাবের ছায়া। এভাবেই কাটছিল তাদের জীবন। এসময় তার ছোট ছেলেও বিয়ে করে আলাদাভাবে সংসার শুরু করে। ফলে আরও কষ্টে পার করতে হয় তার দিনকাল। তারপরও তিনি ধৈর্য ধারণ করে দিনাতিপাত করছিলেন। এভাবেই পার হলো আরও ১৫ বছর। ২০১৬ সালের শেষের দিকে তার দোকানের মালিক তার দোকান ঘর ভেঙ্গে নতুন ঘর নির্মাণ করেন, ফলে তাকে অস্থায়ী দোকান ফুটপাতে বসিয়ে তাকে ব্যবসা চালাতে হয়। সবকিছু মিলে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

ছবি ৪: শ্রী পিয়ার চাঁন, একজন সফল জুতা মেরামতকারী

এসময় এলাকার ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের মাধ্যমে প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। অতঃপর ২০১৮ সালে তিনি প্রকল্পের সাথে যুক্ত হন। তিনি তিন দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি প্রশিক্ষণ ভাতা হিসেবে ১২০০ টাকা এবং এককালীন অনুদান হিসেবে ১৮০০০ টাকা পান প্রকল্প হতে। এখান থেকে কিছু টাকা তিনি মেয়ের যৌতুকের ঋণ শোধ করেন, কিছু টাকা দিয়ে ব্যবসার জন্য মালামাল যেমনঃ চামড়া, জুতার সোল, জুতার কালি, ব্রাশ প্রভৃতি কেনেন। আর বাকী টাকা তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন, যেন সেই টাকার সাথে আরও কিছু টাকা যুক্ত করে তিনি আবারও দোকান দিতে পারেন।

বর্তমানে তার দোকানে আগের থেকে গ্রাহক বেশী আসছে ফলে তার আয়ও বেড়ে গেছে। তিনি এখন দৈনিক প্রায় ৪০০-৬০০ টাকা আয় করেন। এখন তাদের সংসারে অভাব তেমন নেই। দুই জনের সংসার মোটামুটিভাবে পার হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান যে, তিনি এখন কিছু টাকা সঞ্চয়ও করছেন, যেন ভবিষ্যতে তিনি নিজের দোকান দিতে পারেন।

তিনি মনে করেন যে, প্রকল্পে যোগদানের ফলে তার ব্যবসার উন্নতি হয়েছে। এখন ব্যানার থাকার ফলে তার সামাজিক মর্যাদা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সাথে তার দোকানের গ্রাহকের পরিমাণও বেড়ে গেছে। তিনি আরও জানান যে, তার এই প্রকল্পে যোগদানের জন্য এবং অনুদান প্রাপ্তির জন্য তিনি কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হন নি। সবশেষে তিনি প্রকল্পের সাফল্য কামনা করেন এবং প্রত্যাশা করেন যে, এরকম সকল আদি প্রান্তিক পেশাজীবীদেরকেও প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

কর্মশালার তারিখ: ০৯-০৩-২০২০ ইং
কর্মশালার স্থান: উপজেলা অডিটরিয়াম, চান্দিনা উপজেলা, কুমিল্লা
কর্মশালার সময়: সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ:

১. প্রধান অতিথি : জনাব মো: মোশারফ হোসেন, পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
২. বিশেষ অতিথি : জনাব মোহা: কামরুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)- প্রকল্প।
৩. বিশেষ অতিথি : শ্রী বাবুলাল রবিদাস, উপ- পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
৪. অন্যান্য অতিথি : জনাব মো: হারুন অর রশীদ, সহকারী প্রকল্প পরিচালক।
৫. সভাপতি : জনাব নাছিমা আক্তার, উপজেলা সমাজসেবা কার্মকর্তা, চান্দিনা উপজেলা, কুমিল্লা।

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আলোচনাসমূহ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প "বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)"-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা চলাকালীন সময়ে গত ৯ই মার্চ ২০২০ তারিখ কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় স্থানীয় সমাজসেবা অধীদপ্তরের সহায়তায় উপজেলা সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০:০০ টা হতে বেলা ১:৩০ পর্যন্ত চান্দিনা উপজেলা সমাজসেবা কার্মকর্তা জনাব নাছিমা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সকল অংশগ্রহণকারী নিজনিজ পরিচয় দেন। পরিচয় পর্বের পর বিশেষ অতিথি হিসেবে আইএমইডি'র উপ-পরিচালক শ্রী বাবুলাল রবিদাস এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহা: কামরুজ্জামান স্বাগত বক্তব্য দেন। এছাড়াও স্বাগত বক্তব্য দেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: হারুন অর রশীদ এবং জেলা সমাজসেবা অফিস, কুমিল্লা-এর সহকারী পরিচালক। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আইএমইডি'র পরিচালক জনাব মো: মোশারফ হোসেন। এরপর সভাপতির অনুরোধ অনুযায়ী কর্মশালাটি পরিচালানা করেন ডিপিসি গ্রুপের প্রতিনিধি প্রফেসর ড. মো: রজ্জব আলী এবং তিনি সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এ পর্যায়ে সমীক্ষা দলের দলনেতা ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কর্মশালার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীদের সামনে মাল্টিমিডিয়ার সহায়তায় উপস্থাপন করেন। তিনি এই গবেষণা কাজের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে জানান যে, প্রান্তিক পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠী সমাজে অবহেলিত। তবে সরকার এ সকল পেশাজীবিদের উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে ২০ টি জেলার ১০২ টি উপজেলায় এবং এর মধ্যে ১০ টি উপজেলায় এর নিবিড় পরিবিক্ষণ করা হচ্ছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি'র মাধ্যমে। এই সমীক্ষার কাজে নিয়োজিত আছে ডিপিসি গ্রুপ নামক সংস্থা। তিনি অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, ডিপিসি গ্রুপ ইতিমধ্যে চান্দিনা উপজেলার বিভিন্ন বাজার ও গ্রাম এলাকায় নাপিত, জুতা মেরামতকারী ও বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী পেশায় নিয়োজিত প্রকল্প-উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করেছে এবং তাদের কাছ থেকে ইতোমধ্যে প্রশ্নমালার মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে।

সমীক্ষা গ্রুপের দলনেতা আলোকপাত করেন যে, প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। সেই সাথে তিনি প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম যথা ওস্তাদদের ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন, ৩ দিনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং সাগরেদদের ৬ মাসের ওস্তাদ-সাগরেদ পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়দি প্রশিক্ষণ ও অনুদান সহায়তা (১৮,০০০ টাকা জন প্রতি বা ৫ জনের গ্রুপে ৯০,০০০ টাকা, প্রশিক্ষণ ভাতা- তিন দিনে ওস্তাদ প্রশিক্ষণ ভাতা ১,২০০ টাকা, সাগরেদদের ৩ মাসের প্রশিক্ষণ ভাতা ৫,০০০ টাকা, প্রতি সাগরেদের জন্য ওস্তাদের ৩ মাসের মাসিক ভাতা ২০০ টাকা) প্রদানের বিষয় উল্লেখ করেন।

সেই সাথে নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য ও এই কর্মশালার আলোচ্য বিষয় বিষদভাবে বর্ণনা করেন যা নিম্নরূপঃ

স্থানীয় কর্মশালায় মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ ও পর্যালোচনা:

ক) অংশগ্রহণকারীদের জানা মতে প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ কি কি? - স্থানীয় উপকারভোগীদের মতে প্রকল্প থেকে চান্দিনা উপজেলায় তিনটি বিষয়ে (নাপিত, জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী ও বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী) প্রশিক্ষণ ও অনুদান পাওয়া যায়।

খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও তা দূরীকরণে কি করণীয়? - প্রশিক্ষণের মেয়াদ খুবই কম এটি বাড়ানো দরকার ও ৬ মাস পর পর পূণঃপ্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। প্রকল্প মনিটরিং ব্যবস্থায় দূর্বলতা আছে। সমাজকর্মীর তদারকি যথেষ্ট নয় তাদের অর্ধেক পদ শূণ্য, ৫২ রকম কাজের চাপে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার প্রকল্পের মাঠ তদারকিতে সময় দিতে পারেন না ও প্রকল্প অফিস থেকে তদারকি সীমিত। জেলা সমাজসেবা অফিসে বাড়তি জনবল দিয়ে ও মাঠ পর্যায়ে যাতায়াত ভাতা দিয়ে মনিটরিং বাড়ানো যেতে পারে।

চিত্র: চান্দিনায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার কিছু চিত্র

গ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে কবে? কিভাবে এই জরিপ কাজ সম্পাদিত হয়েছে? - এ বিষয়ে স্থানীয় উপকারভোগীরা তেমন অবগত নন বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের মতে উপজেলা সমাজসেবা অফিস থেকে জেনে মেম্বার চেয়ারম্যান তাদের নাম পাঠান।

ঘ) প্রশিক্ষণের জন্য বাছাইকৃত উপকারভোগীদের বাছাই কাজ সম্পাদনের জন্য কোন কমিটি আছে কি? থাকলে তারা কিভাবে এই বাছাই কাজ সম্পাদন করেছেন/করছেন? - ইউনিয়ন ও উপজেলা কমিটি আছে তবে স্থানীয় ভাবে বাছাই করার এখতিয়ার ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের। উপজেলা ও তদূর্ধ পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীরা নীতিমালা সংশোধন করে ইউনিয়ন কমিটি বাদ দেয়ার পক্ষে মত দেন।

ঙ) বাছাই প্রক্রিয়ায় কোন ধরণের সুপারিশের প্রয়োজন হয়েছিল/হচ্ছে কি? হয়ে থাকলে কিভাবে সেই সমস্যার সমাধান করেছেন/করছেন? - ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সুপারিশ না মেনে উপায় থাকেনা বলে উপজেলা ও তদূর্ধ পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীরা জানান। তাদের মতে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করণের জন্য ইউনিয়ন কমিটির প্রয়োজন থাকলেও তারা স্বজনপ্রীতি পরিহার করে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারছেন না। সেজন্য ইউ এন ওর নেতৃত্বে কমিটি নিরপেক্ষ ভাবে ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য মোতাবেক কাজ করতে পারে এবং প্রকল্পের উচ্চ পর্যায়ে তার তত্বাবধান হতে পারে।

চ) স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ উপকারভোগীদের পেশাগত জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে/ফেলছে? ৩ দিন মেয়াদি এই প্রশিক্ষণ তাদের জন্য যথেষ্ট কি না? না হলে এই প্রশিক্ষণ কেমন হওয়া উচিত? - উপজেলা ও তদূর্ধ পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের মতে তিন দিনের নামমাত্র প্রশিক্ষণ শেষে ১৮,০০০ অনুদান দেয়া তেমন উপকারে আসেনা, অনুদানের টাকা অন্য কাজে ব্যয় করার সুযোগ থেকে যায়। এককালীন অনুদান হওয়ায় সমাজসেবা অফিস থেকে তাদের তদারকি করার সুযোগ থাকে খুব সীমিত। “অনুদান দেয়ার আগে পাওয়া যায়, পরে আর ডেকেও পাওয়া যায়না”।

ছ) সাগরেদদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ তাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে কতটুকু ভূমিকা রাখছে/রাখবে? তাদের জন্য এই প্রশিক্ষণ যথেষ্ট কিনা? না হলে আরও কি করণীয়? - যথেষ্ট নয়। ৬ মাস পর পর ওস্তাদদের পূণঃপ্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। বাঁশ বেত কাজে স্বামী ওস্তাদ, স্ত্রী সন্তানেরা সাগরেদ হতে দেখা যায় এতে গুটিকয়েক পরিবারের মধ্যে সুযোগ সীমিত থেকে যায়। এ বিষয়ে নীতিমালা ও প্রয়োগ দরকার।

জ) প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে ওস্তাদ/সাগরেদ/স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের প্রদেয় ভাতা কত পাচ্ছেন? কত হওয়া উচিত? - বর্তমানে ১২০০ টাকা পাচ্ছেন তিন দিনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের জন্য যা সকল ওস্তাদই পেয়ে আসছেন।

ঝ) প্রশিক্ষণের পর প্রদত্ত অনুদান কত জন পেয়েছেন? কত করে পেয়েছেন? - ওস্তাদরা ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা সকলে ১৮,০০০ টাকা করে অনুদান পেয়েছেন।

ঞ) অনুদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সময়মতো পেয়েছেন কিনা? না হলে কত দিনপর পেয়েছেন? বিলম্ব দূর করার উপায় কি? - সময়মত পেয়েছেন এবং এতে কোন ব্যত্যয় হয়নি।

ট) প্রকল্পে ব্যবহৃত লগ বই এর ব্যবহার কতটুকু যুক্তিযুক্ত? কে এর ব্যবহার করে থোকেন? লগ বই এর ব্যবহার আরও ফলপ্রসূ করতে কি করণীয়? - অনেক ওস্তাদ অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত। তারা লগ বই লিখতে জানেন না। কিছু কিছু সমাজসেবা মাঠকর্মীও বলেছেন যে এটা তাদের জন্যও কঠিন যদিও ওস্তাদদের ওরিয়েন্টেশনে লগবই-এর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং মাঠকর্মীদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ওস্তাদরা কাজটি আরেন না শিক্ষাগ যোগ্যতার অভাবে এটা বোধগম্য কিন্তু মাঠকর্মীদের কাজটি ভালোভাবে করতে না পারার কারণ আগ্রহের অভাব। বর্তমান অবস্থায় কাজটি মাঠকর্মীদেরই করতে হবে। বর্তমানে হাজিরা খাতা সপ্তাহান্তে পূরণ করেন সমাজকর্মী, অনেক ওস্তাদ এটাও করতে পারেন না। ভবিষ্যতে প্রতি উপজেলায় প্রতি ট্রেডে ২/৪ জন শিক্ষিত ওস্তাদকে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়ে ও বিশেষ সহায়তা দিয়ে রিসোর্সপারসন হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে।

ঠ) দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য ওস্তাদ ও সাগরেদের নির্বাচন কে করে থাকেন? - ইউপি চেয়ারম্যানের সুপারিশে সমাজসেবা অফিসার ও ইউএনও।

ড) ওস্তাদ-সাগরেদের মধ্যে কোন ভালো সম্পর্ক আছে কি? থাকলে কিভাবে তারা দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত হয়েছেন? - ভালো সম্পর্ক আছে। ইউপি চেয়ারম্যানের সুপারিশে সমাজসেবা অফিসার।

ঢ) প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ায় উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক কোন পরিবর্তন হয়েছে/হচ্ছে কি? - হ্যাঁ । আয় বেড়েছে ২০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা দৈনিক। সঞ্চয়-এর ক্ষেত্রে অনেকে মাসিক ৩০০ টাকা সঞ্চয় করেন, ডিপিএস সঞ্চয় বাড়ছে, বিনিয়োগ বাড়ছে, বেশী করে উপকরণ কিনছেন, পেশার স্বীকৃতি পাচ্ছেন, কেউকেউ বিদেশে (নাপিত-মধ্যপ্রাচ্যে) কাজ পাচ্ছেন।

ণ) উপকারভোগীদের সামাজিক সচেনতা বৃদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে? - প্রশিক্ষণ/সভায় বলা, মাঠকর্মীর পরামর্শ প্রভৃতি উপায়ে।

ত) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে কি? - সমাজসেবা অফিসার তদারকি করেন, ইউ এন ও দেখেন, প্রকল্প অফিসে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠানো হয়।

থ) প্রকল্পটির ফলে উপকারভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা মানের কি কি পরিবর্তন এসেছে? - ঘর তৈরী/ মেরামত, পুষ্টিকর খাদ্য, পোশাক (তবে এখনো প্রায় অর্ধেক কর্মশালায় এসেছেন লুঙ্গি পরে), সন্তানের শিক্ষা, কৃষিতে বিনিয়োগ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে অনুদানের টাকা অনেকে ভিন্ন খাতে ব্যয় করেছেন- যেমন কৃষি, শিক্ষা, মহাজনি ঋণ শোধ ইত্যাদি। এরূপ ব্যয় বাড়তি আয় থেকে করা উচিৎ কিংবা নির্ধারিত খাতে পূণঃবিনিয়োগ করা উচিৎ ।

দ) প্রকল্পের কয়েকটি ভালো দিক উল্লেখ করুন: - প্রান্তিক পেশার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, প্রশিক্ষণ, অনুদান।

ধ) প্রকল্পের কয়েকটি দুর্বল দিক উল্লেখ করুন: - সমাজকর্মীর ভাতা অতি নগন্য যা প্রতি ব্যাচে প্রতি উপজেলায় জনপ্রতি বার্ষিক ২০০ টাকাও হয় না। সমাজসেবা অফিসার তা নেন না। ইউপি সমাজসেবা কর্মীর ৫০% পদ শূণ্য। চান্দিনা উপজেলার ১৩ ইউপি ও ১ পৌরসভার মোট ১৪ টির মধ্যে বর্তমানে ৭ জন সমাজকর্মী আছেন।

ন) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান ঝুঁকিসমূহ কি? - উপজেলা ও তদূর্ধ পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের মতে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বজনপ্রীতি চিন্তায় উপকারভোগী বাছাই করে ইউপি থেকে উপজেলায় তালিকা পাঠানো ।

প) প্রকল্পটি আরো কার্যকর করার জন্য আপনার পরামর্শ কি? - নীতিমালা সংশোধন করে ইউনিয়ন কমিটি বাতিল, সমাজসেবা কর্মীদের শূণ্য পদ পূরণ কিংবা প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং মারফত নিয়োগ, প্রশিক্ষণ মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি, ৬ মাস পর পর ওস্তাদদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত শিক্ষিত ওস্তাদদের প্রতি ট্রেডে রিসোর্স পুল সৃষ্টি, সমাজসেবা অফিসার

ও সমাজর্মীদের ভাতা যুক্তিযুক্ত করা, জুতা মেরামকারীদের বসার ব্যবস্থা করা, নাপিতদের সেলুন আধুনিকায়নের জন্য বাড়তি সহায়তা, বাঁশ-বেত পণ্যের জন্য বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও নতুন পেশা (নকশি কাঁথা, তাঁত) অনুসন্ধান।

ফ) প্রকল্পের ভবিষ্যত সুযোগসমূহ:- আলোচনার শেষদিকে প্রকল্প পরিচালক সংযোজন করেন যে, ভবিষ্যত প্রকল্পে দেশব্যপী অনলাইন জরিপের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে, আইডি কার্ড প্রদানের সুযোগ থাকবে এবং সয়ংক্রিয়ভাবে সুবিধা প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। তিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, দোকানের পরিবেশ, ওস্তাদ সাগরেদদের পোশাক পরিচ্ছদ, এপ্রোন পরিধান, পিপিই রাখা ও ব্যবহার, হাইজিন, স্মার্টনেস ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেন। তিনি প্রতিষ্ঠানে সাইনবোর্ড রাখা নিশ্চিত করতে বলেন। জুতা মেরামতকারীরা ঠিকানা বিহীন হওয়ায় সাইনবোর্ড রাখার সুবিধা না থাকায় তাদের ভ্যান গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলেন। সমীক্ষা দলের মতে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান দেয়া যায় বলে মনে করে।

সবশেষে সভাপতি সংযোজন করেন যে, সমাজকর্মীদের প্রয়োজন ও চাওয়া অনেক কিন্তু তারা খুব কম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। সভার সভাপতি ইউএনও অন্য সরকারি কাজে চান্দিনার বাইরে যাওয়ায় উপস্থিত থাকতে পারেননি তবে সভার শেষে সাক্ষাতে সার্বিক বিষয় অবহিত হন ও তার অভিমত দেন। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষনা করেন। বিশেষ করে তিনি প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামত, তথ্য প্রদান, সমীক্ষা দলের কাজ ও উপস্থাপনা, অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের ময়ামত এবং প্রকল্প পরিচালক ও আইএমইডি'র দিক নির্দেশনার ফলে প্রকল্পটি আরো সুন্দর ও স্থায়িত্বশীলতার দিকে অগ্রসর হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিশিষ্ট ৩: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী নামের তালিকা

এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পেশা	মোবাইল নং	জেলা
সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা				
১	আব্দুল মতিন	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৯২৪-৭৯৭৯৩৬	চাঁদপুর
২	ফয়েজ উল্লাহ	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৭৯২-৬৭৬২২০	চাঁদপুর
৩	লিটন পাল	কুমার	০১৮১৩-৩৭৭৭৫৬	চাঁদপুর
৪	নান্টু চন্দ্র পাল	কুমার	০১৭২৬-৮২৩৮৪৩	চাঁদপুর
৫	আছিয়া বেগম	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৩১৯-২৫১৮৭৭	চাঁদপুর
৬	সাহানারা বেগম	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৭৪৬-৩১৬৯২২	চাঁদপুর
৭	পারুল বেগম	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী		চাঁদপুর
৮	উজ্জল চন্দ্র পলাশ	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৭১৮-৩১৫০৯৭	বরগুনা
৯	কৃষ্ণ কান্ত হাওলাদার	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৭১০-৭৪৩৬৪০	বরগুনা
১০	রবিন দাশ	জুতা মেরামত/ প্রস্তুতকারী	০১৭৭৮-২০২৩৪০	বরগুনা
১১	বিপ্লব চন্দ্র দাস	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৭১৯-৫৪৩৫৩৯	বরগুনা
১২	উজ্জল চন্দ্র দাস	কামার	০১৭২৩-২৮৭৬৭৬	বরগুনা
১৩	বিপুল কর্মকার	কামার	০১৭১৯-৯০২১৩২	বরগুনা
১৪	অমৃত চন্দ্র দাস	কামার	০১৭২৩-২৮৭৬৭৬	বরগুনা
১৫	মিনতি রানী	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৫১-৫৬৯১৭০	বরগুনা
১৬	শান্তি রানী হাওলাদার	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৩১৪-৭২২৩৯১	বরগুনা
১৭	দিলীপ দাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭২৪-৪৩১৩৬১	বরগুনা
১৮	গৌতম কুমার শীল	নাপিত	০১৭৪৫-৬৩১৫৮৬	বরগুনা
১৯	স্বপন শীল	নাপিত	০১৭৫৬-৯৬১৭৮৫	বরগুনা
২০	সুনীল রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৮০৭-৯০৫৮৩৮	সুনামগঞ্জ
২১	যতন রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭০৯-০০৮১১১	সুনামগঞ্জ
২২	বীরবল রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৭২-৭৭৫৯৫৩	সুনামগঞ্জ
২৩	আব্দুল খালেক মিয়া	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৮৫৫-৩৩৭৪১০	সুনামগঞ্জ
২৪	মো: তাজুল ইসলাম	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৭৭২-৭৭৫৯৫৩	সুনামগঞ্জ
২৫	সুবোধ চন্দ্র	নাপিত	০১৭২৪-৩৭৫৪৯৭	সুনামগঞ্জ
২৬	সঞ্জয় চন্দ্র	নাপিত	০১৭৪৫-৯০৩৩৩৪	সুনামগঞ্জ
২৭	নিরঞ্জন শুক্ল বৈদ্য	নাপিত	০১৭০৯-০০৯২৭৩	সুনামগঞ্জ
২৮	চন্দন শুক্ল বৈদ্য	নাপিত	০১৭৫০-৬২৯৯৩৪	সুনামগঞ্জ
২৯	দেবল সরকার	কর্মকার	০১৭৩৫-৩১৯৮২৬	সুনামগঞ্জ
৩০	সত্যরঞ্জন দে	কর্মকার	০১৭৩৪-৯৬৩৪৩৩	সুনামগঞ্জ
৩১	দুর্গ সরকার	কর্মকার	০১৩১২-৩১৯৮২৬	সুনামগঞ্জ
৩২	সুশিল	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৮৬০-৬৯২৫৫২	বাগেরহাট
৩৩	হারিপদ ঋষি	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৮৬৪-৭৭২৭৫৮	বাগেরহাট
৩৪	শ্যামল রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৯২২-৩০৭২৩৪	বাগেরহাট
৩৫	সঞ্জয় ঋষি	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৮৫০-০৪১৫৫৫	বাগেরহাট
৩৬	পঞ্চানন	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী		বাগেরহাট
৩৭	যমুনা	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৭৫৯-৬৪৬৭৩২	বাগেরহাট
৩৮	দুর্গা	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৮৫৯-৫৯২১৭৪	বাগেরহাট
৩৯	নমিতা	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৮৬৭-৭৬৩৩৬১	বাগেরহাট
৪০	ঝর্ণা	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৯৩৪-৭১৯২১৪	বাগেরহাট
৪১	মিঠুন	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৯২৯-৪৫০০৫৬	বাগেরহাট
৪২	অনিক রায়	কামার	০১৭৬০-৮৪২১৬৭	কিশোরগঞ্জ

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পেশা	মোবাইল নং	জেলা
৪৩	ঝুটন চন্দ্র রায়	কামার	০১৭৭৫-৪০০৩০১	কিশোরগঞ্জ
৪৪	সমাপ্তি রাণী পাল	কুমার	০১৭৪১-৬৬৮১০২	কিশোরগঞ্জ
৪৫	কাজল পাল	কুমার	০১৯১০-৩৯৯৫৬১	কিশোরগঞ্জ
৪৬	কমল ঋষি	নাপিত	০১৭৬৮-০৬৪৩০৪	কিশোরগঞ্জ
৪৭	মিলন কুমার বিশ্বাস	নাপিত	০১৭৪৩-৩৭৯৫৭১	কিশোরগঞ্জ
৪৮	নারায়ণ রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৬৮-৭৪১৯০২	কিশোরগঞ্জ
৪৯	উমেষ রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৬৩৬-৩৭১৮৪৯	কিশোরগঞ্জ
৫০	সাইদুল ইসলাম	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৩০০-১১৬৯৪১	লালমনিরহাট
৫১	মো: জনাব আলী	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৭৬২-৩১৩০৬১	লালমনিরহাট
৫২	মতিউল ইসলাম	কামার	০১৩০৮-১৮৭১৭৬	লালমনিরহাট
৫৩	অতুল চন্দ্র রায়	কামার	০১৭৬৮-৬৬১১৮৩	লালমনিরহাট
৫৪	শামীম রহমান	কামার	০১৩১৩-২৭১৯০১	লালমনিরহাট
৫৫	নূর মোহাম্মদ	কাঁসা-পিতল প্রস্তুতকারী	০১৭৫২-০৮৬৭৪৬	লালমনিরহাট
৫৬	মো: সাজু মিয়া	কাঁসা-পিতল প্রস্তুতকারী	০১৭৪০-২৮১২৬৮	লালমনিরহাট
৫৭	ফুল কুমার দাস	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৭৩৫-৯৯০২০৮	লালমনিরহাট
৫৮	দিঘাম চন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭৩৭-৫৪৯৯০২	লালমনিরহাট
৫৯	যতীশ চন্দ্র শর্মা	নাপিত	০১৭৪৫-৫৪৫৮২৭	লালমনিরহাট
৬০	রতন রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭২৮-৯৭০১৮৩	লালমনিরহাট
৬১	সাধন চন্দ্র রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৬৭-১৮০৫৩৩	লালমনিরহাট
৬২	শ্রী বোচারাম	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৯৯২-৮৮৩৪৬৪	শেরপুর
৬৩	সুজন রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৯৩৫-৯৮৯৪৯৭	শেরপুর
৬৪	মিঠু রবিদাস	নাপিত	০১৪০৮-০৬১৯৭৪	শেরপুর
৬৫	শ্রী বুদু রবিদাস	নাপিত	০১৯৮৫-৫৭৪৫৩৪	শেরপুর
৬৬	যুগেশ রবিদাস	নাপিত	০১৭৩৬-২০৫৭৪১	শেরপুর
৬৭	সুজন	কামার	০১৯৩২-১৩৮৩১৬	শেরপুর
৬৮	মো: আবুল কালাম	কামার	০১৬১০-৭০৮৮৯০	শেরপুর
৬৯	মো: মানিক মিয়া	কামার	০১৩০০-৯৫৭৪০০	শেরপুর
৭০	ললিতা	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৯৩১-৭০৪৩২৯	শেরপুর
৭১	রুপন্তি পাল	কুমার	০১৭৮৩-৪২২৮০৪	শেরপুর
৭২	উজ্জল কুমার পাল	কুমার	০১৩১৮-৪৭২২৭৫	শেরপুর
৭৩	কাজল রাণী পাল	কুমার	০১৯৫৬-৫০৮৮০৮	শেরপুর
৭৪	রবিন্দ্র পাল	কুমার	০১৭১৩-৬৪০৬২১	কুমিল্লা
৭৫	পবিত্রা রাণী পাল	কুমার	০১৮১১-৯০২০৪৯	কুমিল্লা
৭৬	মহিপাল	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৫৯৫-৩৭৪৭৮৮	কুমিল্লা
৭৭	সফুরা	বাঁশ-বেত প্রস্তুতকারী	০১৮৪৫-১৮৩৯৮৪	কুমিল্লা
৭৮	সুনীল রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৮১৮-১৮০৭০০	কুমিল্লা
৭৯	সুমন রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৩৬-৯৬৩৬৫০	কুমিল্লা
৮০	দিলীপ চন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭৩১-৭৮৯৩৪৩	কুমিল্লা
৮১	মন্টু চন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭৯৪-৫৯৮২০৯	কুমিল্লা
৮২	কালী মোহন কর্মকার	কামার	০১৭৫৬-৪৮০৯০১	কুমিল্লা
৮৩	পাপন কর্মকার	কামার	০১৬৭১-৭৪৩৫৬৭	কুমিল্লা
সুবিধাভোগীনন এমন অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা				
১	শ্রীকান্ত দাস	নাপিত	০১৭২৩-৪৬৯৯৮৮	কুমিল্লা
২	বিশ্বজিৎ দাস	নাপিত	০১৮২৫-৩৩৪০৭৮	কুমিল্লা
৩	সঞ্জয় কর্মকার	কামার	০১৮৩৫-৯৮৭২০৮	কুমিল্লা
৪	সৌমেন দাস	নাপিত	০১৭৪৫-৩৩২০৫৮	কুমিল্লা

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পেশা	মোবাইল নং	জেলা
৫	হরপ্রসাদ দাস	নাপিত	০১৯২৫-৩৩২৫৮১	কুমিল্লা
৬	শ্রী সুশীল চন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭৩২-৫১৮৭১৫	বরগুনা
৭	নয়ন চন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭৬৫-৬৭২৮৩২	বরগুনা
৮	শুকু রঞ্জন শীল	নাপিত	০১৩১০-৮৭৬৯৫৮	বরগুনা
৯	বিপুল চন্দ্র দাস	নাপিত	০১৭৫৬-১৪০৪৫১	বরগুনা
১০	সঞ্জিব চন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭২৪-৮০২৫৪১	বরগুনা
১১	লিটন চন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭১২-৯৮৪৭৭৩	বরগুনা
১২	শ্রী রমেশ চন্দ্র ঋষি	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৬৩-৪৮৭১৮৭	বরগুনা
১৩	নিপু চন্দ্র দাস	নাপিত	০১৭৪৪-২৩৯৮৮৪	বরগুনা
১৪	বিপুল চন্দ্র হাওলাদার	নাপিত	০১৭১৮-১৮০৯৭৩	বরগুনা
১৫	সখী রানী	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৭৬৩-৪৮৭১৮৭	বরগুনা
১৬	যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭২৮-৮৭৯৫৭০	বরগুনা
১৭	নারায়ণ চন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭৫৭-১১৬৩৭০	বরগুনা
১৮	পরিমল দে	কামার	০১৭২৮-৫২০৩৭৪	সুনামগঞ্জ
১৯	হেমেন্দ্র শীল	নাপিত	০১৭৪৬-৬৩৪০৭৬	সুনামগঞ্জ
২০	দুলাল রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৩০১-০৮০৯২৬	সুনামগঞ্জ
২১	নান্টু রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৩০৭-৫১১২৩৪	সুনামগঞ্জ
২২	মনু রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৪৬-২১২০০৬	সুনামগঞ্জ
২৩	রামচরণ রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৩০৫-৬৯৯৮৭৬	সুনামগঞ্জ
২৪	মিলন রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৩০১-০৮০৯২৬	সুনামগঞ্জ
২৫	রঞ্জিত দাস	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৭৬৭-৮৯৮৪৬৩	বাগেরহাট
২৬	স্বপন বিশ্বাস	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৯৪১-২৩৭৩২১	বাগেরহাট
২৭	কৃষ্ণ বিশ্বাস	কামার	০১৯৮০-১২৮৭২৬	বাগেরহাট
২৮	বাসুদেব সরকার	নাপিত	০১৮৫৮-১৮৩৪৯৯	বাগেরহাট
২৯	নিত্য বিশ্বাস	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৯৯৮-৩২৩৮৫১	বাগেরহাট
৩০	রিনা দাস	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৯৪৫-৯৯৬১৫১	বাগেরহাট
৩১	কবিতা দাস	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৯৩৫-০৬১৩৯২	বাগেরহাট
৩২	চম্পা দাস	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৭৭৭-৫২৭৯৫২	বাগেরহাট
৩৩	সাথি বিশ্বাস	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী		বাগেরহাট
৩৪	রিতা রাণী দাস	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী		বাগেরহাট
৩৫	হালিমা খাতুন	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৭৫২-০৯৪৬৭১	কিশোরগঞ্জ
৩৬	মদন কুমার দাস	কামার	০১৯২২-৪৭৫৩৩৯	কিশোরগঞ্জ
৩৭	মো: দুলাল মিয়া	কামার	০১৭৪১-৫৭৫০৮৭	কিশোরগঞ্জ
৩৮	আবু কালাম	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৭৫২-০৯৪৬৭১	কিশোরগঞ্জ
৩৯	রেণু পাল	কুমার	০১৯৬৫-০২০৪৮৩	কিশোরগঞ্জ
৪০	প্রশান্ত কুমার দাস	কামার	০১৭৪১-৭২৬৩৯১	কিশোরগঞ্জ
৪১	অজন্তা রাণী পাল	কুমার	০১৯০৫-১৬৭৮২০	কিশোরগঞ্জ
৪২	মৌমিতা রাণী পাল	কুমার	০১৭৯৬-৪৫৫১২৬	কিশোরগঞ্জ
৪৩	মোখলেস	কামার	০১৭৭৮-৪৬৬৯৬১	কিশোরগঞ্জ
৪৪	আনু	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৭৫২-০৯৪৬৭১	কিশোরগঞ্জ
৪৫	শ্রী মাখন চন্দ্র রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৯৬-৭৮৩৯৩৭	লালমনিরহাট
৪৬	শ্রী রঞ্জিৎ চন্দ্র রায়	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৭৩-৩১২৪৫০	লালমনিরহাট
৪৭	শ্রী চরণ রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৬০-৫৬৭৫২৮	লালমনিরহাট
৪৮	শ্রী মনরঞ্জণ শর্মা	নাপিত	০১৭৩৭-৯০৮৬৪৪	লালমনিরহাট
৪৯	নলিনী পাল	কুমার	০১৭৭৪-৩৬০৬৬২	লালমনিরহাট
৫০	শ্রী দীনেশ চন্দ্র পাল	কুমার	০১৭৭৩-০৮৩৯৬১	লালমনিরহাট
৫১	শ্রী বীরেন চন্দ্র পাল	কুমার	০১৭৭৩-১৬৪৭৬৯	লালমনিরহাট

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পেশা	মোবাইল নং	জেলা
৫২	শ্রী ধীরেণ চন্দ্র পাল	কুমার	০১৭৭৪-৩৬০৬৬২	লালমনিরহাট
৫৩	দীপু চন্দ্র বর্মন	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৭৫৭-৮৭৩৮৭৫	লালমনিরহাট
৫৪	বিমল চন্দ্র	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭৬২-৯৫৫১১৯	লালমনিরহাট
৫৫	মনগোলা রবিদাস শ্যামল	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৭১৭-৬০১৪৬৯	লালমনিরহাট
৫৬	দীলিপ কুমার শীল	নাপিত	০১৭৮৫-৩৬৮৬৪৩	লালমনিরহাট
৫৭	লিটন কুমার পাল	কুমার	০১৯১৫-৪২৯০৫৭	শেরপুর
৫৮	ঝর্ণা রাণী পাল	কুমার	০১৭৮৪-৩৫০৩৫৬	শেরপুর
৫৯	সোহাগ দাস	কুমার	০১৭৮০-২৬৩২২০	শেরপুর
৬০	পুস্প রাণী বর্মণ	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৯৯২-৫৫৭৪৪৬	শেরপুর
৬১	লিপি রাণী পাল	কুমার	০১৮৬২-৮৮১৮৪৬	শেরপুর
৬২	শ্রী মতি চাঁন রাম রবিদাস	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী		শেরপুর
৬৩	শান্ড	জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী	০১৯৩৯-০২২২০৬	শেরপুর
৬৪	লতা পাল	কুমার	০১৮৬৬-৮৬০৮৩১	কুমিল্লা
৬৫	পার্বতী	কুমার	০১৮৫৬-১৯৪০৫১	কুমিল্লা
৬৬	অঞ্জনা	কুমার	০১৭১০-২৯১১৪৭	কুমিল্লা
৬৭	পপি	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৮৬৮-৮২৫৬৫০	কুমিল্লা
৬৮	মোর্শেদা	বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	০১৮২৬-৫২৩৬৪৮	কুমিল্লা
৬৯	প্রদীপ	নাপিত	০১৭২৭-৩০২২০২	কুমিল্লা
৭০	বাদল	নাপিত	০১৭১৯-৮৫৩৫৩৭	কুমিল্লা
৭১	তপন কর্মকার	কামার	০১৪০৬-৫০৪৮৪৩	কুমিল্লা
৭২	সাগর কর্মকার	কামার	০১৫৯৫-৩৭৫৮৮৭	কুমিল্লা

ক) উপ-পরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	উত্তরদাতার নাম	পদবী	উপজেলা	জেলা	মোবাইল নং
উপ-পরিচালক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা					
১	জেড.এম.মিজানুর রহমান খান	উপ-পরিচালক	-	কুমিল্লা	০১৭১১-৪৫৫১৬৩
২	নাছিমা আক্তার	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	চান্দিনা	কুমিল্লা	০১৬৮৩-৬৫৩৯৪৫
৩	মোছাঃ শামীমা শারমীন	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদর দক্ষিণ	কুমিল্লা	০১৭১২-২৫৪০৫৩
৪	মোঃ আরিফুল ইসলাম	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	মনোহরগঞ্জ	কুমিল্লা	০১৬৭৭-৬৫১১২৩
৫	এ.টি.এম. আমিনুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	-	শেরপুর	০১৭০৮-৪১৪১৪৪
৬	মোঃ আল আমিন	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	ঝিনাইগাতি	শেরপুর	০১৭০৮-৪১৫০২৩ ০১৮২৯-১৪৬৭৬৪
৭	মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদর	শেরপুর	০১৭০৮-৪১৫০২৬
৮	অনিরুদ্ধ কুমার রায়	উপ-পরিচালক	-	লালমনিরহাট	০১৭০৮-৪১৪১৫৬
৯	নূর-ই-জান্নাত	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদর	লালমনিরহাট	০১৭৩৮-২৫৪২০৭
১০	সুকান্ত সরকার	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	কালীগঞ্জ	লালমনিরহাট	০১৭১৭-০১৩৯৯৩
১১	মোঃ শহিদুল্লাহ	সহকারী পরিচালক	-	কিশোরগঞ্জ	০১৭২০-৮৩৮২৯৪
১২	মোঃ রুহুল আমিন	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	পাকুন্দিয়া	কিশোরগঞ্জ	০১৭০৮-৪১৪৮৮১
১৩	বাবুল মিয়া	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	বাজিতপুর	কিশোরগঞ্জ	-
১৪	মোঃ আবু মুছা	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	চিতলমারী	বাগেরহাট	০১৭৫৬-৯৩০৪৯০
১৫	সবুর আলী	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	ফকিরহাট	বাগেরহাট	০১৭০৮-৪১৪৯৩৬
১৬	সুচিত্রা রায়	উপ-পরিচালক	-	সুনামগঞ্জ	০১৭০৮-৪১৪১৬৩
১৭	মাহাবুবুর রহমান	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ	০১৭০৮-৪১৫১৭৭
১৮	তাছলিমা আক্তার লিমা	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	০১৯১৫-৫৪৬৫৭৬
১৯	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	-	সিরাজগঞ্জ	০১৭১১-৪৭৮৬৬৭
২০	মোঃ আলাউদ্দীন	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	কাজীপুর	সিরাজগঞ্জ	০১৭১২-৮২৫৩৪২
২১	আমিরুল আলম	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	০১৬৮০-৫৯১০০৯
২২	রজত শুভ্র সরকার	উপ-পরিচালক	-	চাঁদপুর	০১৭০৮-৪১৪১০৯
২৩	শাহাদাত হোসেন	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	০১৭০৮-৪১৪৭৬২

খ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নামের তালিকা

ক্রমিক নং	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নাম	উপজেলা	জেলা	মোবাইল নং
১	মিয়া মোহাম্মদ কেয়াম উদ্দিন	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	কুমিল্লা	০১৭৩৩-৩৫৪৯৩৬
২	রুবেল মাহমুদ	ঝিনাইগাতি	শেরপুর	০১৭৮৪-০৯০৮০৬
৩	মোঃ রবিউল হাসান	কালীগঞ্জ	লালমনিরহাট	০১৭৩৩-৩০০২১৩
৪	মোঃ নাহিদ হাসান	পাকুন্দিয়া	কিশোরগঞ্জ	০১৭০৫-২৯১৬৩০
৫	মোছাঃ শাহানাজ পারভীন	ফকিরহাট	বগেরহাট	০১৭৩৩-৩৬০২৩৩
৬	বিজেন ব্যানার্জী	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ	০১৭৩০-৩৩১১০৯
৭	মোঃ রাজীব আহসান	বেতাগী	বরগুনা	০১৭৩৩-৩৪৮০২৯
৮	মোঃ জাহিদ হাসান সিদ্দিকী	কাজীপুর	সিরাজগঞ্জ	০১৭৩৩-৩৩৫০২৮

গ) উপজেলা চেয়ারম্যানগণের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	উত্তরদাতার নাম	পদবী	উপজেলা	জেলা	মোবাইল নং
১	তপন বকসী	চেয়ারম্যান	চান্দিনা	কুমিল্লা	০১৮৪১-৮৪৮১৯৫
২	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	চেয়ারম্যান	ঝিনাইগাতী	শেরপুর	-
৩	মোঃ কামরুজ্জামান সুজন	চেয়ারম্যান	সদর	লালমনিরহাট	০১৭১৬-৮২৩০২৮
৪	ছারওয়ার আলম	চেয়ারম্যান	বাজিতপুর	কিশোরগঞ্জ	০১৭১১-৩৭১২৬১
৫	এম এম মাহাতাবুজ্জামান	ভাইস চেয়ারম্যান	চিতলমারী	বাগেরহাট	০১৭১৩-৯১২৯২৭
৬	ফারুক আহমদ	চেয়ারম্যান	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	০১৭১৫-৫২৫১২৪
৭	ইমরুল হোসেন তালুকদার	চেয়ারম্যান	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	০১৭১৯-১২৮৭০১
৮	আখতারুজ্জামান খান বাদল	চেয়ারম্যান	আমতলী	বরগুনা	-

ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মেম্বারগণের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	উত্তরদাতার নাম	পদবী	ইউনিয়ন/পৌর সভা	উপজেলা	জেলা	মোবাইল নং
১	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মেম্বার	সোনামুখী	কাজীপুর	সিরাজগঞ্জ	০১৭৪৮-৯৩৭৬৫২
২	আব্দুস সালাম হাওলাদার	মেম্বার	৭ নং সরিষামুড়ি	বেতাগী	বরগুনা	০১৭৫৮-০৫৪৩০২
৩	আব্দুল মতিন মোল্লা	মেম্বার	বারপাড়া	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	কুমিল্লা	০১৮১১-২৬৮৪৩২
৪	মোঃ মানিক মিয়া	মেম্বার	কামারিয়া	সদর	শেরপুর	০১৭২৪-২৫৯৯৮৩
৫	মুহাঃ দেলওয়ার হোসেন	চেয়ারম্যান	পঞ্চগ্রাম	সদর	লালমনিরহাট	০১৭১২-৮৩৩৪৩৯
৬	মোছাঃ নিশা আক্তার	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য	বাজিতপুর	বাজিতপুর	কিশোরগঞ্জ	০১৯১১-৫৯৫১২৪
৭	সেখ লিয়াকত হোসেন	মেম্বার	৫নং বাহিরদিয়া মানসা	ফকিরহাট	বাগেরহাট	০১৯১৭-৯৫১৪৫৯
৮	মোঃ মাসুদ মিয়া	চেয়ারম্যান	২ নং জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	০১৭৪০-৯২৬৬৪৬

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালীন ধারণ করা কিছু আদি পেশার মানুষের ছবি:

চিত্র ১: নাপিত

চিত্র ২: বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী

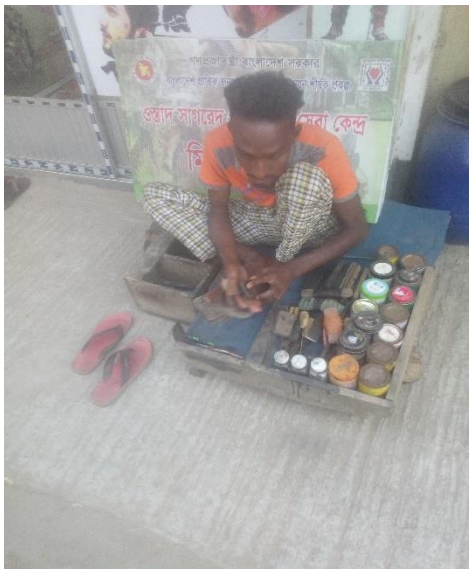

চিত্র ৩: জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী

চিত্র ৪: জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী

চিত্র ৫: উপকারভোগীদের এফজিডি

চিত্র ৬: কুমার

চিত্র ৭: কামার

চিত্র: নাপিত, সদর দক্ষিণ কুমিল্লা উপজেলা

চিত্র: কামার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা

উত্তরদাতার ক্রমিক নং					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

==========

উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নাবলি

উপকারভোগীর ধরণ: [কোড: ১=ওস্তাদ, ২=সাগরেদ, ৩=৩ দিনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ (সফ্ট স্কিল)] ☐

১.০.	**সাধারণ তথ্যাদিঃ [ওস্তাদ-সাগরেদ সকলের জন্য প্রযোজ্য]**	
১.১	উপকারভোগীর নামঃ	
১.২	উপকারভোগীর পিতা/স্বামীর নামঃ	
১.৩	ক) গ্রাম/মহল্লাঃ খ) ইউনিয়নঃ গ) উপজেলাঃ ঘ) জেলাঃ	
১.৪	জাতীয় পরিচয়পত্র নং (বাধ্যতামূলক নয়):	
১.৫	আপনার বয়সঃ ---------- বছর।	
১.৬	মোবাইল নং:----------	
১.৭	বৈবাহিক অবস্থাঃ [কোড: ১= অবিবাহিত, ২= বিবাহিত, ৩= বিধবা, ৪= তালাক প্রাপ্ত, ৫= বিচ্ছিন্ন]	
১.৮	আপনার পেশার ধরণ কি? [কোড: ১=কামার, ২=কুমার, ৩=নাপিত, ৪=জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী, ৫=বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্ততকারী, ৬=কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী]	
২.০	**আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ [ওস্তাদ-সাগরেদ সকলের জন্য প্রযোজ্য]**	
২.১	আপনার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা কত? ১) মোট সংখ্যা:.....জন। ২) পুরুষ.....জন। ৩) নারী.....জন। ৪) বালক (১৮ বছরের কম).....জন। ৫) বালিকা (১৮ বছরের কম).....জন। ৬) প্রতিবন্ধী ..... জন।	
২.২	আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা? [কোড: ১=অক্ষরজ্ঞানহীন, ২=৫ম শ্রেণী পর্যন্ত, ৩=৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণী, ৪=দশম শ্রেণীর নিচে, ৫=এসএসসি, ৬=দ্বাদশ শ্রেণীর নিচে, ৭=এইচএসসি, ৮=স্নাতক বা তার উপর]	
২.৩	পরিবারে উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা কতজন? ক) মোট..... জন। খ) পুরুষ .....জন। গ) নারী ..... জন ।	
২.৪	আপনার বাসস্থানের মালিকানা কেমন? [কোড: ১=নিজস্ব বাড়ী, ২=ভাড়া বাড়ি, ৩=অন্যের বাড়ী, ৪=সরকারি জায়গায়]	
২.৫	বসবাসরত বাসস্থানের ধরণ কেমন? [কোড: ১=পাকা, ২=অর্ধ-পাকা, ৩=কাঁচা, ৪=ঝুপড়ি ঘর]	
২.৬	আপনার পরিবারের কতজন সদস্য বর্তমানে লেখাপড়ায় নিয়োজিত আছে? ১) মোট..... জন, ২) ছেলে ..... জন, ৩) মেয়ে..... জন। ৪) কেউ নিয়োজিত নেই।	
২.৭	আপনার পরিবারের কতজন সদস্য (১৮ বছরের কম) শিশুশ্রমে নিয়োজিত? ১) মোট..... জন, ২) ছেলে ..... জন, ৩) মেয়ে..... জন। ৪) কেউ নিয়োজিত নেই।	
৩.০	**সুবিধাভোগী নির্বাচন ও ধরণঃ [ওস্তাদ-সাগরেদ সকলের জন্য প্রযোজ্য]**	
৩.১	আপনি কোথা থেকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির কথা শুনেছেন? [কোড: ১=সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে, ২=সমাজসেবা অফিসের জরিপ কাজ চলার সময়, ৩=আত্মীয়ের মাধ্যমে, ৩=প্রতিবেশীর মাধ্যমে, ৪=ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বারের মাধ্যমে, ৫=পত্রিকার মাধ্যমে, ৬=টিভি, ৭=অন্যান্য----------]	
৩.২	কত সালে আপনি অত্র প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে যোগ দিয়েছেন?	

	[কোড: ১=২০১৭ সালে, ২= ২০১৮ সালে, ৩=২০১৯ সালে]	
৩.৩	প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে কারো সুপারিশ বা প্রভাব লেগেছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না] [বি.দ্র: উত্তর 'না' হলে ৩.৫ ও ৩.৬ বাদ যাবে]	
৩.৪	উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কার সুপারিশ বা প্রভাব লেগেছে? [কোড: ১=সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোন ব্যক্তির, ২=স্থানীয় প্রশাসনের কোন ব্যক্তির, ৩=স্থানীয় মাতব্বর বা মোড়লের, ৪=স্থানীয় সরকারি কোন কর্মচারির, ৫=স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেম্বর, ৬=স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা/কর্মীর, ৭=উত্তর দিতে অনিচ্ছুক, ৮=অন্যান্য..... (উল্লেখ করুন)।	
৩.৫	উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কি ধরণের প্রভাব লেগেছে? [একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য] [কোড: ১=আর্থিক লেন-দেন, ২=প্রভাবশালী ব্যক্তির হয়ে কাজ করা, ৩=কোন বিনিময় ছাড়া সুপারিশ করেছিল, ৪=অন্যান্য.....	
৩.৬	ওস্তাদ-সাগরেদ হিসেবে আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? [কোড: ১=আত্মীয়, ২=আত্মীয় নয়]	
৩.৭	ওস্তাদের সাথে সাগরেদের সংযুক্তি কে ঠিক করে দিয়েছে? [কোড: ১=ওস্তাদের পছন্দ অনুযায়ী, ২=সাগরেদের পছন্দ অনুযায়ী, ৩=উভয়ের পছন্দ অনুযায়ী, ৪=সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে, ৫=এলাকার চেয়ারম্যান/মেম্বারের মাধ্যমে, ৬=অন্যান্য ----------]	
৪.০	**সাগরেদ হিসেবে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ ও এর দক্ষতাঃ (শুধুমাত্র সাগরেদদের জন্য প্রযোজ্য)**	
৪.১	আপনি কত বছর যাবৎ এ পেশার সাথে যুক্ত আছেন? ..... বছর।	
৪.২	আপনি সাগরেদ হিসেবে কোন ধরণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন? [কোড: ১=শুধুমাত্র ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ, ২=৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও ওস্তাদের সাথে আরো অতিরিক্ত ৩ মাসের হাতে কলমে কাজের সংযুক্তি]	
৪.৩	আপনি সপ্তাহে কতদিন প্রশিক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন/করেন? [কোড: ১=৭ দনি, ২=৬ দিন, ৩=৫ দিন, ৪=৪ দিন, ৫=৩ দিন, ৬=২ দনি, ৭=মাত্র ১দিন]	
৪.৪	ওস্তাদ আপনাকে প্রতিদিন কত সময় প্রশিক্ষণ দান করেন? [কোড: ১=৪ ঘন্টার কম, ২=৪-৬ ঘন্টা, ৩=৭-৮ ঘন্টা, ৪=৮-১০ ঘন্টা, ৫=১০ ঘন্টার বেশী]	
৪.৫	প্রশিক্ষণ কালীন সময়ে আপনার ওস্তাদের সাথে কয়জন সাগরেদ সংযুক্ত ছিল/আছেন? [কোড: ১=১ জন, ২=২ জন, ৩=৩ জন, ৪=৪ জন, ৫=৫ জন, ৬=৫ জনের বেশী]	
৪.৬	আপনার ওস্তাদ আপনাকে প্রশিক্ষণ প্রদানে কতটা দক্ষ? [কোড: ১=খুব দক্ষ, ২=মোটামুটি দক্ষ, ৩=অল্প দক্ষ, ৪=মোটেও দক্ষ নয়]	
৪.৭	আপনার ওস্তাদ সাগরেদদের প্রশিক্ষণ প্রদানে কতটা আন্তরিক? [কোড: ১=খুবই আন্তরিক, ২=মোটামুটি আন্তরিক, ৩=অল্প আন্তরিক, ৪=মোটেও আন্তরিক নয়]	
৪.৮	আপনার জানা মতে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সাগরেদরা কতটা আন্তরিক ছিল? [কোড: ১=খুব বেশী আন্তরিক, ২=মোটামুটি আন্তরিক, ৩=অল্প আন্তরিক, ৪=মোটেও আন্তরিক নয়]	
৪.৯	সাগরেদরা আন্তরিক 'না' হয়ে থাকলে, তার কারণ কি? [একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য] [কোড: ১=জায়গার অপ্রতুলতা, ২=যন্ত্রপাতির অভাব, ৩=এক সাথে বেশী সাগরেদ সংযুক্তি, ৪=ওস্তাদগণের বেশী সময় না দেয়া, ৫=প্রশিক্ষণ ভাতা কম, ৬=প্রশিক্ষণ প্রদানে ওস্তাদগণের বিরক্তি ভাব, ৭=অন্য কোন কারণ.....]	
৪.১০	ওস্তাদ-সাগরেদ প্রশিক্ষণে সাগরেদদের আন্তরিকতা বাড়ানোর উপায় কি? [একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য] [কোড: ১=ওস্তাদদের আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করা, ২=হাজিরা খাতা ব্যবহার, ৩=ঠিক মতো লগ বই ব্যবহার করা, ৪=স্থানীয় সমাজসেবা অফিস হতে বেশী বেশী মনিটরিং করা, ৫=একা একা কাজ করার সুযোগ বাড়ানো, ৬=অন্যান্য .....]	
৪.১১	আপনার ওস্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জায়গাটির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন/স্বাস্থ্যকর ছিল কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.১২	ওস্তাদ হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ আপনার কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগছে/লাগবে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.১৩	প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে পেশাগত কাজে আপনার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে/বাড়বে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.১৪	যদি আত্মবিশ্বাস বেড়ে থাকে তাহলে কি ধরণের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে/বাড়বে? [কোড: ১=একা একা কাজ করতে পারি/পারব, ২=অন্য আরেকজনকে সহযোগিতা করতে পারি/পারব, ৩=নিজেই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারি/পারব, ৪=অন্যান্য .....]	
৪.১৫	দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প হতে কোন প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.১৬	উত্তর 'হ্যাঁ' হলে এককালীন কত টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন? ..... টাকা।	
৪.১৭	৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহনের জন্য প্রদত্ত ভাতা যথেষ্ঠ কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	

৪.১৮	উত্তর ‘না’ হলে, প্রশিক্ষণ ভাতা এক কালীন কত টাকা হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে? ..... টাকা।	
৪.১৯	আপনার ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.২০	উত্তর ‘হ্যাঁ’ হলে, ৩ মাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদের সাথে/দোকানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেছেন/করছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.২১	যদি উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে ওস্তাদের কারখানা/প্রতিষ্ঠানে হতে কোন পারিশ্রমিক পেয়েছেন/পাচ্ছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না] [উত্তর ‘না’ হলে ৪.২২ ও ৪.২৪ বাদ যাবে]	
৪.২২	উত্তর ‘হ্যাঁ’ হলে, দৈনিক কত টাকা করে পারিশ্রমিক পেয়েছেন/পাচ্ছেন? ..... টাকা।	
৪.২৩	পারিশ্রমিক পেয়ে থাকলে, প্রাপ্ত পারিশ্রমিক (সম্ভাব্য অন্যান্য সুযোগের তুলনায়) যথেষ্ট কি না? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.২৪	উত্তর ‘না’ হলে কেন সংযুক্ত আছেন? ১=অনুদানের আশায়, ২= পেশায় ভবিষ্যতে ভাল করার আশায়, ৩= নিজে ব্যবসা করবেন আশায়, ৪=ঋণ পাওয়ার আশায়, ৫=অন্যান্য	
৪.২৫	প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ভাতা পেতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.২৬	যদি ‘হ্যাঁ’ হয়, তবে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? [কোড: ১=প্রশিক্ষণ ভাতা পেতে দেরী হয়, ২=প্রশিক্ষণ ভাতার পুরোটা পাওয়া যায়নি, ৩=অন্যান্য সমস্যা.....]	
৫.০	**প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ ও লগ বই ব্যবহারঃ (শুধুমাত্র ওস্তাদের জন্য প্রযোজ্য)**	
৫.১	সাগরেদদের হাজিরা নেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৫.২	উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে হাজিরা নেওয়া হয়েছে/হচ্ছে? [কোড: ১=হাজিরা খাতা, ২=লগ বই, ৩=নিরোত্তর]	
৫.৩	আপনার হাজিরা কিভাবে নিশ্চিত করা হয়? [কোড: ১=লগ বই-এর মাধ্যমে নিজ স্থানে, ২=লগ বই-এর মাধ্যমে উপজেলা অফিসে, ৩=নিরোত্তর]	
৫.৪	মাঠ কর্মী নিয়মিত আপনার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করতে আসতেন/আসেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৫.৫	উত্তর ‘হ্যাঁ’ হলে সাধারণত: কতদিন পর পর পরিদর্শন করতে আসতেন/আসেন? [কোড: ১=সপ্তাহে ১দিন, ২=সপ্তাহে ১দিনের বেশী, ৩=পনের দিন পর পর, ৪=মাসে ১ দিন, ৫=মাঝে মধ্যে]	
৬.০	**সনদ পাওয়াঃ (ওস্তাদ-সাগরেদ সকলের জন্য প্রযোজ্য)**	
৬.১	প্রশিক্ষণ শেষে আপনি কোন প্রকার সনদ পেয়েছেন/পাবেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নাই]	
৬.২	উত্তর ‘না’ হলে আপনি সনদপত্র পেতে চান কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৬.৩	সনদপত্র আপনার কি কাজে লাগবে বলে মনে করেন? [কোড: ১=সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, ২=আত্ম-বিশ্বাস বাড়বে, ৩=কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেতে কাজে লাগবে, ৪=চাকুরী নিয়ে বিদেশ যেতে কাজে লাগবে, ৫=নিজ প্রতিষ্ঠান গড়া যাবে, ৬=ব্যাংক ঋণ পাওয়া যাবে, ৭=অন্যান্য.....]	
৭.০	**ওস্তাদ (Master Craft Person=MCP) প্রশিক্ষণ দানঃ (শুধুমাত্র ওস্তাদের জন্য প্রযোজ্য)**	
৭.১	আপনি কত সালে অত্র প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ওস্তাদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন? [কোড: ১=২০১৭ সালে, ২= ২০১৮ সালে, ৩=২০১৯ সালে]	
৭.২	স্বল্প মেয়াদি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.৩	ভাতা পেয়ে থাকলে মোট কত টাকা পেয়েছেন? ..... টাকা।	
৭.৪	প্রাপ্ত ভাতা যথেষ্ঠ বলে মনে করেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.৫	যথেষ্ঠ না হলে, ৩ দিনের জন্য মোট কত টাকা হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে?..... টাকা।	
৭.৬	স্বল্প মেয়াদি (৩ দিনের) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ শেষে আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য কোন আর্থিক অনুদান পেয়েছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.৭	উত্তর হ্যাঁ হলে, এককালীন কত টাকা অনুদান পেয়েছেন? ..... টাকা।	
৭.৮	প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ কি কাজে ব্যয় করেছেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য) [কোড: ১=ব্যবসা সম্প্রসারণে, ২=নতুন মালামাল ক্রয়ে, ৩=প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ে, ৪=প্রাথমিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি (first aid box) ক্রয়ে, ৪=পারিবারিক ব্যয় মিটাতে, ৫=অন্যান্য.....]	
৭.৯	প্রাপ্ত অনুদানের টাকার পরিমাণ যথেষ্ট বলে মনে করেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.১০	প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য অনুদানের অর্থ গুপে নিতে ইচ্ছুক কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.১১	উত্তর **‘না’** হলে, অনুদানের অর্থ গুপে না নিতে চাওয়ার কারণ কি?.....	
৭.১২	স্বল্প মেয়াদি (৩ দিনের) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদ হিসেবে সাগরেদদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান	

	কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.১৩	উত্তর হ্যাঁ হলে, এ পর্যন্ত কতজন সাগরেদকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন? .....জন।	
৭.১৪	আপনার অধীনে এক সাথে বেশীর ভাগ সময় কতজন করে সাগরেদ প্রশিক্ষণ নিয়েছে/নিচ্ছে? ..... জন।	
৭.১৫	দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহনে সাগরেদরা কতটা আগ্রহী? [কোড: ১=খুবই আগ্রহী, ২=মোটামুটি আগ্রহী, ৩=অল্প বিস্তর আগ্রহী, ৪=মোটেও আগ্রহী নয়]	
৭.১৬	দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে সাগরেদদের আগ্রহী না হয়ে থাকলে তার কারণ কি? [কোড: ১=শ্রমের বাজার মূল্যের তুলনায় প্রশিক্ষণ ভাতা কম, ২=প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোর সাথে তাল মিলাতে না পারা, ৩=শিক্ষার অভাব, ৪=প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে না পারা, ৫=অন্যান্য .....]	
৭.১৭	সমাজসেবা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদি (৩ দিনের) প্রশিক্ষণ পেয়ে আপনি কতটা সন্তুষ্ট? [কোড: ১=খুবই সন্তুষ্ট, ২=মোটামুটি সন্তুষ্ট, ৩=অল্প বিস্তর সন্তুষ্ট, ৪=মোটেও সন্তুষ্ট নই]	
৮.০	**উপকারভোগীদের জীবন-মান উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকাঃ [ওস্তাদ-সাগরেদ সকলের জন্য প্রযোজ্য]**	
৮.১	প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আপনার পেশাগত জীবনে উপকারে আসবে কি? [কোড:১=হ্যাঁ, ২=না]	
৮.২	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে কতটা উপকারে আসবে? [কোড: ১=খুবই বেশী, ২=মোটামুটি, ৩=অল্প]	
৮.৩	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আত্ম:কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে/হবে কি? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]	
৮.৪	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কি?[কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৮.৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পেশাগত কাজে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কি?[কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৮.৬	আপনি যে পেশায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন/নিচ্ছেন তার বাজার চাহিদা কেমন? [কোড: ১=চাহিদা বেড়েছে, ২=চাহিদা কমেছে, ৩=চাহিদার কোন পরিবর্তন হয়নি]	
৮.৭	ওস্তাদ কর্তৃক সাগরেদদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কারণে ওস্তাদদের আয়ের কি পরিবর্তন হয়েছে? [কোড: ১=আয় কমেছে, ২=আয় বেড়েছে, ৩=বাড়েওনি/কমেওনি]	
৮.৮	প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে আগের তুলনায় কর্ম-পরিবেশ উন্নত হয়েছে কি? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]	
৯.০	প্রকল্পের কোন দুইটি বিষয় আপনার ভালো লেগেছে:	
	১।	
	২।	
১১.০	প্রকল্পের কোন দুইটি বিষয় আপনার ভালো লাগেনি:	
	১।	
	২।	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইল:---------- তারিখঃ----------

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইল:---------- তারিখঃ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

==========

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) গাইডলাইন

FGD-এর স্থান: ----------
গ্রাম/মহল্লা : ....., উপজেলা : ....., জেলা :.....

তারিখ: ----------

১.০. উপকারভোগীদের পেশা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ

১.১। আপনাদের আয়ের প্রধান উৎস কি কি?

১.২। আপনাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিবরণ দিন? (৩ বেলা খাবার খান কিনা, ঈদে শুধুমাত্র শিশুদের জন্য পোষাক কেনেন, নাকি পুরুষ ও শিশুদের জন্য কেনেন, নাকি মহিলা ও শিশুদের জন্য কেনেন, নাকি সবার জন্য কেনেন ইত্যাদি)

১.৩। আপনাদের বাসস্থানের অবস্থা ও ধরণের বিবরণ দিন? (পাকা, আধা-পাকা, কাঁচা, টিনের দো-চালা, টিনের চৌ-চালা, ঝুপড়ি ইত্যাদি)

১.৪। আপনারা কিভাবে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হলেন? কত সালে প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন?

১.৫। ওস্তাদ-সাগরেদ হিসেবে আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? [আত্মীয় নাকি অনাত্মীয়?] ওস্তাদের সাথে সাগরেদের সংযুক্তি কে ঠিক করে দিয়েছে?

২.০. শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ এবং এর দক্ষতা ও কার্যকারিতাঃ

২.১। আপনাদের মধ্যে সাগরেদ হিসেবে কোন ধরণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন? (৩ দিনের স্বল্প মেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি)

২.২। প্রশিক্ষণগুলোর কার্যকারিতা কেমন ছিল?

৩.০. সাগরেদদের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতাঃ

৩.১। দীর্ঘমেয়াদি (৩ মাসের) প্রশিক্ষণে প্রকল্প হতে মাসিক কত টাকা করে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন/পাচ্ছেন? প্রদত্ত ভাতা যথেষ্ঠ কি? যথেষ্ঠ না হলে, মাসিক কত টাকা হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে? ভাতা পেতে কোন সমস্যা হয়ে থাকলে বলুন:

৩.২। দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে ওস্তাদের কারখানা/প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক সংযুক্তি হিসেবে কাজ করেছেন/করছেন কি? ওস্তাদের প্রতিষ্ঠানে হতে কোন পারিশ্রমিক পেয়েছেন/পাচ্ছেন কি? দৈনিক কত টাকা করে পারিশ্রমিক পাচ্ছেন/পেয়েছেন? প্রাপ্ত পারিশ্রমিক বাজার দর হিসেবে যথেষ্ঠ কি না? Opportunity cost/ day……..

৩.৩। প্রকল্প হতে অনুদান পেতে কোন সমস্যা হয়েছে কি? হলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

৪.০. স্বল্প মেয়াদি (৩ দিনের) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের সন্তুষ্টি :

৪.১। স্বল্প-মেয়াদি (৩ দিনের) প্রশিক্ষণকালে আপনারা প্রকল্প হতে কোন প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন কি? ভাতা পেয়ে থাকলে প্রতিদিন কত টাকা পেয়েছেন? প্রাপ্ত ভাতা যথেষ্ঠ কি? যথেষ্ঠ না হলে, প্রতিদিন কত টাকা হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে?

৪.২। সমাজসেবা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদি (৩ দিনের) প্রশিক্ষণ পেয়ে আপনি কতটা সন্তুষ্ট? সন্তুষ্ট না হলে তার কারণ কি?

৪.৩। স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প হতে কোন আর্থিক অনুদান পেয়েছেন কি? এককালীন কত টাকা অনুদান পেয়েছেন? প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ কি কাজে ব্যয় করেছেন?

৪.৪. প্রকল্প হতে অনুদান পেতে কোন সমস্যা হয়েছে কি? হলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? (যেমন কমিশন দেয়া)

৫.০. উপকারভোগীদের জীবন-মান উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকাঃ

৫.১। প্রকল্পের আওতাধীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উপকারভোগীদের পেশাগত জীবনে কতটা উপকারে আসবে?

৫.২। আত্ম:কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, পেশাগত কাজে আয় বৃদ্ধিতে, শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধিতে ও পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কতটা ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন?

৫.৬। পূর্বে আপনাদের কারো কোন কু-অভ্যাস (তাস, জুয়া, মাদক ইত্যাদির) ছিল কি? এখনও এ অভ্যাসগুলো আছে কি? কু-অভ্যাসগুলো ছাড়ার পিছনে প্রকল্পটির কি ভূমিকা রয়েছে?

৬.০. প্রকল্পের শক্তিশালী, দুর্বল দিক এবং সুযোগ সৃষ্টি ও ঝুঁকি বিশ্লেষণঃ

৬.১। প্রকল্পের তিনটি ভালো দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

৬.২। প্রকল্পের তিনটি খারাপ দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

৬.৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কি কি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন?

৬.৪। প্রকল্পের তিনটি ঝুঁকিপূর্ণ দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

৬.৫। প্রকল্প কার্যক্রম আরো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য আপনাদের পরামর্শ বা মতামত দিন:

এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

স্থান :---------- **তারিখ : ----------**

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পেশা	মোবাইল	স্বাক্ষর
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				

(বি.দ্র. এফজিডির একটি ছবি নিন)

আলোচনা পরিচালনাকারীর নাম:

স্বাক্ষরঃ

মোবাইলঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) গাইডলাইন

FGD-এর স্থান: ----------

গ্রাম/মহল্লা : ....., উপজেলা : ....., জেলা :.....

তারিখ: ----------

১। আপনারা প্রকল্পের আওতাধীন জরিপের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কি? আপনারা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করেছিলেন কি না? অন্তর্ভুক্ত হতে না পারার কারণ কি বলে মনে করেন?

২। আপনাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিবরণ দিন? (৩ বেলা খাবার খান কিনা, ঈদে শুধুমাত্র শিশুদের জন্য পোষাক কেনেন, নাকি পুরুষ ও শিশুদের জন্য কেনেন, নাকি মহিলা ও শিশুদের জন্য কেনেন, নাকি সবার জন্য কেনেন ইত্যাদি)

৩। আপনাদের বাস্থানের অবস্থা ও ধরণের বিবরণ দিন? (পাকা, আধা-পাকা, কাঁচা, টিনের দো-চালা, টিনের চৌ-চালা, ঝুপড়ি ইত্যাদি)

৪। প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাদের কোন ধারণা আছে কি? ধারণা থাকলে বলুন। প্রকল্পের আওতায় কি কি সুবিধা দেয়া হয়?

৫। আপনারা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে চান কি? হতে চাইলে কেন?

৬। প্রকল্পের প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন তাদের তুলনায় আপনাদের আর্থিক অবস্থা ভলো হচ্ছে, না খারাপ হচ্ছে? পার্থক্য থাকলে সেগুলো উল্লেখ করুন:

এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

স্থান :---------- **তারিখ : ----------**

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পেশা	মোবাইল	স্বাক্ষর
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				

(বি.দ্র. এফজিডির একটি ছবি নিন)

আলোচনা পরিচালনাকারী:

স্বাক্ষরঃ

মোবাইলঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক (১ম সংশোধিত) চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) চেকলিস্ট

১.০ উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদিঃ

১.১. উত্তরদাতার নাম:

১.২. পদবী:

১.৩. অফিস ঠিকানা:

১.৪. উপজেলা: ১.৫. জেলা: ১.৬. মোবাইল নং:

ক) প্রকল্পের ধারণা, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য

- কম্পোনেন্ট অনুসারে প্রকল্পের সকল কাজ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও যথাসময়ে পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার মতামত;

খ) প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক কার্যক্রম

- প্রকল্পে অধীন জেলা, জেলা থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন তথা প্রান্তিক এলাকা নির্বাচনে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে?

- আপনার এলাকায় জরিপে কিকি ট্রেড পাওয়া গেছে? নতুন কোন ট্রেডের সম্ভাবনা থাকলে বলুন:

- বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কত? এই সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদেরকে কি কি নিয়ামকের মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন?

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সঠিক সময়ে এবং পরিমাণমত অনুদান পাচ্ছেন কি না? এতে কোন অসুবিধা হয়ে থাকলে বলুন। অসুবিধাগুলো দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

- সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ধরণের সুপারিশের প্রয়োজন হয়েছে কিনা? কোন প্রভাব ও সদস্যের পারিবারিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রভাবশালী মহলরে সাথে সংযোগ ইত্যাদির প্রভাব ছিল কি না? এ ধরণের সমস্যা মোকাবেলার উপায় কি?

- নির্বাচিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের তাদের আদি পেশা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কত দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন?

- অনুদানকৃত অর্থ সুবিধাভোগীরা কিভাবে ব্যবহার করছে? সুবিধাভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে?

- সুবিধাভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে?

গ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং-এর দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের উপর ন্যস্ত আছে এবং তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করছে কি না; মাঠ পর্যায় মনিটরিং রিপোর্ট বিশ্লেষণের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত আছে;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের মাধ্যমে অনুদানকৃত অর্থে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আদি পেশার সম্প্রসারণ ও ব্যবস্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত আছে এবং এ সকল দায়িত্ব পালনে কি ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং তা কিভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে?
- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান বাঁধাগুলো কি এবং সেগুলো কিভাবে সমাধান করা হচ্ছে;
- প্রকল্প কার্যক্রমের তথ্যাদি উপস্থাপন ও প্রদর্শনের জন্য প্রকল্পে কোন ধরণের ডিজিটালাইলেশন কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকলে তার বিবরণ ও সুবিধাগুলো বলুন:
- প্রকল্পের আওতাধীন প্রান্তিক জনগনকে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কি ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন? চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে?
- প্রকল্পের আওতাধীন পেশাগুলোর আধুকায়ন কিভাবে করা যেতে পারে?
- প্রকল্পের আওতাধীন পেশাগুলোর মধ্যে কোন পেশার প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশী কার্যকরী বলে মনে করেন? এবং কেন ও কিভাবে?

ঘ) প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়

- প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার আর্থিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা; হয়ে থাকলে কিভাবে তা সমাধান করা হচ্ছে?
- প্রকল্পের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা এ পর্যন্ত শতকরা কতভাগ অর্জিত হয়েছে? নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কি না, সম্ভব না হলে তার কারণ কি;
- বরাদ্দকৃত তহবিল এ পর্যন্ত শতকরা কতভাগ (%) ব্যবহার করা হয়েছে; নির্ধারিত সময়ে সকল অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে কি না, সম্ভব না হলে তার কারণ কি;

ঙ) প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

- প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা কাজের সবল (strength) দিকগুলো;
- প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা কাজের দুর্বল (weakness) দিকগুলো;
- প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে কি ধরণের সুযোগ (opportunity) সৃষ্টি হয়েছে কি না;
- প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ (threat) দিকগুলো কি কি?

চ) প্রকল্প উন্নয়নে সুপারিশমালা

- প্রকল্পের সুফল পেতে সুনির্দিষ্ট মতামত;
- প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো এই প্রকল্পরে অবশষ্টি সময়ে ও অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান।

সহযোগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) চেকলিস্ট

১.০ উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদিঃ

১.১. উত্তরদাতার নাম:

১.২. পদবী:

১.৩. অফিস ঠিকানা:

১.৪. উপজেলা: ১.৫. জেলা: ১.৬. মোবাইল নং:

ক) প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক কার্যক্রম

- আপনার এলাকায় প্রকল্পের অংগভিত্তিক মূল কার্যক্রমগুলো কি কি? আরো নতুন কোন কার্যক্রম সংযুক্ত করার সুযোগ থাকলে বলুন:

- প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ও প্রান্তিক এলাকা নির্বাচনে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে? জরিপকৃত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে উপকারভোগী নির্বাচনে কোন ধরণের নিয়ামক অনুসরণ করেছেন?

- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে উপকারভোগী বাছাই কমিটির বিদ্যমান গঠন প্রক্রিয়া যথার্থ কিনা? যথার্থ না হলে কেন নয়? কমিটি গঠন কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়: কারা থাকবেন অথবা থাকবেন না?

- আপনার এলাকায় জরিপে কিকি ট্রেড পাওয়া গেছে? আপনার এলাকায় আরো নতুন কোন ট্রেডের সম্ভাবনা থাকলে বলুন:

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সঠিক সময়ে এবং পরিমাণমত অনুদান পাচ্ছেন কি না? না পেয়ে থাকলে তার কারণ কি?

- নির্বাচিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের তাদের আদি পেশা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কত দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন? প্রদেয় প্রশিক্ষণ উপকারভোগীদের জন্য কতটা কার্যকর হচ্ছে বলে মনে করেন? কার্যকর না হলে তার কারণ কি বলে মনে করেন? এগুলো দূর করার উপায় কি?

- অনুদানকৃত অর্থ সুবিধাভোগীরা কিভাবে ব্যবহার করছে? সুবিধাভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে?

- প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ সুবিধাভোগীরা কিভাবে খরচ করছে তা কিভাবে যাচাই বাছাই করা হয়? অর্থ ব্যবহারে কোনো ধরনের অনিয়ম হলে তা কিভাবে সমাধান করা হয়? সুবিধাভোগীদের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ কিভাবে প্রদান করা হয়?

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? সুবিধাভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের কিভাবে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে?

- সাগরেদ ও ওস্তাদের হাজিরা কিভাবে নিশ্চিত করা হয়? এতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? হলে কিভাবে তা মোকাবেলা করা হয়? হাজিরা খাতা কোথায় থাকে?

- ওস্তাদরা লগ বই ব্যবহার করেন কিনা? হ্যাঁ হলে কিভাবে ব্যবহার করে এবং লগ বই কোথায় থাকে? লগ বই ব্যবহারে কোন অসুবিধা হয় কিনা? হলে কিভাবে তা মোকাবেলা করা হয়?

- প্রকল্প কার্যক্রমের তথ্যাদি উপস্থাপন ও প্রদর্শনের জন্য প্রকল্পে কোন ধরনের ডিজিটালাইলেশন কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকলে তার বিবরণ ও সুবিধাগুলো বলুন:

- প্রকল্পের আওতাধীন প্রান্তিক জনগনকে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কি ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন? চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে বলে মনে করেন?

- প্রকল্পের আওতাধীন পেশাগুলোর আধুনিকায়ন কিভাবে করা যেতে পারে?

- প্রকল্পের আওতাধীন পেশাগুলোর মধ্যে কোন পেশার প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশী কার্যকরি বলে মনে করেন? এবং কেন ও কিভাবে?

খ) প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

- প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা কাজের সবল (strength) দিকগুলো;

- প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা কাজের দুর্বল (weakness) দিকগুলো;

- প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে কি ধরণের সুযোগ (opportunity) সৃষ্টি হয়েছে কি না;

- প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ (threat) দিকগুলো কি কি?

গ) প্রকল্প উন্নয়নে সুপারিশমালা

- প্রকল্পের সুফল পেতে আপনার সুনির্দিষ্ট মতামত দিন;

- প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো এই প্রকল্পরে অবশষ্টি সময়ে ও অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর (অফিস সীল সহ)

তারিখঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) চেকলিস্ট

১.০ উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদিঃ

১.১. উত্তরদাতার নাম:

১.২. পদবী:

১.৩. অফিস ঠিকানা:

১.৪. উপজেলা: ১.৫. জেলা: ১.৬. মোবাইল নং:

১. প্রকল্পের নিতিমালা অনুযায়ী উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি বিষয়ে একটি কমিটি আছে। এই কমিটিতে আপনি কি দায়িত্ব পালন করছেন?

২. আপনি কি এই কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন? এ পর্যন্ত কতটি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন? সর্বশেষ কত তারিখে সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন?

৩. আপনি কি প্রকল্পটি সম্পর্কে অবহিত? এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

৪. আপনার এলাকায় প্রকল্পের আওতায় কোন কোন ইউনিয়নে প্রকল্পের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে?

৫. আপনার জানা মতে প্রকল্পের সুবিধভোগী কিভাবে বাছাই করা হয়? এজন্য কারো সুপারিশ বা প্রভাবের প্রয়োজন আছে কি না? সুবিধাভোগী বাছাই কতটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হচ্ছে?

৬. আপনার এলাকায় প্রকল্পের অংগভিত্তিক মূল কার্যক্রমগুলো কি কি?

৭. সুবিধাভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে?

৮. প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা কাজের সবল (strength) দিকগুলো;

৯. প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা কাজের দুর্বল (weakness) দিকগুলো;

১০. প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে কি ধরণের সুযোগ (opportunity) সৃষ্টি হয়েছে কি না;

১১. প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ (threat) দিকগুলো কি কি?

১২. প্রকল্পের সুফল পেতে সুনির্দিষ্ট মতামত;

১৩. প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো এই প্রকল্পরে অবশষ্টি সময়ে ও অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর (অফিস সীল সহ)

তারিখঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

কেস স্টাডির জন্য সমীক্ষা প্রশ্নাবলি

১.০ উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদিঃ

১.১. উত্তর দাতার নাম:

১.২. পিতার নাম: ১.৩. মাতার নাম: ১.৪. স্বামী/স্ত্রীর নাম:

১.৫. পাড়া/মহল্লা/গ্রাম: ১.৬. পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম:

১.৭. উপজেলা: ১.৮. জেলা:

১.৯. বয়স: ১.১০. উত্তরদাতার মোবাইল:

১.১১. উপকারভোগীর ধরণ: [কোড: ১=কামার, ২=কুমার, ৩=নাপিত, ৪=মুচি, ৫=বাঁশ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী, ৬=কাঁসা/পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী]। ☐

প্রকল্পের সফলতা
ক) প্রকল্পে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে আপনার পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল? বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থা কেমন?
খ) প্রকল্পের মাধ্যমে আপনি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন?
গ) প্রকল্প হতে কি ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন/পাচ্ছেন? এতে আপনার কি লাভ হয়েছে/হচ্ছে?
গ) আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রকল্পটি কিভাবে সাহায্য করছে/করবে বলে মনে করেন?
ঘ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা/জ্ঞান আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনের জন্য কতটা কাজে লাগবে?
ঙ) প্রশিক্ষণ শেষে প্রাপ্ত সদন আপনার কি কাজে লাগবে?
চ) আত্ম:কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কতটা ভূমিকা রাখছে/রাখবে বলে মনে করেন?
ছ) পেশাগত কাজে আয় বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কতটা ভূমিকা রাখছে/রাখবে বলে মনে করেন?
জ) পেশাগত কাজে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কতটা ভূমিকা রাখছে/রাখবে বলে মনে করেন?
ঝ) পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কতটা ভূমিকা রাখছে/রাখবে বলে মনে করেন?
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ
ক) প্রকল্পের কোন কোন দিকগুলো আপনার নিকট ভালো লেগেছে? (বি.দ্র: যে বিষয়সমূহের ফলে প্রকল্পটি কার্যকরি হবে বলে উত্তরদাতা মনে করছেন তা তুলে আনতে হবে)

খ) প্রকল্পের কোন কোন দিকগুলো আপনার নিকট ভালো লাগেনি? (বি.দ্রঃ যে বিষয়সমূহের ফলে প্রকল্পটি সঠিকভাবে কার্যকরি হচ্ছে না বা হবে না বলে উত্তরদাতা মনে করছেন তা তুলে আনতে হবে)

গ) প্রকল্পের কাজের সময় আপনারা কি কোন সমস্যার মুখে পড়ছেন কখনও? কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন/হচ্ছেন? কিভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছেন?

ঘ) এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মতামত ও সুপারিশসমূহ কি কি? বিস্তারিত বলুন দয়া করে।

বি.দ্র. তথ্য সংগ্রহকারীকে অবশ্যই উপকারভোগীর সফলতার ছবি মোবাইলের মাধ্যমে তুলে আনতে হবে।

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ

স্বাক্ষরঃ

মোবাইল নম্বরঃ

তারিখঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক (১ম সংশোধিত) চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি

(প্রতিটি ক্রয় প্যাকেজের জন্য আলাদা চেকলিষ্ট ব্যবহার করতে হবে)

ক্রয় প্যাকেজ-এর নাম:

১	মন্ত্রণালয় / বিভাগ	:	
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	
৩	প্রকল্পের নাম	:	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	:	
৫	দরপত্রের ধরণ	:	
৬	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয় /আন্তজাতিক)	:	
৭	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	:	
৮	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	:	
৯	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	:	
১০	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	:	
১১	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	:	
১২	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	:	
১৩	নন রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	:	
১৪	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	:	
১৫	কার্যবিবরনীর অনুমোদনের তারিখ	:	
১৬	সি এস তৈরির তারিখ	:	
১৭	সি এস অনুমোদনের তারিখ	:	
১৮	Notification of Award প্রদানের তারিখ	:	
১৯	মোট চুক্তি মূল্য	:	
২০	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	:	
২১	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	:	
২২	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	:	
২৩	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কতদিনের এবং কি কারণে	:	
২৪	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	
২৫	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	:	
২৬	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	:	

২৭	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	:	
২৮	না হলে কেন হয়নি?	:	
২৯	গাড়ী গুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটেছিল ?	:	
৩০	হয়ে থাকলে কেন ?	:	
৩১	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা ?	:	
৩২	হয়ে থাকলে কেন ?	:	
৩৩	ক্রয়কৃত গাড়ীর ওয়ারেন্টি ছিল কি?	:	
৩৪	থাকলে কত দিন?	:	
৩৫	ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে গাড়ী গুলোর কোন ত্রুটি ধরা পরেছিল কি না?	:	
৩৬	ত্রুটি হয়ে থাকলে সেবা মান কেমন ছিল?	:	

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর (অফিস সীলসহ)

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার মোবাইল ফোন নং:

তারিখ:

"বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন" শীর্ষক (১ম সংশোধিত) চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR)

ক) <u>প্রকল্পের বিবরণীঃ</u>

১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ১ম সংশোধিত।
২।উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, টুংগীপাড়া, কোটালীপাড়া, মোকসেদপুর
	কিশোরগঞ্জ	জেলার সমগ্র এলাকা/ উপজেলা
	মানিকগঞ্জ	ঘিওর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	জেলার সমগ্র এলাকা/ উপজেলা
	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ
	নোয়াখালি	সুবর্নচর, হাতিয়া
রাজশাহী	রাজশাহী	শহর সমাজসেবা কার্যালয় এলাকা (রাজশাহী মহানগর), গোদাগাড়ী
	চাপাঁইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ
	সিরাজগঞ্জ	জেলার সমগ্র এলাকা/ উপজেলা
খুলনা	বাগেরহাট	জেলার সমগ্র এলাকা/ উপজেলা
	মাগুড়া	মাগুড়া সদর
সিলেট	সুনামগঞ্জ	জেলার সমগ্র এলাকা/ উপজেলা
রংপুর	লালমনিরহাট	জেলার সমগ্র এলাকা/ উপজেলা
	রংপুর	গঙ্গাচড়া
বরিশাল	বরগুনা	জেলার সমগ্র এলাকা/ উপজেলা
	বরিশাল	বাবুগঞ্জ, উজিরপুর
	ভোলা	দৌলতখান
ময়মনসিংহ	শেরপুর	জেলার সমগ্র এলাকা/ উপজেলা
	ময়মনসিংহ	তারকান্দা, ফুলপুর, হালুয়াঘাট

খ। <u>প্রকল্পের ব্যয়ঃ</u>

কোটি টাকায়

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			মূল	১ম সংশোধিত
১	মোট	:	৪৮.৫৫৭০	৬০.৬৯৬১
২	জিওবি	:	৪৮.৫৫৭০	৬০.৬৯৬১
৩	বৈদেশিক মুদ্রা	:	-	-
৪	আরপিএ	:	-	-

গ) <u>বাস্তবায়নকালঃ</u>

		আরম্ভের তারিখ	**সমাপ্তির তারিখ**
১	মূল	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০২০
২	১ম সংশোধিত	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০২২

ঘ) <u>প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্যঃ</u> প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবণ মান উন্নয়ন। বিশেষত তাদের যারা আদি ক্ষুদ্র ব্যবসা/পেশায় নিয়োজিত যেমন, কামার, কুমোর, পাপিত, বাঁশ ও বেত প্রস্তুতকারক, কাঁশা /পিতল প্রস্তুতকারী এবং জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী। এ কাযক্রম প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের বহুমুখী উন্নয়নের জন্য সম্পসারিত হবে।

ঙ) <u>প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্যঃ</u>

১. বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্াংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণ;

২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আদি ক্ষুদ্র পোশায় নিয়োজিত তাদের সঠিক সংখ্যা নিরুপন;

৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

৪. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ;

৫. তাদের আদি পেশার টেকসই উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার জন্য মূলধন প্রদান;

৬. তাদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরীতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

৭. স্থানীয় জনপ্রশাসনকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ;

৮. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র পেশাজীবি সম্প্রদায়কে উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;

৯. দেশের ০৮ (আট) জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মোট ৪৬১১৯টি পরিবারের ১৮৬,৮৪৬জন সদস্যকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

১০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং এর জন্য একজন Project Implementation and Monitoring Specialistনিয়োগ প্রদান।

চ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ</u>

১) প্রকল্পের কমপক্ষে ২৫% এলাকা সমীক্ষার আওতাভুক্ত হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে;

২) প্রকল্পের অনুমোদন, পটভূমি, উদ্দেশ্য ও সংশোধন (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) প্রকল্পব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৩) প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;

৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;

৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের গাইড লাইন ইত্যাদি প্রতিপালন এবং গুনগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৬) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে এ বিষয়ে সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণ।

৭) প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;

৮) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৯) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রম সমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদিথাকে) বিষয়ে আলোকপাত করা।

১০) প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১১) প্রকল্পের সবলদিক, সুযোগ, হুমকি এবং দুর্বলতা (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

১২) উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;

১৩) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি: (i) প্রকল্প এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, এফজিডি ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ক্রয়কারী সংস্থা আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ এবং (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ সমূহ (Finding) অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ সমূহ বিবেচনা করে তার উপর প্রতিবেদন চুড়ান্ত করা;

১৪) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চুড়ান্ত করবে;

১৫) পরামর্শকের সাথে আলোচনা পূর্বক ক্রযকারী সংস্থা কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট (আইএমইডি) দায়িত্ব পালন ।

ছ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ</u>

ক্রঃনঃ	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		● গবেষণা এবং প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যুনতাম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা।
২.	(ক) টীম লিডার (আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ)	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ সমাজকর্ম /সমাজকল্যাণ বিষযে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী । সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার ।	● দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার উপর ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ● গবেষণা এবং প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় টীম লিডার হিসেবে কাজ করার জন্য কমপক্ষে ১০(দশ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ● কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং ● পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; ● প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবেএবং ● সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকতে হবে।
	(খ) আত্ম-কর্মসংস্থানবিশেষজ্ঞ।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যুনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	● আত্মকর্মসংস্থান মূলক সংক্রান্ত কাজে (১০) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ● প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	(গ ট্রেড বিশষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যুনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	● বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।
	(ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যাল হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যুনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	● সংশ্লিষ্টকাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। ● কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং ● সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকতে হবে। ● ডাটা ব্যবস্থাপনা, ডাটা এন্ট্রি, এনালাইসিস ইত্যাদি বিষয়ে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

জ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ</u>

ক্রঃ নঃ	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২০ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (২০+২০) = ৪০ টি
২।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২০ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (২০+২০) = ৪০ টি
৩।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	৭৫ কপিজাতীয় কর্মশালার জন্য
৪।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	২০ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (২০+২০) = ৪০ টি
৫।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজীতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	(৪০ কপি বাংলা+২০ কপি ইংরেজি) = ৬০ টি

(ঝ) <u>ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয়:</u>

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর):
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান, ইত্যাদি।

ডিপিসি গ্রুপ অব কনসালটেন্টস
বাড়ী নং-১৭ (৪র্থ তলা, ই-1), রোড-১৭/এ, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
ফোনঃ + ৮৮০ ২ ৯৮২০৭৩৩, ০১৭৫৫৫৬৮৩৪২,
ই-মেইলঃdpcgroup@gmail.com, ওয়েবসাইটঃwww. dpcgroupbd.org